বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

www.rthd.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

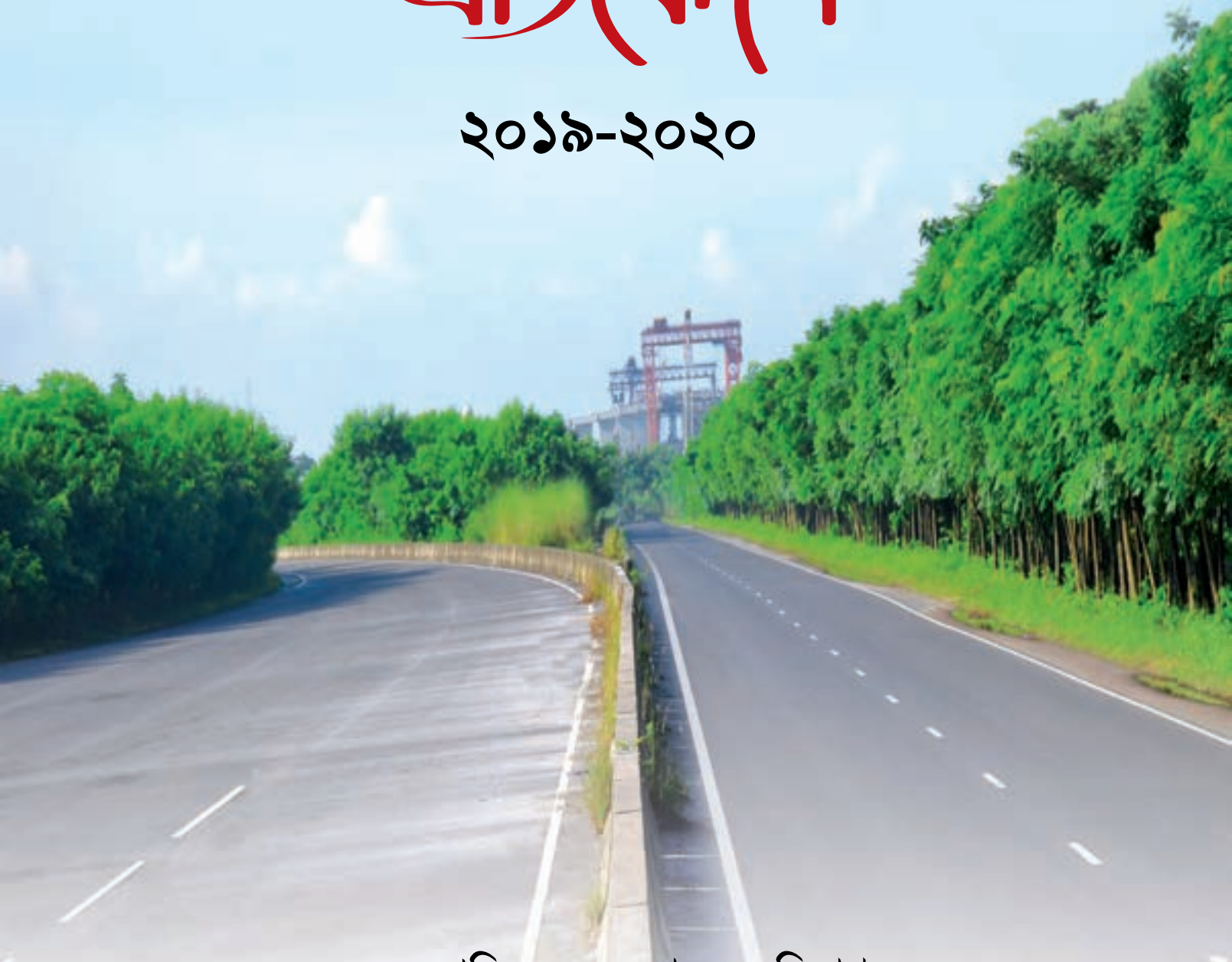

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রকাশক

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

নির্দেশনায়

মো: নজরুল ইসলাম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মো: আবু ছাইদ শেখ

অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সম্পাদনা কমিটি

১. তসলিমা কানিজ নাহিদা, যুগ্মসচিব

২. জেসমিন নাহার, যুগ্মসচিব

৩. মো: মাহবুবের রহমান, যুগ্মসচিব

৪. ড. সৈয়দা সালমা বেগম, উপসচিব

৫. সুলতানা ইয়াসমীন, উপসচিব

৬. তওহীদ আহমদ সজল, উপসচিব

স্বত্ব: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সূচিপত্র

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি) ০৫

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) ৩১

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ১৪৩

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ১৫৩

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ১৬৫

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) ১৮১

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মহাসড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবহন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত আছে। এ বিভাগ ৮টি অনুবিভাগ, ১৭টি অধিশাখা ও ৪৫টি শাখা/ইউনিট সমন্বয়ে গঠিত।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ৫টি দপ্তর/ সংস্থা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়। এতে জনগণের হয়রানি হ্রাস, উন্নত সেবা প্রদান, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে কোনো বিষয় অনিষ্পন্ন থাকছে না।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অর্জিত মান ৯৭.৮২ শতাংশ। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, অংশীজন সভা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন, নিয়মিত গণশুনানি অনুষ্ঠান, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করা, Highway Act (সংশোধন) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ইত্যাদি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য এ বিভাগের ০৩ জন কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) লিংকে যে কোনো ব্যক্তি এ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের ওপর অভিযোগ উত্থাপন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৮৩টি অভিযোগ ও পরামর্শ পাওয়া যায়। সবগুলো অভিযোগ/পরামর্শের জবাব দেয়া হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এ বিভাগে সরাসরি দাখিলকৃত লিখিত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

তথ্য অধিকার

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে Right to Information (RTI) নামে একটি লিংক রয়েছে। জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনগণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অডিট

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে ১৮টি অডিট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অডিট টিম কর্তৃক ২২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০৭টি অগ্রিম আপত্তির ব্রডশিট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড)-এ প্রেরণ করা হয়। পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড কর্তৃক ৭৭৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।

বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র

বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭ নম্বর ভবনের নীচতলায় ৭ ও ৮ নম্বর কক্ষে বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এ সেবা কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে দু'দিন রবিবার ও মঙ্গলবার গাড়ির প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাগণের গাড়ি এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত গাড়ি/মোটর সাইকেলের ফিটনেস সংক্রান্ত সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২৬৬টি গাড়ির ফিটনেস সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে। এতে সময় সাশ্রয় ও সেবা সহজতর হয়েছে।

পেনশন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার সকল গ্রেডের কর্মচারিদের মধ্যে যাঁরা অবসরে যাচ্ছেন তাঁদের পেনশন কেইস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হয়। অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০১ জন অতিরিক্ত সচিব, ০১ জন অফিস সহায়ক এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের ৩৭ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই।

নথি বিনষ্টকরণ

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই করে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গ ও ঘ শ্রেণির মোট ১৩০টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

মনিটরিং

জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থার পাশাপশি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২০টি মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৬ জন অতিরিক্ত সচিব, ০২ জন যুগ্মসচিব, ২০টি মনিটরিং টিম ৬৫টি সড়ক বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়িত্ব পালন করছেন। মনিটরিং টিমের সদস্যগণ দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহে নির্বিঘ্নে যান চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও পিএমপি কর্মসূচিভুক্ত কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি মনিটরিং করে থাকে। মনিটরিং টিমের প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে মহাসড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে ঘরমুখো মানুষের মহাসড়কে যাতায়াত নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করার নিমিত্ত এ বিভাগে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়ে থাকে। এ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সমন্বয়ে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা প্রায় ২ সপ্তাহব্যাপী নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। এর ফলে ধর্মীয় উৎসবে নাড়ীর টানে ঘরে ফেরা মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও আনন্দঘন পরিবেশে এবং নিরাপদে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারেন। এছাড়া বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগকালীন সময়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে মহাসড়কসমূহ সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর আওতায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহুমাত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপনে এ বিভাগের দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক নির্মাণ, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর), দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ও পটুয়াখালী জেলায় পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু ও পায়রা সমুদ্রবন্দর সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। পর্যটকসহ সামুদ্রিক সম্পদ পরিবহনের জন্য ফরিদপুর (ভাঙ্গা)-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর ও ড্রাইপোর্টসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়কসমূহের সঙ্গে সংযোগকারী মহাসড়ক নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৌশলগত পরিকল্পনা এ বিভাগের রয়েছে। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ব্লু-ইকোনমি সেল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে এ বিভাগ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে এ বিভাগের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জের পানগাঁও নদী বন্দরে কন্টেইনার পরিবহন অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে পানগাঁও থেকে বহির্গমন মহাসড়ক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর হতে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শূন্যপদ পূরণ ও পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ বিভাগের ১৩-২০ গ্রেডের শূন্য পদে ৩২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে ১৩-২০ গ্রেডের ২১টি শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণ কর্মচারিদের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০১৬ অনুযায়ী এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারিদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০,৩৮০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫,৯৭৫ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৩ শতাংশ বেশি। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নবযোগদানকৃত ১৩-২০ তম গ্রেডের ৩২ জন কর্মচারিকে ৩ দিনের Orientation এবং ২১ দিনের Foundation প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে এ বিভাগের ১০ম - ১৬তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২টি ব্যাচে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা-এ ৫ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের ওপর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং, সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপসহ ৭টি বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা-তে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

পেশাগত দক্ষতা, উৎকর্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা যেমন UN-ESCAP, JICA, KOICA, বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ একক অথবা দলভিত্তিক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত বৈদেশিক শিক্ষা সফর ও প্রশিক্ষণেও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের ৪৩ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

KOICA কর্তৃক আয়োজিত ফেলোশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/প্রবিধানমালা

আইন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন করে **বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০** গেজেট আকারে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

মহাসড়ক আইন, ২০২০

মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং অবাধ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিতকল্পে এ বিভাগ কর্তৃক মহাসড়ক আইন, ২০২০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া আইনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি"-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

নীতিমালা

মহাসড়ক ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা, ২০২০

মহাসড়কে নান্দনিকতা সৃজন, সড়ক নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস, সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি, যানবাহন কর্তৃক সৃষ্ট শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গ্রামীণ মহাসড়ক, নগর মহাসড়ক, শব্দ সংবেদী এলাকা, শিল্প এলাকায় পরিকল্পিত উপায়ে সবুজায়নের উদ্দেশ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা, ২০২০ যাচাই-বাছাইপূর্বক খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

পার্কিং নীতিমালা, ২০২০

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) অধিভুক্ত এলাকার যানজট নিরসনে পার্কিং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পার্কিং পদ্ধতির আধুনিকায়ন, যুগোপযোগী ও সমন্বিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও দপ্তরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পার্কিং ফি আদায়, রাস্তায় শৃঙ্খলা আনয়ন, পথচারি বান্ধব যাতায়াত এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার নিমিত্ত পার্কিং নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়নাধীন রয়েছে।

বিধিমালা

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর আওতায় প্রণয়নাধীন বিধিমালা

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত এর আওতায় খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২০ প্রস্তুত করা হয়েছে যা ভেটিং পর্যায়ে রয়েছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২০

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়কসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কারের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রবিধানমালা

ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)'র কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে "ডিটিসিএ কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা ২০২০" গেজেট আকারে ০১ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক দিবস

দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে "জীবনের আগে জীবিকা নয়, সড়ক দুর্ঘটনা আর নয়" এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯ উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, বিআরটিএ'র উদ্যোগে সারাদেশে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ, লিফলেট, পোস্টার/স্টিকার বিতরণ এবং সভা-সমাবেশ/র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কৃষিবিদ ইনিস্টিটিউট, ঢাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ৮০.৪৫ ভাগ। সেক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৮৫.৭৮ শতাংশ। এ বিভাগের আওতাধীন ২১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৩,৯৮২.০১ বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় ২০৫৭০.৬৫ কোটি টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জিওবি অর্থায়নে ১৮৯টি, বৈদেশিক সহায়তায় ১৮টি ও কারিগরি সহায়তায় ১২টিসহ মোট ২১৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে ২৩টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ৬০টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের নিম্নোক্ত ০২ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারির চিকিৎসা ব্যয় হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন:

ক) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার

খ) জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মাননীয় মন্ত্রীর অনুদান

২০১৯-২০ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে ৪০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং ৬৬ জন ব্যক্তির অনুকূলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান

নভেল করোনা ভাইরাস মহামারি (COVID-19) পরিস্থিতিতে মানবিক বিষয় বিবেচনা করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতনের এক দিনের সমপরিমান অর্থ ১,৪৮,৪৯১ (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত একানব্বই) টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বৈশাখী ভাতার সমপরিমাণ ৫,৮০,৩৩৫ (পাঁচ লক্ষ আশি হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ) টাকা Bangladesh Administrative Service Association এর নিকট প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল কার্যক্রম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী এবং সহজতর পদ্ধতিতে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছানোসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে এ বিভাগ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বিভিন্ন ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম অনুশীলনে উৎসাহ ও সমর্থনের মাধ্যমে কর্মপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হল:

ওয়েবসাইট

জনগণের চাহিদা মাফিক সহজ, ব্যয় সাশ্রয়ী ও স্বল্প সময়ে তথ্য প্রাপ্তি এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়ে একটি সমৃদ্ধ ওয়েব সাইট (www.rthd.gov.bd) উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবা বক্সের মাধ্যমে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, খবর, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মনিটরিং কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির তথ্য, সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী, দরপত্র-বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিদেশ ভ্রমণের জিও, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি, পাসপোর্ট অনাপত্তির পত্র (NOC), বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প এবং মেগা প্রকল্পসহ সকল প্রকল্পের তথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়মিত প্রকাশ/হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, বিভিন্ন প্রকাশনা, উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত ছবি/ভিডিও ও গুরুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে সচিব মহাদয়ের দৈনিক ও মাসিক কর্মসূচি এবং ভ্রমণসূচি নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নতুন প্রণীত আইন, নীতিমালা ও বিধিমালার খসড়া উপর জনগণের মতামত সরাসরি অনলাইনে গ্রহণ করা যাচ্ছে। এছাড়াও বার্ষিক

কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), তথ্য অধিকার, বাজেট ও ক্রয় পরিকল্পনা, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, ই-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কেউ যে কোন স্থান হতে যে কোনো সময়ে এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে ও তৎক্ষণাৎ (স্বল্প সময়) জানতে পারেন এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এতে এ বিভাগের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd)

ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারিবৃন্দের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে এ বিভাগে ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স ডিভাইসে আঙুলের ছাপ প্রদান অথবা ফেস রিকগনিশনের মাধ্যমে প্রতিদিনের উপস্থিতি রেকর্ড সংরক্ষিত হচ্ছে। এতে কোনো কর্মচারি কোন্ কোন্ তারিখে অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন অথবা বিলম্বে উপস্থিত হয়েছেন তা সহজেই জানা যাচ্ছে। বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি চালুর ফলে কর্মচারিদের অনুমোদিত ছুটি ভোগ এবং বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বিভিন্ন সভায় উপস্থিতি, ছুটির তথ্য ইত্যাদি সহজে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান হতে এন্ট্রির সুবিধার জন্য ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনার মোবাইল এ্যাপ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল হাজিরা মেশিন

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এ বিভাগের অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল মূল্যবান ভূসম্পত্তির সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। সারা দেশের সওজ অধিদপ্তরের সকল সড়ক বিভাগের মৌজাভিত্তিক জমির তথ্য, স্থাপনা ভিত্তিক রেকর্ড, মহাসড়কের তথ্য ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিবরণ, পরিদর্শন বাংলো, কটেজ, রির্সোট ও পিকনিক স্পটসমূহের তথ্যাদি এ ওয়েববেইজড সফটওয়্যারে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়াও ইজারা প্রদত্ত পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনসমূহের তথ্যাদি এ সফটওয়্যারে নিয়মিত সংরক্ষন ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে এ বিভাগের অধীনস্থ সকল ভূমির তথ্য, আওতাধীন সড়ক ও মহাসড়কের তথ্য এবং ভূমি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সহজেই পাওয়া/প্রকাশ করা যাচ্ছে।

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংখ্যা, গৃহীত ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় অডিট আপত্তির তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদের মাধ্যমে অডিট আপত্তির দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের মেকানিক্যাল জোন, মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল এবং সওজ বিভাগসমূহের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি এ সফটওয়্যারের সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য একটি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার রয়েছে, যা দিয়ে সার্চ করলে প্রতি অনুচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, সওজ বিভাগসমূহের অর্থবছর ও অফিস ভিত্তিক অডিট আপত্তি তথ্য ও অডিটের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। একইভাবে কর্মকর্তাগণের আইডি দিয়ে সার্চ করলে কর্মকর্তার অডিট আপত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সহজে ও স্বল্প সময়ে পাওয়া যায়। এ সফটওয়্যারটিতে তথ্যের সঠিকতা ঠিক রাখার জন্য অডিট লগ প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারটি প্রবর্তনের ফলে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে এ বিভাগ ও অধীনস্থ অফিসসমূহের অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কার্যক্রম নতুন গতি পেয়েছে।

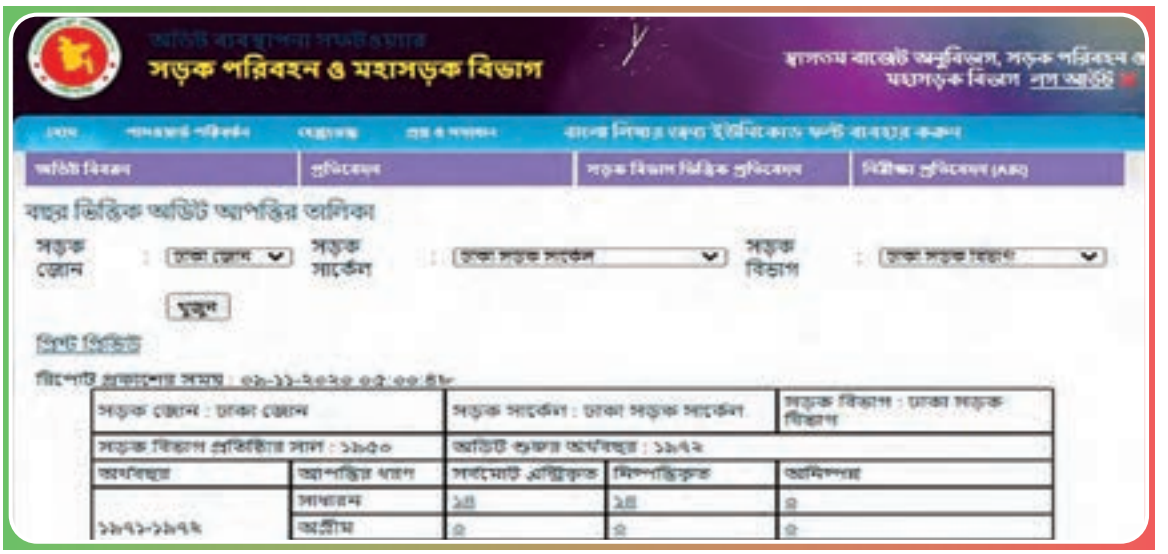

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা

সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের মামলা পরিচালনা কার্যক্রম এবং মনিটরিং জোরদার করার জন্য অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারে এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রত্যেকটি মামলার তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মামলার যে কোনো বিষয়ে সহজে ও দ্রুত অনলাইনে দেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে। এর মাধ্যমে এ বিভাগ সহজে ও যথাযথভাবে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে।

অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগের ই-জিপি দরপত্রসমূহ দ্রুত ও সহজে প্রক্রিয়াকরণ করার লক্ষ্যে অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারটির মাধ্যমে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট দরপত্র অনুমোদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সহজে ও দ্রুত মনিটরিং করা যাচ্ছে। এটি ব্যবহার করে দরপত্র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষভিত্তিক, অর্থবছরভিত্তিক, সড়ক বিভাগ ভিত্তিক, বর্তমান অবস্থা অনুসারে তথ্য অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাচ্ছে। এর ফলে ইজিপি দরপত্র বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সহজ ও দ্রুত হয়েছে।

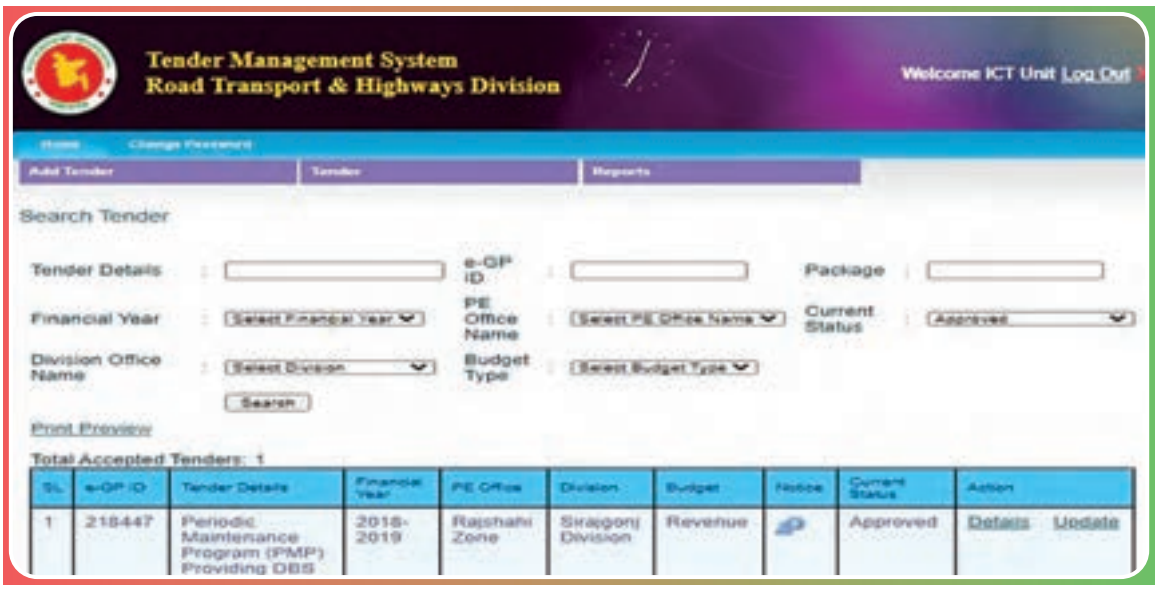

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

অনলাইন যানবাহন ব্যবস্থাপনা

বিআরটিসি'র সকল বাস ও ট্রাক বহরের প্রত্যেকটি যানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অবস্থান, বর্তমান অবস্থা, আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইনভিত্তিক যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয় হতে যানবাহনের তথ্যাদি, যানবাহনের অবস্থান ও গতিবিধি, বর্তমান অবস্থা, দৈনিক বাস ভিত্তিক আয়-ব্যয় হিসাব ইত্যাদি নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফলে ডিপোভিত্তিক, যানবাহনভিত্তিক দৈনিক ও মাসিক আয়-ব্যয় সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার মাধ্যমে বিআরটিসি'র যানবাহন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনলাইন-যানবাহন ব্যবস্থাপনা

ই-নথি

ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণের অংশ হিসেবে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং অধীনস্থ অফিসসমূহে ই-নথি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস স্থাপন করছে। এ বিভাগের সকল শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ দাপ্তরিক নথি প্রক্রিয়াকরণ ও পত্র জারীতে ই-নথি ব্যবহার করছে। এর ফলে কর্মকর্তাগণ যেকোন স্থানে থেকে যেকোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তি ও পত্রজারি করতে পারছেন। এতে এ বিভাগের দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেতু, ফ্লাইওভার, অফিস, পরিদর্শন বাংলো; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)'র অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র অফিস, বাসডিপো, ট্রাক ডিপো, ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও ওয়ার্কশপসমূহ গুগল ম্যাপে ছবিসহ চিহ্নিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুগল ম্যাপে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহ অনলাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ২৮১টি সেতু ও ফ্লাইওভার এবং বিআরটিসি'র ২৬টি ডিপো এবং এ বিভাগের আওতাধীন ৫টি দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন নির্মিত ও পুনর্নির্মিত স্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়মিত ছবি প্রকাশ করা হয়।

উত্তম চর্চা

১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক জোনের চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতি অর্থবছরে ১০টি জোনের প্রতিটিতে ন্যূনতম একবার জোনভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা করা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট জোন, এ বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং মনিটরিং টিমের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। জোনাল সভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)- এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ছাড়াও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, মামলা ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা, ফেরি সার্ভিস পরিচালনা, টোল আদায়, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয় এবং উত্থাপিত সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান দেয়া হয়।

২. উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বসহ নিয়মিতভাবে মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যালোচনা সভা ৩টি অংশে বিভক্ত করে ১ম অংশে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, ২য় অংশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ এবং শেষ অংশে সার্বিকভাবে অন্যান্য জিওবি প্রকল্প ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য গঠিত মনিটরিং টিম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করার পরও এ বিভাগের সচিবের উপস্থিতিতে ১০টি সড়ক জোনের প্রতিটিতে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে জনগণের ভোগান্তি নিরসন করা যায়।

৩. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও চলমান প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৯টি প্রকল্পের ওপর ১৯টি অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটি'র সভা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত ৩৯টি প্রকল্পের ওপর ৪১টি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভা এবং ৬০টি প্রকল্পের ওপর ৬১টি স্টিয়ারিং কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা ভাইরাস মহামারি'তে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সে বিবেচনায় ১০টি প্রকল্পের ওপর জুম অনলাইনভিত্তিক প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভা এবং ৭টি প্রকল্পের উপর বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা করা হয়েছে। বর্তমানেও এ ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

৪. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা না থাকায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের পেভমেন্টের বাইরের অব্যবহৃত ভূমি অপদখলের ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে। এ পরিস্থিতির উত্তরণে ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির প্রান্ত সংলগ্ন জমির মালিকদের যাতায়াতসহ নানাবিধ কারণে সরকারি জমি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ফলে ভূমির সীমানা ও মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা উদ্ভব হওয়ার আশংকা বিরাজ করে। উক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে মালিকানাধীন সকল ভূমির মৌজাভিত্তিক তফসিল (খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ, স্থাপনার বিবরণ ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও এন্ট্রির নিমিত্ত সওজ'র ভূমি ব্যবস্থাপনা Software-প্রস্তুত করা হয়। Software-এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল সড়ক বিভাগের মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য নিয়মিতভাবে এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান আছে।

৫. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সর্বস্তরের কর্মচারিগণ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

৬. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচি/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য ০৫টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার স্ব স্ব কার্যালয়ে ৩দিনব্যাপী আলোকসজ্জা ও দোয়া মাহফিল, ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, রক্তদান কর্মসূচি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা ও রচনা প্রতিযোগিতা, বিআরটিসির বিশেষ বাস সার্ভিস, গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কাংশ/ফ্লাইওভার/সেতু/ইন্টারসেকশন/রেলওয়ে ওভারপাস সজ্জিতকরণ এবং সুবিধাজনক স্থানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি/চিত্রকর্ম স্থাপন ও প্রদর্শন। এছাড়া, বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ও সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বঙ্গবন্ধুর কর্মের ওপর ডকুমেন্টশন প্রস্তুতের কাজ চলছে। প্রসংগত উল্লেখ্য, মার্চ পরবর্তী সমাবেশমূলক কর্মসূচি করোনা ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারণে সংশোধিত সময় নির্ধারণ করে পালন করা হবে।

৭. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে এ বিভাগ বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-অফিসের প্রবেশ মুখে জীবানুনাশক স্প্রে মেশিন স্থাপন, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্যাভলন, সাবান সরবরাহ ইত্যাদি। এছাড়া, আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। একই সাথে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে অফিসে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় সঠিক সময়ে অবগত করা হয়েছে/হচ্ছে।

৮. এ বিভাগে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীতে বর্তমান বইয়ের সংখ্যা ১২৫০টি। তন্মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে লাইব্রেরীর জন্য বিভিন্ন ধরণের নতুন ৩০টি বই সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ লাইব্রেরী হতে বই সংগ্রহ করতে পারেন। সুষ্ঠুভাবে লাইব্রেরী পরিচালনা এবং তদারকির জন্য ০১ জন ক্যাটালগার রয়েছেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে এ বিভাগের সচিবের মধ্যে ১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৯ জুন ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপভাবে এ বিভাগের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে অধ:স্তন অফিসসমূহের সাথে ১৫ জুন ২০১৯ তারিখের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্কোর ছিল ৭২.৪৯%। নিম্নে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল:

২০১৯-২০ অর্থবছর

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	ঢাকা-পদ্মা-ভাংগা মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (পদ্মালিংক) প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮৫	৮৫
২.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ- জয়দেবপুর চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯০	৭৮
৩.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক-২) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫	২৫.১৬
৪.	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১৮	২০.৫০
৫.	আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫	১৮.০০
৬.	সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট - তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৫০	৫০
৭.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২২৪	৩১৯.৮৩
৮.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৯৬০	১৭৩৫.২৫
৯.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১০৭৪	১৭৩৯.৮৭
১০.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২৮৮৭	৩৪৭৩.৫৫
১১.	দুই লেন বিশিষ্ট কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতুর পার্শ্বে ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু (কেএমজি) নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০	১০০
১২.	পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮০	৫৫.২৮
১৩.	৪-লেন বিশিষ্ট ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০	১০০
১৪.	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়কে (জেড-৮৭০২) কঁচা নদীর উপর ১৪২৭ মিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-চীন ৮ম মৈত্রী সেতু নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪০	৪৮.৭৪
১৫.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৩০০০	৪৯০৮.৩৩
১৬.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	২৪৬২	৩৪২০.১১
১৭.	পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার) প্রদান	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৩০	১.৬৩
১৮.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা	১৩০০০	১৩১৪৫

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১৯.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভা ও সেমিনার আয়োজন	সংখ্যা	১০০	৯১
২০.	ট্রাফিক আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সভা আয়োজন	সংখ্যা	৬	৫
২১.	ইনফরমেটরি ও রেগুলেটরি সাইন-সিগন্যাল ও কিলোমিটার পোস্ট স্থাপন	সংখ্যা	৫০০০	৮৩০৩
২২.	মহাসড়কের আন্ত:বাঁকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা/বৃক্ষ অপসারণ	কিলোমিটার	৩৩৫	৪৭৫.৮১
২৩.	মহাসড়ক অবৈধ দখলমুক্তকরণের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত ভূমি	হেক্টর	১২০	১৮২.৯৫
২৪.	যানবাহনের ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.১০	৫.২১
২৫.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৬.২০	৭.০৩
২৬.	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	১.১০	০.৯১
২৭.	বিআরটিএ কর্তৃক ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়	কোটি টাকা	১৭৫০	১৯৩৪.৬৭
২৮.	সড়কে চলাচল করছে না অথচ বিআরটিএ'র রেকর্ডভুক্ত এমন যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল	সংখ্যা (হাজার)	৯.০০	১০.১০
২৯.	সড়কে চলাচল করছে না অথচ বিআরটিএ'র রেকর্ডভুক্ত এমন যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ভিত্তিতে ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ	তারিখ	১৮.০৬.২০	৩০.০৬.২০
৩০.	ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	৩	৩
৩১.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৬৫	৫০
৩২.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৫ (নর্দান রুট) নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	তারিখ	১৫.০৬.২০	২৫.০৮.১৯
৩৩.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫৫	৪৮.৩৫
৩৪.	বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন এর জন্য বাসটার্মিনাল/ ডিপোর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগকৃত	তারিখ	৩০.০৪.২০	০৫.০৩.২০
৩৫.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লাইন-৭ নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	তারিখ	৩১.০৫.২০	৩১.০৫.২০
৩৬.	বিবিআইএন মোটর ভেহিক্যাল এগ্রিমেন্ট এর আওতায় সমীক্ষা/ ট্রায়াল রানকৃত একটি আন্তর্জাতিক রুট	তারিখ	৩০.০৪.২০	১২.১২.১৯
৩৭.	বিআরটিসি বাস বহরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রুটে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৫০০	৬২৩.৫৩
৩৮.	বিআরটিসি বাস/ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মালামাল	পরিমাণ (হাজার টন)	৬০০	৫০২..৯৮
৩৯.	বিআরটিসি'র নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব	কোটি টাকা	৪০০	৪১১.১৩
৪০.	HDM-4 সফটওয়্যার রোড ডিটেরিয়েশন এন্ড ওয়ার্ক এফেক্ট বিবেচনা করে লেভেল-১ কেলিব্রেশন সম্পন্নকরণ	তারিখ	১০.০৬.২০	১০.০৬.২০
৪১.	ডাইনাসিম সফটওয়্যার প্রয়োগ করে ইন্টারসেকশন ডিজাইন-এর উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন	তারিখ	১৫.০৪.২০	০২.১২.১৯
৪২.	ফিল্ডবাজ সফটওয়্যার প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণের জন্য রোড কন্ডিশন সার্ভে প্রশিক্ষণ আয়োজন	তারিখ	০৭.০৪.২০	২৩.০২.২০
৪৩.	পিপিপি'র ভিত্তিতে গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নকরণ	তারিখ	০১.০৬.২০২০	৩১.০৫.২০
৪৪.	পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১০	১০

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মপরিকল্পনার নিরিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অংশে নিম্নরুপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১.	ঢাকা- পদ্মা-ভাংগা মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (পদ্মালিংক) প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০
২.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ- জয়দেবপুর - চন্দ্রা - টাঙ্গাইল - এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫
৩.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ এলেঙ্গা হাটিকুমরুল -রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক-২) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪৫
৪.	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০
৫.	আশুগঞ্জ নদীবন্দর - সরাইল - ধরখার - আখাউরা - স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৩০
৬.	সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর) - সিলেট - তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ প্রদান (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫
৭.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২৮০
৮.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৯৮০
৯.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৮০০
১০.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২৬০০
১১.	মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সওজ অংশের রোড প্যাকেজ-৩ নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিত) বাস্তবায়ন	শতাংশ	৫০
১২.	পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫
১৩.	রাজাপুর - নৈকাঠি - বেকুটিয়া - পিরোজপুর জেলা মহাসড়কে (জেড-৮৭০২) কঁচা নদীর উপর ১৪২৭ মিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-চীন ৮ম মৈত্রী সেতু নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭০
১৪.	ডব্লিউ.বি.বি.আই.পি বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫
১৫.	তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫
১৬.	কালনা সেতুসহ ক্রসবর্ডার প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০
১৭.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৪৭৫০
১৮.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৩২৫০
১৯.	পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার) প্রদান	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৮০
২০.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা	১৪০০০
২১.	টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সংবলিত ৪টি বিশ্রামাগার স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫
২২.	ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্সেল-লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০
২৩.	মহাসড়ক অবৈধ দখলমুক্তকরণের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত ভূমি	হেক্টর	১৮২.৯৫
২৪.	ঢাকার সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরবান রোড সেফটি ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ	তারিখ	৩০.০৪.২১

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
২৫.	টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম চালু	সংখ্যা	২
২৬.	যানবাহনের ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগারপ্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৪০
২৭.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৩
২৮.	যানবাহনের ইস্যুকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৪
২৯.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫
৩০.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-১ নির্মাণ কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত EOI আহবান	তারিখ	১৫.০৬.২০২১
৩১.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৫ (নর্দান রুট) এর নির্মাণের লক্ষ্যে বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮০
৩২.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৬৫
৩৩.	বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন এর জন্য বাসটার্মিনাল/ ডিপোর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	তারিখ	৩০.০৪.২১
৩৪.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লাইন-৭ নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	তারিখ	৩০.১১.২০
৩৫.	বিআরটিসি বাস বহরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রুটে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৫০০
৩৬.	বিআরটিসি বাস/ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মালামাল	পরিমাণ (হাজার টন)	৫০০
৩৭.	বিআরটিসি'র নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব	কোটি টাকা	৩৮০
৩৮.	আন্তর্জাতিক রুটে বাস পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত রয়্যালটি	কোটি টাকা	১.৬০
৩৯.	সওজের সড়ক নেটওয়ার্কের জন্য রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট মডেল প্রস্তুতের জন্য সার্ভে কাজ সম্পন্নকরণ		০৩.০৬.২১
৪০.	বাংলাদেশের জন্য ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট-এর নকশা 'মেকানিস্ট-এম্পিরিকাল করার লক্ষ্যে' AASHTO are Pavement ME Design সফটওয়্যারটি জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ ট্রাফিকের চলাচলের উপযোগী মহাসড়কে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন মডেল (লেভেল-২) প্রণয়ন		০৩.০৬.২১
৪১.	পিপিপি'র ভিত্তিতে রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা-চিটাগাং রোড মোড় পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩০.০৫.২১
৪২.	পিপিপি'র ভিত্তিতে গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি চূড়ান্তকরণ	তারিখ	৩০.০৫.২১
৪৩.	পিপিপি'র ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০

বিনোদন ও সৌহার্দ্যমূলক কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে ১৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সী-শেল পার্ক, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এ বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজন উপভোগ করেন। এতে আন্ত:পারিবারিক সম্পর্ক গভীর হয়েছে।

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ অংশগ্রহণকারী এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ মন্ত্রী ও সচিব পত্নীসহ অংশগ্রহণকারী মহিলা কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বার্ষিক বনভোজন-২০২০-এ অংশগ্রহণকারী শিশুদের বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ অংশগ্রহণকারী পুরুষ কর্মকর্তাগণের পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ অংশগ্রহণকারী মহিলা কর্মকর্তাগণের ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ অংশগ্রহণকারী মহিলা অতিথিগণের পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক বনভোজন ২০২০-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

(খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৮ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ আলাদিন'স পার্ক, ধামরাই, মানিকগঞ্জ-এ অপর একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এ বনভোজনে তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক বনভোজন ২০১৯-এ অংশগ্রহণকারী কর্মচারিগণ

(গ) সহকর্মীদের কর্মস্থল পরিবর্তন ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে এ বিভাগ কর্তৃক কর্মকর্তাদের সম্বর্ধনা প্রদানের প্রথা চালু রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ জন কর্মকর্তা পিআরএল গমন, ৯ জন কর্মকর্তা অন্যত্র বদলী ও কর্মরত অবস্থায় ১ জন কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করেছেন।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	অবমুক্তির তারিখ
১.	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (৬৩১৩)	যুগ্মসচিব	২৩/০৮/২০১৯
২.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার (৬৭৬২)	উপসচিব	২৭/০৮/২০১৯
৩.	জনাব মোঃ এহছানে এলাহী (৫৫৯৫)	অতিরিক্ত সচিব	০২/০৯/২০১৯
৪.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন (১৫১৯৪)	উপসচিব	২৩/০৯/২০১৯
৫.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার (৫৬০৯)	অতিরিক্ত সচিব	২২/১০/২০১৯
৬.	ড. মোঃ কামরুল আহসান (৪৬৬৮)	অতিরিক্ত সচিব	০৫/১১/২০১৯
৭.	জনাব শিশির কুমার রায় (৪৯৩৬)	অতিরিক্ত সচিব	২০/১১/২০১৯ (মৃত্যু বরণ)
৮.	জনাব দিপজন মিত্র (২০৬৭১)	সহকারী প্রধান	০২/০২/২০২০
৯.	জনাব রওশন আরা বেগম (৫০০২)	অতিরিক্ত সচিব	০২/০৩/২০২০ (অবসর)
১০.	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান (৬০০৩)	যুগ্মসচিব	১৮/০৬/২০২০
১১.	জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার (৫৫০৬)	অতিরিক্ত সচিব	২৪/০৬/২০২০

২০১৯-২০ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (৩৫৭৯)	সচিব	১৫.১০.২০১৭
২.	জনাব মোঃ আবু ছাইদ শেখ (২১০৫)	অতিরিক্ত সচিব	২৬.০২.২০২০
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	অতিরিক্ত সচিব	০৪.০৫.২০১১
৪.	ড. মোঃ কামরুল আহসান (৪৬৬৮)	অতিরিক্ত সচিব	১৬.০২.২০১৫
৫.	জনাব শিশির কুমার রায় (৪৯৩৬)	অতিরিক্ত সচিব	১০.০৫.২০১৮
৬.	জনাব রওশন আরা বেগম (৫০০২)	অতিরিক্ত সচিব	১৭.০৫.২০১৮
৭.	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	অতিরিক্ত সচিব	২৮.১২.২০১০
৮.	জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার (৫৫০৬)	অতিরিক্ত সচিব	২১.১০.২০১৮
৯.	জনাব মোঃ এহছানে এলাহী (৫৫৯৫)	অতিরিক্ত সচিব	০১.০৭.২০১৫
১০.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার (৫৬০৯)	অতিরিক্ত সচিব	৩১.০১.২০১৬
১১.	জনাব নীলিমা আখতার (৫৬৫৩)	অতিরিক্ত সচিব	০৭.০১.২০২০
১২.	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	অতিরিক্ত সচিব	০৫.০৮.২০১২
১৩.	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম (৪৫৪৯)	যুগ্মসচিব	২৭.১১.২০১৪
১৪.	জনাব মোঃ আবদুর রৌফ খান (৫২৪৮)	যুগ্মসচিব	২৮.০২.২০১২
১৫.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	যুগ্মসচিব	২৯.০১.২০১৪
১৬.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (১৮৩)	যুগ্মপ্রধান	০৬.০১.২০১৬
১৭.	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান (৬০০৩)	যুগ্মসচিব	০৫.১১.২০১৯
১৮.	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (৬৩১৩)	যুগ্মসচিব	০৭.১১.২০১৮
১৯.	জনাব তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	যুগ্মসচিব	২৯.০৩.২০১১
২০.	জনাব গৌতম চন্দ্র পাল (৬৫১৮)	মানানীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব ও (যুগ্মসচিব)	১০.০১.২০১৯
২১.	জনাব জেসমিন নাহার (৬৫৬৮)	যুগ্মসচিব	১৪.০৮.২০১৮
২২.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (৭৬২২)	উপসচিব	০৫.০৫.২০১৪
২৩.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	উপপ্রধান	০২.১২.২০১৯
২৪.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	উপসচিব	২৩.০২.২০১১
২৫.	জনাব মো: আব্দুল মোক্তাদের	উপসচিব	১৪.০৫.২০১৮
২৬.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার (৬৭৬২)	উপসচিব	০২.১১.২০১৫
২৭.	জনাব সুলতানা ইয়াসমীন (৬৮২৬)	উপসচিব	১৪.০৫.২০১৫
২৮.	জনাব মো: সামীমুজ্জামান (০৩৮৯)	উপপ্রধান	০৫.০৭.২০১৮
২৯.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন (১৫১৯৪)	উপসচিব	১৪.০৩.২০১৬
৩০.	জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল (১৫২৪৬)	উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	১৩.১০.২০১৪

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
৩১.	জনাব অঞ্জনা খান মজলিশ (১৫৩৫২)	উপসচিব	১১.১১.২০১৯
৩২.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (১৫৪৫৪)	উপসচিব	২৭.১১.২০১৯
৩৩.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান (১৫৬৩১)	উপসচিব	২৭.১১.২০১৯
৩৪.	সালমা আক্তার খুকী (৮০৭৮)	উপসচিব	১৯.১২.২০১৮
৩৫.	ফাহমিদা হক খান (৮০৭৯)	উপসচিব	১৯.১২.২০১৮
৩৬.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬.০১.২০১২
৩৭.	জনাব মো. আবু নাছের (১৫২০০১০৪০০০৮)	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	৩১.০৯.২০১৪
৩৮.	জনাব তওহীদ আহমদ সজল (০৪৩৭)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১.০৬.২০১৭
৩৯.	জনাব মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ (০৫৯৪)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১০.০৭.২০১৬
৪০.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মাসুদ (০৬০২)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১১.০২.২০১৯
৪১.	জনাব এ.এম.এম. রিজওয়ানুল হক (২০৪৫২)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২৬.০২.২০২০
৪২.	জনাব মোঃ মাহবুব-এ-এলাহী (৬০২২৭০)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২১.১২.২০১৫
৪৩.	জনাব শ্যামল রায়	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১৭.০৫.২০১৫
৪৪.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৯.০৪.২০১৩
৪৫.	জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৫.০৪.২০১৩
৪৬.	জনাব এস, এম সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০.১০.২০১১
৪৭.	জনাব দিপজন মিত্র (২০৬৭১)	সহকারী প্রধান	২০.১১.২০১৭
৪৮.	কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১১
৪৯.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬.১০.২০১১
৫০.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১২.২০১০
৫১.	জনাব নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.০৬.২০১১
৫২.	জনাব সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১.১১.২০১২
৫৩.	মোঃ লিয়াকত আলী (১১৩৭৩)	সহকারী সচিব	১০.০৫.২০১৬
৫৪.	জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন (১১২৯০)	সহকারী সচিব	২০.০৯.২০১৮
৫৫.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (১১৫৩৬)	সহকারী সচিব	১৪.০১.২০১৯
৫৬.	বিনা রানী দাস (১১৫৪০)	সহকারী সচিব	১৪.০১.২০১৯
৫৭.	জনাব মো: সেলিম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৩.১০.২০১৮

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ২২,৩৬২.৮৩ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের বিন্যাস অনুযায়ী ১০৩টি জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ৩,৯৪৩.৬৯ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ৮-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক ১৭.৫০ কিলোমিটার, ৬-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক ২০.৬০ কিলোমিটার এবং ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক ৫৮৪.৫৪ কিলোমিটার। ১৪৮টি আঞ্চলিক মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ৪,৮৮২.৯৪ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার এবং ৭০৮টি জেলা মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ১৩,৫৩৬.২০ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের ও দৈর্ঘ্যের ৪,৪৩১টি সেতু, ১৪৯৩৩টি কালভার্ট এবং ৪৩টি ফেরিঘাটে (পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা-১৩৪) বিভিন্ন ধরণের ১০২টি ফেরি চলাচল করছে। মহাসড়ক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুগোপযোগী ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর ১০টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯টি উপবিভাগের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০৬টি প্রকল্প (সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৮৮টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১৮টি) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ১৫২৭২.০৩ কোটি টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ৩৪১০.৮৯ কোটি টাকা মোট বরাদ্দ ১৮,৬৮২.৯২ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে মোট ১৬,২৪০.২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের শতকরা হার ৮৬.৯৩।

বিগত বছরগুলোতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক শতভাগ এডিপি বাস্তবায়ন হয়ে আসছিল। কিন্তু মার্চ ২০২০ থেকে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে শতভাগ এডিপি বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়নি। তথাপি দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের কাজের বাস্তবায়ন চালিয়ে নেয়া হয়েছে। বিগত অর্থবছরগুলোতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক এডিপি বাস্তবায়নের বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থ-বছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০১৯-২০	২০৬	১৮৬৮২.৯২	৮৬.৯৩%
২০১৮-১৯	১৭৯	১৬৬১৮.৮৫	৯৯.৮২%
২০১৭-১৮	১৪০	১৪১৪৪.৬৮	৯৯.৮৯%
২০১৬-১৭	১৩৪	৮১৯৯.২৮	৯৯.৮৩%
২০১৫-১৬	১৩২	৫৯৯০.৩২	৯৯.৮৬%

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প

২০১৯-২০ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ৫৭টি (জিওবি অর্থায়নে ৫৫টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ২টি)। তন্মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪১টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৭টি, ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প ১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ৮টি।

২০১৯-২০ অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা:

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ) - নাটোর জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২. ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের নবীনগর হতে নয়ারহাট ও পাটুরিয়াঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিনবাজার হতে পাটুরিয়াঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিসলেন ও বাস-বে নির্মাণ

৩. লাকসাম (বিনয়ঘর)- বাইয়ারা বাজার-ওমরগঞ্জ-নাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪. সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ

৫. খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খুলনা শহরাংশ (৪.০০ কিলোমিটার) ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৬. কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৭. ভূয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৮. ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৯. রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১০. নোয়াখালী জেলার পেশকারহাট-চরএলাহী জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১১. ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ, ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা-(ভাদুরদরগাহ) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১২. কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

১৩. কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

১৪. যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

১৫. কক্সবাজার জেলার একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাটি পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

১৬. চাষাড়া-খানপুর-হাজীগঞ্জ-গোদনাইল-আদমজী ইপিজেড মহাসড়ক নির্মাণ

১৭. দর্শনা-মুজিবনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

১৮. পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালী জাতীয় মহাসড়কের মনিহার হতে মুড়ালী পর্যন্ত ৮-লেনে উন্নীতকরণ

১৯. মাগুড়া-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২০. ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২১. কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২২. চার লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ)-এর ৪ (চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ

২৩. ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৪. ঝিনাইদাহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

২৫. নাগেশ্বরী-কাশিপুর-ফুলবাড়ী-কুলাঘাট-লালমনিরহাট জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

২৬. সিরাজগঞ্জ- কাজিপুর- ধুনট- শেরপুর এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি) - ধুনট (সোনামুখী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৭. সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর জেলা মহাসড়কের সিংড়া অংশের সড়ক বাঁধ উচুঁকরণসহ পেভমেন্ট পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ

২৮. পুঠিয়া-বাগমারা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৯. লক্ষ্মীপুর শহর সংযোগ মহাসড়ক (আর-১৪৫) ও লক্ষ্মীপুর-চরআলকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) (চেইনেজ-০+০০০ হতে ২+০০০) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

৩০. বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

৩১. ভোলা (পরানতালুকদার হাট)- চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৩২. বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া) হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

৩৩. নারায়ণগঞ্জ লিংক আঞ্চলিক মহাসড়ক (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ

৩৪. বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর- (নাটোর) ঈশ্বরদী (পাবনা) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

৩৫. নোয়াখালী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাজি কামাল উদ্দীন সড়ক (বেগমগঞ্জের ফ্যাক্টরী হতে কবিরহাটের ফলাহারী পর্যন্ত) উন্নয়ন

৩৬. আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ মহাসড়কসহ কর্ণফুলি টানেল সংযোগ মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শিকল্বাহা-আনোয়ারা সড়ক)

৩৭. শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৮. শেখপাড়া (ঝিনাইদহ)-শৈলকুপা-লাঙ্গলবান্ধ (শ্রীপুর)-ওয়াপদামোড় (মাগুরা) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

৩৯. লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

৪০. টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)-মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪১. নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন ভূইয়ারহাট-দুধমাখা আরএইচডি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এবং পেশকারহাট -চরএলাহী জেলা মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ

২. নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ

৩. ফেনী-সোনাগাজী-মুহুরী প্রকল্প মহাসড়কের ৩০তম কিলোমিটারে ৩৯১.৩৪ মিটার দীর্ঘ মুহুরী সেতু এবং বক্তারমুন্সী-কাজিরহাট-দাগনভূঞা মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে ৫০.১২ মিটার দীর্ঘ ফাজিলাঘাট সেতু নির্মাণ

৪. বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর ওপর আড়িয়াঘাট সেতু নির্মাণ

৫. দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

৬. লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন মহাসড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ

৭. জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন (ঢাকা জোন)

ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাংরোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প

অন্যান্য প্রকল্প

১. Feasibility Study and Detailed Design for Construction of Kewatkhali Bridge over the river Bramhaputra at Mymensingh with Railway Overpass and 4-Lane Approach (including Service Road) Road

২. রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমি ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ

৩. সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকা সেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৫৬৬ কিলোমিটার নদীতীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ

৪. টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন

৫. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন

৬. টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অ্যাসফল্ট প্লান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

৭. টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি (আরটিসিআইপিপিএফ)

৮. Study for Identification Prioritisation and Pre-Feasibility of PPP projects under Roads and Highways Department

২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০১৯-২০ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে:

সম্পাদিত কাজের অংগের নাম	কাজের পরিমাণ
৪-লেনে উন্নীতকরণ	১৩৩.৬৬ কিলোমিটার
ফেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ (সার্ফেসিং ব্যতীত)	১৯২.৬০ কিলোমিটার
বিটুমিনাস সার্ফেসিং	১৮৬৮.৭২ কিলোমিটার
রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ	৫৮.৯৭ কিলোমিটার
মহাসড়ক প্রশস্তকরণ	১৪১৫.৫৩ কিলোমিটার
মহাসড়ক মজবুতিকরণ	১৫৩১.৫৪ কিলোমিটার
কংক্রিট সেতু নির্মাণ	৮৫টি (৩৪৪৩.৪১ মিটার)
আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ	৭৫২টি (২২৩৫.৫৮ মিটার)

পরিচালন খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সড়ক, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৮৭৩.৫২ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সারাদেশে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:

সম্পাদিত কাজের অংগের নাম	কাজের পরিমাণ
বিটুমিনাস সার্ফেসিং (ওভারলে)	৮৬২.৩১ কিলোমিটার
ডাবল বিটুমিনাস সার্ফেসিং ট্রিটমেন্ট (ডিবিএসটি)	৫৪.৭৬ কিলোমিটার
কার্পেটিং	২৭০.৪৩ কিলোমিটার
রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ	৪৪.১০ কিলোমিটার
মাইনর মেরামত	১১৭০.১৮ কিলোমিটার
সেতু পুনর্নির্মাণ	২৭টি
কালভার্ট পুনর্নির্মাণ	১১৯টি

সমাপ্ত প্রকল্প

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১৫টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৪টি, ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প ১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ১টি।

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

২. ফরিদপুর (বদরপুর) সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রামরাইল ব্রিজ এপ্রোচ থেকে পুনিয়ট মোড় পর্যন্ত মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)

৫. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (কুমিল্লা জোন)

৬. চরফ্যাশন হতে বেতুয়া (লঞ্চঘাট) মহাসড়ক উন্নয়ন

৭. কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল এমপি গেট হতে বাংলা বাজার ৪-লেন পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

৮. মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

৯. নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১০. সুলতানপুর চিনাইর আখাউড়া মহাসড়ক উন্নয়ন

১১. এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা মহাসড়কে ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট

১২. দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে পুনর্নির্মাণ এবং আঞ্চলিক মহাসড়কটি উন্নয়ন ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৩. দোয়াভাঙ্গা-শাহরাস্তি-পানিওয়ালা (রামগঞ্জ) জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৪. ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কসমূহ জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

১৫. গৌরীপুর-কচুয়া-হাজিগঞ্জ মহাসড়কের চেইনেজ ০+০০০ হতে ১০+০০০ ও চেইনেজ ২৪+০০০ হতে ৪২+০০০ পর্যন্ত মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ

২. ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৯২তম কিলোমিটারে ২১৯.৪৫৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু (সাহাবাজপুর সেতু) নির্মাণ

৩. মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়)

৪. বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪৬তম কিলোমিটারে পোনানদীর ওপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ

অন্যান্য প্রকল্প

উভয়পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রণীত ডিজাইন রিভিউ, পুনর্বাসন পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮টি স্থাপনা/কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এগুলো হল: (১) ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে (২) তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু (শাহ আমানত সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬-লেন বিশিষ্ট এপ্রোচ মহাসড়ক (৩) ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার (৪) ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২৫টি সেতু (৫) মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত ১৩টি সেতু (৬) ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়কের ৭২তম কিলোমিটারে বানার নদীর ওপর ২৮২.৫৫৮ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু (৭) ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক এবং (৮) ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ পটিয়া বাইপাস সড়ক, তথ্যসমূহ পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা-১৩৭-তে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা/কার্যক্রমের ছবি:

পাঠানবাড়ি সেতু, মুন্সীগঞ্জ

আটপাড়া সেতু, মুন্সীগঞ্জ

বেলতলি সেতু, মুন্সীগঞ্জ

ছনবাড়ি সেতু, মুন্সীগঞ্জ

ইমামগঞ্জ সেতু, মুন্সীগঞ্জ

হাঁসাড়া-১ সেতু, মুন্সীগঞ্জ

হাঁসাড়া-২ সেতু, মুন্সীগঞ্জ

আলদি বাজার সেতু, মুন্সীগঞ্জ

রসুনিয়া-১ সেতু, মুন্সীগঞ্জ

রসুনিয়া-২ সেতু, মুন্সীগঞ্জ

সাতগাঁও সেতু, মুন্সীগঞ্জ

শ্রীনগর বাজার-১ সেতু

শ্রীনগর বাজার-২ সেতু

৩য় কর্ণফুলী সেতুর সংযোগ সড়ক, চট্টগ্রাম

বানার সেতু, ময়মনসিংহ

সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক

ঈন্দ্রপুল- চক্রশালা বাঁক সরলীকরণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম

ঢাকা- মাওয়া- ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে

ভূলতা ফ্লাইওভার, নারায়ণগঞ্জ

বারাশিয়া সেতু, ফরিদপুর

বরদা সেতু, ঝিনাইদহ

সৌদেরখাল সেতু, বরিশাল

উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ

ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ

১৮১.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে ভোমরা স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হয়েছে। একই সাথে বাইপাস সড়ক ব্যবহারের মাধ্যমে সাতক্ষীরা শহর এলাকার যানজটের নিরসন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে এ মহাসড়কের শুভ উদ্বোধন করেন।

সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক

ঢাকা সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়ক এবং ভূলতা-রূপগঞ্জ ও ভূলতা-আড়াইহাজার আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহের সংযোগস্থল ভূলতা বাজার এলাকায় ৩২০.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ১২৩৮ মিটার দীর্ঘ গ্রেড সেপারেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে ভূলতা এলাকার দীর্ঘদিনের যানজট নিরসন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নবনির্মিত এ ফ্লাইওভারটির শুভ উদ্বোধন করেন।

ভূলতা ফ্লাইওভার

ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ (পটিয়া বাইপাস মহাসড়ক)

৮৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত অংশের বাঁক সরলীকরণের নিমিত্ত ৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ পটিয়া বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনার হার হ্রাস পেয়েছে এবং পটিয়া বাজার অংশের যানজট অনেকাংশে নিরসন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নবনির্মিত এ মহাসড়কটির শুভ উদ্বোধন করেন।

পটিয়া বাইপাস মহাসড়ক

মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহে ১৩টি স্থায়ী কংক্রিট সেতু নির্মাণ

মুন্সীগঞ্জ জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ১৬৭.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এ জেলার ২৯টি ঝুঁকিপূর্ণ সেতুকে স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে এ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ১৩টি সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সেতুসমূহ হল: ইমামগঞ্জ সেতু, রসুনিয়া-১ সেতু, রসুনিয়া-২ সেতু, আলদি বাজার সেতু, পাঠানবাড়ি সেতু, বেলতলি সেতু, ছনবাড়ি সেতু, শ্রীনগর বাজার-১ সেতু, শ্রীনগর বাজার-২ সেতু, আটপাড়া সেতু, হাঁসাড়া-১ সেতু, হাঁসাড়া-২ সেতু এবং সাঁতগাও সেতু।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সাতগাঁও সেতু

ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়কে বানার নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ৩৮.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহাসড়কটির ৭২তম কিলোমিটারে বানার নদীর ওপর ২৮২.৫৬ মিটার দীর্ঘ বানার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নবনির্মিত এ সেতুটি শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নবনির্মিত বানার সেতু উদ্বোধন

যাত্রাবাড়ি-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে মহাসড়কটির শুভ উদ্বোধন করেন। এর ফলে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে রাজধানীর যোগাযোগের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা - মাওয়া - ভাংগা এক্সপ্রেসওয়ের শুভ উদ্বোধন

ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২৫টি সেতু নির্মাণ

দেশের পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত ৮২টি সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন করে নতুন সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে নির্মিত ২৫টি সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন (পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা-১৩৮)।

বারাশিয়া সেতু, ফরিদপুর

তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু (শাহ আমানত সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬-লেন বিশিষ্ট এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ

কুয়েত ফান্ডের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে নির্মিত শাহ আমানত (রঃ) সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু)-এর উভয় প্রান্তের যানজট নিরসনে ৩৪৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে বহদ্দারহাট থেকে সেতু পর্যন্ত ৫.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে এবং কক্সবাজার প্রান্তে ৩.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে এ মহাসড়কের শুভ উদ্বোধন করেন।

তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত মহাসড়ক

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ১৪টি স্থাপনা/কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এগুলো হল: নবনির্মিত কক্সবাজার সড়ক ভবন, কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ, খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ কাজ, জনতাবাজার-গোরকঘাটা জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ কাজ, ইয়াংচা-মানিকপুর-শান্তিবাজার জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ কাজ, কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প কাজ, উন্নয়নকৃত কুতুবদিয়া-আজম জেলা মহাসড়ক, উন্নয়নকৃত পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট জেলা মহাসড়ক, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক নির্মিত আন্ডারপাস, চরফ্যাশন উপজেলা সদর হতে বেতুয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত নবনির্মিত মহাসড়ক, পিপিপি'র মাধ্যমে নির্মিতব্য ঢাকা বাইপাস সড়কের নির্মাণ কাজ, সওজ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নির্মিত ম্যুরাল, রাংগুনিয়ার তেলিরপুল সেতুর নির্মাণ কাজ এবং গহিরা-ফটিকছড়ি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ কাজ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপনা/কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

নবনির্মিত কক্সবাজার সড়ক ভবন

বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার সড়ক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এ ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক কক্সবাজার সড়ক ভবনের শুভ উদ্বোধন

নবনির্মিত কক্সবাজার সড়ক ভবন

কক্সবাজারে চলমান বিভিন্ন জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)-এর আওতায় কক্সবাজার জেলায় খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও জেলা মহাসড়ক, জনতাবাজার-গোরকঘাটা জেলা মহাসড়ক ও ইয়াংচা-মানিকপুর-শান্তিবাজার জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথমানে উন্নীতকরণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এ সকল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

ইয়াংচা-মানিকপুর-শান্তিবাজার জেলা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

কুতুবদিয়া-আজম জেলা মহাসড়ক এবং পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট মহাসড়কের শুভ উদ্বোধন

ঘূর্ণিঝড় 'রোয়ানু'র প্রভাবে ২০১৬ সালের মে মাসে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও কুতুবদিয়া উপজেলার বেড়ীবাঁধ ভেঙ্গে অধিকাংশ মহাসড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় ৪৩.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে কুতুবদিয়া-আজম জেলা মহাসড়ক এবং পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট মহাসড়ক দু'টির পুনর্বাসন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে উন্নয়নকৃত এ মহাসড়ক দু'টির শুভ উদ্বোধন করেন।

পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট জেলা মহাসড়ক

সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে আন্ডারপাস প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

২৬.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা- আরিচা মহাসড়কের সাভার সেনানিবাসস্থ শ্যুটিং ক্লাব পয়েন্টে ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক আন্ডারপাস নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে এ মহাসড়কের উভয় পাশে অবস্থিত সেনানিবাসের মধ্যে যাতায়াত নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এ আন্ডারপাসটির শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সাভার আন্ডারপাসের শুভ উদ্বোধন

পিপিপি'র মাধ্যমে নির্মিতব্য ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা

জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ২-লেন বিশিষ্ট জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর মহাসড়ককে (ঢাকা-বাইপাস) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপভিত্তিতে উভয়দিকে সার্ভিসলেন নির্মাণসহ ৪-লেন এক্সেস কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীত করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান SRBG-SEL-UDC Consortium এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মধ্যে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগকারী ২০ মার্চ ২০১৯ এ Dhaka Bypass Expressway Development Company Ltd গঠন করেছে। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা বাইপাস মহাসড়ককে পিপিপি ভিত্তিতে একসেস কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা

কাঁচপুর মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীন পুনর্বাসিত কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর শুভ উদ্বোধন

কাঁচপুর মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় জাইকার আর্থিক ঋণ ও কারিগরি সহায়তায় কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী পুরাতন ৩টি সেতু পুনর্বাসন করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় পুর্নবাসিত ৩টি সেতু গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক পুনর্বাসিত কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট জোন অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নির্মাণাধীন সিলেট জোন অফিস ভবন

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সিলেট জোন অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৮টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ অংশটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। মেগা প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম করিডোর দিয়ে যোগাযোগ আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ১১,৮৯৯.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং একস্তর নিচু দিয়ে উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণের কাজ চলমান। এ মহাসড়কটি পরবর্তীতে ভারত ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকা-বাংলাবান্ধা অংশ এশিয়ান হাইওয়ে-২ ও সাসেক করিডোর-৯ এবং ঢাকা-বুড়িমারী অংশ সাসেক করিডোর-৪ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের আওতায় ৮টি সড়ক নির্মাণ প্যাকেজ ছাড়াও হাটিকুমরুলে একটি ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোড অপারেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমও এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আছে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নির্মাণ তদারকি পরামর্শক কর্মরত এবং ৮টির মধ্যে ৭টি সড়ক নির্মাণ প্যাকেজের কাজ চলমান
- অবশিষ্ট ১টি সড়ক নির্মাণ প্যাকেজের দরপত্র আহবান
- হাটিকুমরুল ইন্টারচেঞ্জ এবং সওজ-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিতব্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্ত প্যাকেজের দরপত্র আহবান
- ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর কাজ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ২১০১.১৩ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ১৭.৬৬ শতাংশ।

উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বহি:বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষে দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে উন্নয়ন সহযোগি জাইকার সহায়তায় মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। নির্মাণ সম্পন্ন হলে এটি হবে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর। প্রকল্পটি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দু'টি সংস্থা বাস্তবায়ন করবে। বন্দর অংশটি বাস্তবায়ন করবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বন্দর সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ করবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,৭৭৭.১৬ কোটি টাকা, তন্মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮,৮২১.৩৪ কোটি টাকা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ২০.৬৪৬ কিলোমিটার ৪-লেন মহাসড়ক (২-লেন প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত + ২-লেন সার্ভিস মহাসড়ক) ও মোট ৭,০৫৪ মিটার দীর্ঘ ১৭টি সেতু নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বিগত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখে একনেক সভায় জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর), ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

৮,৪৮৬.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা সেতু (দ্বিতীয় কাঁচপুর), মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতুসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যান চলাচলের জন্য উদ্বোধন করা হয়েছে। পুরাতন সেতুসমূহের পুনর্বাসন কাজ ২৫-০৫-২০১৯ খ্রি: তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ৩টি সেতুর এপ্রোচে ৩টি ফুটওভার ব্রীজসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলছে।

৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা সেতু (২য় কাঁচপুর সেতু)

৪-লেন বিশিষ্ট গোমতী সেতু

৪-লেন বিশিষ্ট মেঘনা সেতু

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও মায়ানমার নিয়ে গঠিত South Asia Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC) ফোরাম। এ আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামের আওতায় ২১টি উপ-আঞ্চলিক সড়ক করিডোর উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাসেক ফোরামের সাথে সংশ্লিষ্ট সড়কগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ৬২১৪.৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়কটি ধীরগতির যানবাহনের

পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি), আবুধাবি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এডিএফডি)-এর অর্থায়নে জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার মহাসড়ককে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিতে ৯টি উড়াল সড়ক, ৫৩টি সেতু, ৭৬টি কালভার্ট, ১৩টি আন্ডারপাস, ৩০টি যাত্রী ছাউনি, সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ও পথচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে মহাসড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণ করা হচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল মহাসড়কের উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সড়ক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের একমাত্র করিডোর। ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে এ মহাসড়কটি উন্নয়নের জন্য জানুয়ারি ২০১৬ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাসসহ মহাসড়কের সম্পূর্ণ কাজ ২০২১ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ মহাসড়কটি সাসেক সংশ্লিষ্ট সকল দেশের মধ্যে দেশীয় ও আন্ত:দেশীয় সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নসহ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে যেমন ভূমিকা রাখবে, তেমনি রাজধানীর সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ৬৫ কিলোমিটার মূল মহাসড়কের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ৬৫টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ২৫টি সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ৮টি আন্ডারপাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- মূল সড়কের উভয়পাশের ১৪০ কিলোমিটার ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের মধ্যে ১০০ কিলোমিটারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- চন্দ্রা ও কোনাবাড়ি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শেষ
- ধেরুয়া ও লতিফপুর রেলওয়ে ওভারপাসের নির্মাণ কাজ শেষ
- সড়ক ভবনের মূল কাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে এবং ভবনের ভেতর ও বাইরে ফিনিশিং প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের এইচডিএম সার্কেলের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন
- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.০৩ শতাংশ।

উল্লেখ্য যে, ২৫টি সেতু, কোনাবাড়ি ও চন্দ্রা ফ্লাইওভার, ধেরুয়া ও লতিফপুর রেলওয়ে ওভারপাস এবং ৪টি আন্ডারপাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের পর যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

জয়দেবপুর-টাংগাইল-এলেংগা মহাসড়ক

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক

৩,৫৬৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভারতীয় Line of Credit (LoC-2)- এর আওতায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু, ০২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৩টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভার্ট ও ১০টি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- পূর্ত কাজের প্যাকেজ ০১ ও ০২ এর চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন। ঠিকাদারের জনবল নিয়োগ এবং সাইট ক্যাম্প নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিকাদার কর্তৃক alignment, ROW, প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ সীমানা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদির কাজ চলমান। এছাড়া, মহাসড়কের বিভিন্ন চেইনেজে অবস্থিত সেতুর ১৯টি টেস্ট পাইলের কাষ্টিং সম্পন্ন
- নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন
- পূর্ত কাজের প্যাকেজ ০৩-এর দরপত্র আহবান
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কাজের পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন
- ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং ভূমি অধিগ্রহণ কাজ চলমান
- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২১.০৩ শতাংশ।

ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

জাইকার অর্থায়নে ২,৯১১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে ওয়েস্টার্ন বাংলাদশে ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৮২টি ঝুঁকিপূর্ণ ও সরুসেতু পুনর্নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের ৫টি প্যাকেজের আওতায় ৫টি সড়ক জোনে ৬১টি সেতুর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের ২৫টি সেতুর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং উত্তরাঞ্চলের ৩৬টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২১টি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২টি নতুন প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারগণের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের প্যাকেজের বিবরণ নিম্নরূপ:

প্যাকেজ	জোন	সেতুর সংখ্যা	জেলার নাম	মন্তব্য
PW-01	রংপুর	২০টি	বগুড়া ৩টি, রংপুর ৪টি, জয়পুরহাট ২টি, গাইবান্ধা ২টি, দিনাজপুর ৬টি, নীলফামারী ১টি, পঞ্চগড় ২টি	নির্মাণ কাজ চলমান
PW-02	রাজশাহী	১৬টি	সিরাজগঞ্জ ৮টি, নাটোর ১টি, পাবনা ৪টি, নওগাঁ ১টি, রাজশাহী ২টি	নির্মাণ কাজ চলমান
PW-03	খুলনা	৯টি	বাগেরহাট ২টি, যশোর ১টি, ঝিনাইদহ ২টি, কুষ্টিয়া ৩টি, নড়াইল ১টি	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, বর্তমানে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে
PW-04	বরিশাল	৯টি	বরিশাল ৭টি, পিরোজপুর ১টি, ঝালকাঠি ১টি	
PW-05	গোপালগঞ্জ	৭টি	ফরিদপুর ৬টি, মাদারীপুর ১টি	
PW-06N	রংপুর ও রাজশাহী	৮টি	ঠাকুরগাঁও ১টি, নীলফামারী ২টি, গাইবান্ধা ১টি, বগুড়া ২টি, সিরাজগঞ্জ ১টি, নাটোর ১টি	ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে
PW-06S	খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ	১৩টি	ঝিনাইদহ ১টি, নড়াইল ১টি, সাতক্ষিরা ১টি, মাগুরা ১টি, বরিশাল ৩টি, ফরিদপুর ১টি, শরীয়তপুর ৫টি	

জুন ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৫২ শতাংশ।

ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় বরিশাল জেলায় নির্মিত সৌদের খাল সেতু

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

৩৬৮৪.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত সরু, ক্ষতিগ্রস্ত ও জরাজীর্ণ ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং এশিয়ান হাইওয়ের সর্বশেষ মিসিং লিংক কালনায় মধুমতি নদীর ওপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) বাস্তবায়নাধীন আছে।

সেতু ও কালভার্টসমূহের অবস্থান:

ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক	- ৫টি সেতু
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক	- ৪টি সেতু
রামগড়-বারৈয়ারহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	- ১৫টি (৮টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট)

নির্মিতব্য ১৭টি সেতুর মধ্যে ৮টি সেতু ৪-লেন বিশিষ্ট ও ৯টি সেতু ২-লেন বিশিষ্ট। ৪-লেন বিশিষ্ট সকল সেতুর উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন থাকবে। কালনা সেতু নির্মাণসহ অন্যান্য সেতুসমূহ প্রতিস্থাপিত হলে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৩.৩৮ শতাংশ।

মধুমতি নদীর ওপর নির্মাণাধীন কালনা সেতু

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ৪২৬৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোরিডোর স্থাপন ও পরিচালনার নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটি ব্যবস্থা চালু হলে গাজীপুর-এয়ারপোর্ট রুটে উভয় দিকে প্রতি ঘন্টায় ২৫ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে এবং যাতায়াত সময় বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সওজ অংশ:

- সকল সার্ভিস পাইল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং পাইল ক্যাপসমূহের অগ্রগতি ৮৫.২০ শতাংশ
- ২১,১৯৫ মিটার ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ৬টি ফ্লাইওভারের Sub-Structure-এর কাজ শেষে Super-Structure-এর কাজ চলমান। ইতোমধ্যে ২৫.২০ শতাংশ বক্স গার্ডার সেগমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন
- সড়ক প্রশস্তকরণ কাজ ৭,৬১৫ মিটার সম্পন্ন
- ভৌত অগ্রগতি ৪২.৬৪ শতাংশ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ:

- সার্ভিস পাইল ৪৮.৭৯ শতাংশ, পাইল ক্যাপ ৪৩.৫৫ শতাংশ, পিয়ার ৪৩.২০ শতাংশ এবং পিয়ারক্যাপ ৩.০৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে
- ৬,১৫০ মিটার ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ১৭৮টি আই-গার্ডার নির্মিত হয়েছে
- ভৌত অগ্রগতি ২৯.৭০ শতাংশ

এলজিইডি অংশ:

- গাজীপুর বাস ডিপোর নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে
- ৩৩,৬০০ মিটার সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে বিমানবন্দর রেলস্টেশন পর্যন্ত আন্ডারপাস নির্মাণ:

- ডিজাইন বিল্ড পদ্ধতিতে পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে
- ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১,১৮৯.৯৮ কোটি, টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৭.৮৮ শতাংশ।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর চৌরাস্তায় নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর ১৪৪৭.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪-লেন বিশিষ্ট ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সেতুটির স্প্যানের দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার যা বাংলাদেশের নির্মিত/নির্মাণাধীন সেতুসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। পদ্মা সেতু এবং এ সেতুটির নির্মাণ সমাপ্ত হলে ঢাকা থেকে সাগর কন্যা কুয়াকাটার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ফলে কুয়াকাটায় দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সমাগম বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, সেতুটি পায়রা বন্দরের পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ভায়াডাক্ট সেতুর পাইলিং ও পিয়ার কনস্ট্রাকশন, মূল সেতুর ফাউন্ডেশন ডিজাইন রিভিউ, অতিরিক্ত টেস্ট পাইল, বরিশাল ও পটুয়াখালী প্রান্তের ভায়াডাক্ট সুপার স্ট্রাকচারের আই গার্ডার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ভায়াডাক্টের মোট ২৮টি ডেক স্লাবের মধ্য ২৭টি ডেক স্লাবের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- মূল সেতুর ৫২টি পাইলের মধ্যে ৫২টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং ৫টি পিয়ারের মধ্যে ৫টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- বর্তমানে মূল সেতুর সুপারস্ট্রাকচারের বক্স গার্ডার স্থাপন কাজ চলমান
- মূল সেতুর সুপারস্ট্রাকচারের বক্সগার্ডার-এর ৬৩০ মিটার এর মধ্যে ১১৫ মিটার নির্মাণ সম্পন্ন
- জুন ২০২০ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৪৮.১৩ শতাংশ।

নির্মাণাধীন লেবুখালী সেতুর অংশ

সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্প

ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

১১,০০৩.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে হিসেবে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে মূল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির আনুষঙ্গিক কাজ চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে এ এক্সপ্রেসওয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। এর ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর যোগাযোগের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে।

যাত্রাবাড়ী-মাওয়া-পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত মহাসড়কে নির্মিত ভাংগা ইন্টারচেঞ্জ

সাপোর্ট টু ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ৩,৮৮৫.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ২,১৭০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ৩০.৪০ শতাংশ।

কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান কাজ

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ১,৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৬৯৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম পর্যায়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১২.৭৯ শতাংশ।

সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রিজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন

শরীয়তপুর জেলার সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ১,৬৮২.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রিজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

ক্রমবর্ধমান ওভারলোডের কারণে দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ১,৬৩০.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১৪৮৫.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৭.১৩ শতাংশ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ

হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প

১২০৯.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল - রামপুরা সেতু - বনশ্রী - শেখেরজায়গা - আমুলিয়া- ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাংরোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

১১৯০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা জোনের আওতাধীন জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জোনের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত ৮১টি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে।

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি ৮২১.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি

- ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
- মূল সেতু ও ভায়াডাক্টের সকল পাইল নির্মাণ সম্পন্ন
- উভয় প্রান্তে সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪৩৫.৮২ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৫৩.০৩ শতাংশ

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

মাতারবাড়ি কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকার কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে জাইকার অর্থায়নে ১২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য জাইকার অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.৬৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসন এবং কোহেলিয়া নদীর ওপরে ৬৮০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু নির্মিত হবে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি

- প্যাকেজ ০১-এর আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার-এর নতুন ৪ তলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- প্যাকেজ ০২-এর আওতায় ৫.৩ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসন এবং ৬৮০ মিটার কোহেলিয়া সেতু নির্মাণ এর আওতায় ০১টি বক্সকালভার্ট, ০২টি পাইলট পাইলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ০১টি লোড টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ১৬.৫ মিটার আরসিসি গার্ডার সেতুর ০১টি সার্ভিস পাইলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- প্যাকেজ ০৩-এর আওতায় (রাজঘাট হতে মুহুরীঘোনা পর্যন্ত ৭.৩৫ কিলোমিটার বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ) ৩৭২০ মিটার Geotube Dyke এবং ৩১৮০ মিটার Earthen Dyke নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৫,৭৫,০৬০ মিটার PVD, ১,২৪,২৫২.০০ মিটার PHD, ১,৪৮,০৭০.০০ বর্গমিটার Non-Woven Geotextile (Separation Layer), ৬৪,৪১০.০০ বর্গমিটার Woven Geotextile (400x50), ৩,০৮০.০০ বর্গমিটার Woven Geotextile (200x50) এবং ৩,৪০০ মিটার Sand Platform নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি স্লুইস গেটের জন্য ১৯৭টি পাইল কাস্টিং-এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে (মোট ২৩৩টির মধ্যে)। তাছাড়া, ৩০,৫০৩টি সিস্ক্রিক-এর কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে।

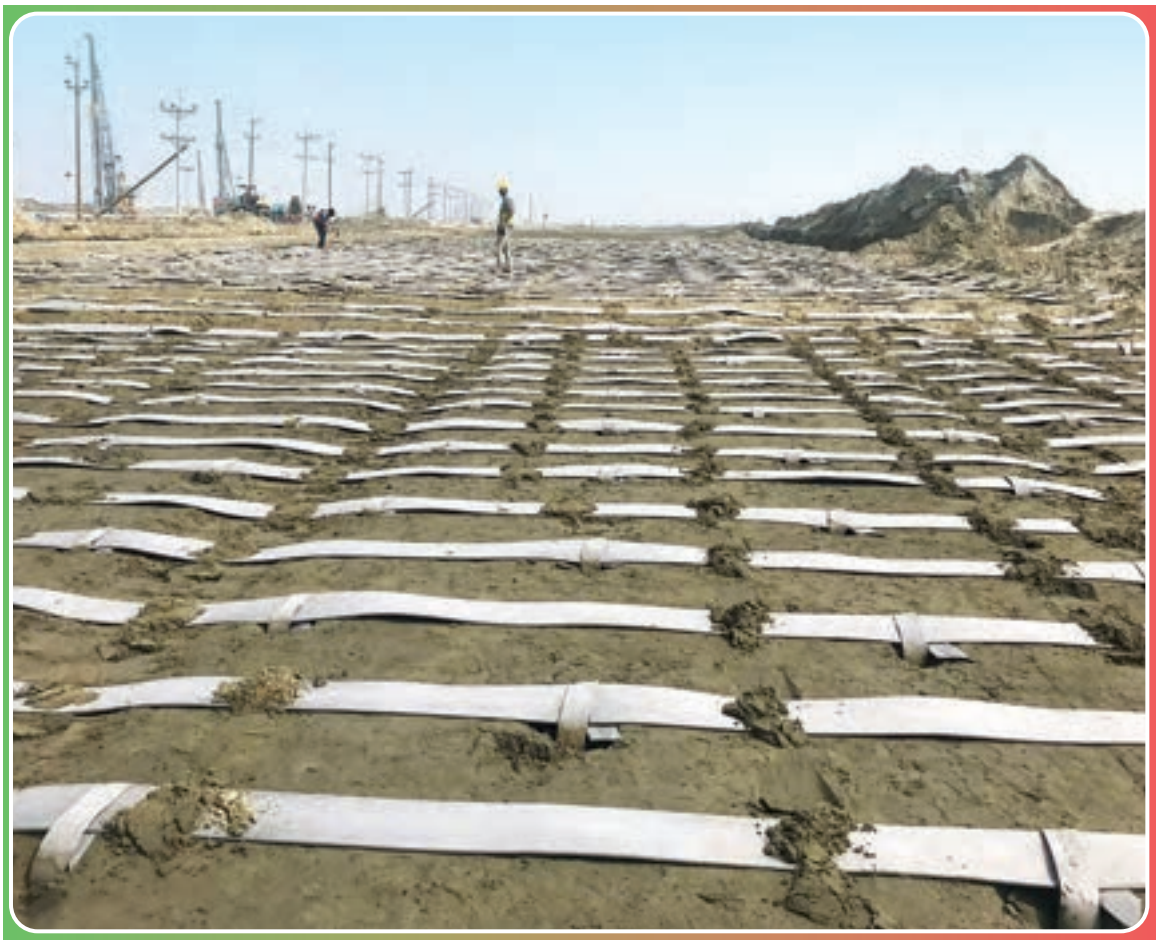

সফট সয়েল ট্রিটমেন্ট-এর লক্ষ্যে পি এইচ ডি স্থাপন

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ

বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি উন্নয়ন তহবিল (এসএফডি)-এর যৌথ অর্থায়নে ৫৯৯.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১,২৩৪.৫০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া, পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে জাতীয় মহাসড়ক-এর সহজ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নদীর তলদেশে ১১৬টি সহ মূলসেতু ও ভায়াডাক্টের মোট ২৮২টি পাইল নির্মাণ সম্পন্ন
- মূলসেতু ও ভায়াডাক্টের মোট ৩৮টি স্প্যানের সকল পিয়ার ও পিয়ারক্যাপ নির্মাণ সম্পন্ন
- সেতুর পশ্চিম প্রান্ত সৈয়দপুরে ভায়াডাক্ট অংশের ১৩টি স্প্যানের প্রি-কাস্ট বক্স-গার্ডার নির্মাণ ও স্থাপন সম্পন্ন
- নদীর পূর্ব প্রান্ত মদনগঞ্জে ভায়াডাক্ট অংশের ২০টি স্প্যানের প্রি-কাস্ট বক্স-গার্ডার নির্মাণ কাজ চলমান

- মূলসেতুর ৫টি স্প্যানের কাস্ট-ইন-পেস টুইন বক্স-গার্ডার নির্মাণ কাজ চলমান
- নদীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অ্যাপ্রোচ মহাসড়ক নির্মাণ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৩৭৭.৯৬ কোটি টাকা। সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৬৪.৫৮ শতাংশ

নির্মাণাধীন ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর (সৈয়দপুর) প্রান্ত

নির্মাণাধীন ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর (বন্দর) প্রান্ত

কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর আর্থিক অনুদানে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার-টেকনাফ অংশের উন্নয়নের নিমিত্ত ৪৫৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দু'টি চুক্তির আওতায় মহাসড়কটির ৫০ কিলোমিটারের উন্নয়ন কাজ চলছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৮.১৩ শতাংশ।

কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

বৈদেশিক অর্থায়নে সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ২২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে ও সাসেক করিডোরভুক্ত এ মহাসড়ক উন্নয়নে গৃহীত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে।

উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

তামাবিল স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করতে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB)- এর আর্থিক সহায়তায় সম্ভাব্য ৩৫৮৬.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৬.১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-তামাবিল মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দেশের পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং এ অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। এ প্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কমানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Western Economic Corridor And Regional Enhancement (WeCare) প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় হাটিকামরুল-বনপাড়া-ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক এবং নাভারণ-সাতক্ষীরা-ভোমরা মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। এ করিডোরটি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রুট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ১ম পর্যায়ে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য ৪,৪৩০.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ করিডরের যশোর-ঝিনাইদহ অংশকে উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

সাবরুম-রামগড় স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল নিরাপদ ও উন্নততর করার নিমিত্ত ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট-৩ এর আওতায় সম্ভাব্য ৮৪৫.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় মহাসড়ক প্রশস্তকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি একনেকের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমাণ।

বগা সেতু নির্মাণ

পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর ওপর ১০২০ মিটার দীর্ঘ বগা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১১ মে ২০১৭ তারিখ চীন সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি হবে ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ

৮৫৩.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ মহাসড়কটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ চায়না ভারত মায়ানমার (বিসিআইএম) ইকনমিক করিডোর-এর বিকল্প রুট হিসেবে এটি ব্যবহার করা যাবে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৭.৫৯ শতাংশ।

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী (লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ চায়না ভারত মায়নমার (বিসিআইএম)-এর বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত ৫০৯.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলিকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭২.৯৬ শতাংশ।

কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ

২৩৫.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে বান্দরবান জেলার সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে। উল্লেখ্য, প্রতি বর্ষা মৌসুমে মহাসড়কটির বাজালিয়া-বড়দুয়ারা পয়েন্টে পানিতে নিমজ্জিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত অংশটুকু উঁচু করা হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৩১.২৩ শতাংশ।

বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কে চেংগী নদীর ওপর নানিয়ারচর সেতু নির্মাণ

১৯৬.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেংগী নদীর ওপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ নানিয়ারচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সেতুটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে এটি রাঙ্গামাটি জেলা সদরের সাথে নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলার সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৯৫.৯৬ শতাংশ।

নির্মাণাধীন নানিয়ারচর সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৬০টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে ৩টি প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৭টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৭১টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। অবশিষ্ট ৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, তার মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ, নেত্রকোণা জেলায় মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ বালাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, পিপিপিভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস সড়ক উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, আশুগঞ্জ-নবীনগর মহাসড়ক পাকাকরণ, নারায়ণগঞ্জে বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলায় দুধকুমার নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ এবং পায়রা নদীর ওপর লেবুখালী সেতু নির্মাণ ইত্যাদি অন্যতম (পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা-১৩৯)।

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে সড়ক পরবিহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্ততরে ২০টি প্রকল্প Public Private Partnership (PPP)-এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ছিল। প্রকল্পসমূহ পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের জন্য যাচাই-বাছাই চলছে। এ পর্যন্ত পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-লেন উন্নীতকরণের জন্য ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২৩৬.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সার্পোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) শীর্ষক লিংক প্রজেক্ট বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ হাতরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়ল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত বিনিয়োগকারী নিয়োগের লক্ষ্যে মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এছাড়া, প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি Link Project অনুমোদিত হয়েছে।

- উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ককে এক্সপ্রেসওয়ে-তে উন্নীতকরণের নিমিত্ত CCEA-এর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োজিত Transaction Advisor কর্তৃক খসড়া ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে।

- পিপিপি পদ্ধতিতে উভয়পাশে সার্ভিসলেন নির্মাণসহ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাপানের জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক BUET কে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে।

- ঢাকা আউটার রিং রোড (দক্ষিণ অংশ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে এবং সওজ অধিদপ্তরের মাধ্যমে Technical Study সম্পন্ন করার জন্য পরার্মশক নিয়োগ করা হয়েছে।

- পিপিপি-এর আওতায় ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন-৩) প্রকল্পটি কোরিয়ার সাথে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণপূর্বক CCEA-এর অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হলে পিপিপি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে Transaction Advisor নিয়োগ করা হবে।

জোনভিত্তিক কার্যক্রম

ঢাকা জোন

ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদী সড়ক বিভাগ-এর সমন্বয়ে ঢাকা সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক, ৩৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৬৮টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। ঢাকা জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৮৫৫.১৭ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঢাকা	৭৭.৩৩	৮১.৩৩	১১৭.৯৫	২৭৬.৬১
গাজীপুর	১০৩.০৭	২১১.১৮	৯৮.৮৭	৪১২.১৩
মানিকগঞ্জ	৭৩.৩৩	৮০.৮৬	৮৫.৩০	২৩৯.৪৯
নারায়ণগঞ্জ	৮১.১০	৮৮.২৪	৭৪.৫৭	২৪৩.৯১
মুন্সীগঞ্জ	৩৩.৫৭	১০৩.১৮	১৮২.৯৮	৩১৯.৭৪
নরসিংদী	৬২.৬১	১৩৫.৪১	১৬৫.২৭	৩৬৩.৩০
সর্বমোট	**৪৩১.০২**	**৭০০.২০**	**৭২৩.৯৫**	**১৮৫৫.১৭**

ঢাকা সড়ক জোনের আওতায় কংক্রিট সেতু ৪৮৮টি (৩২,২২৯.০৬ মিটার), বেইলী সেতু ১১২টি (৪,৬৩৬.৭২ মিটার) ও ৭৭৩টি কালভার্ট (৫,৪১৮.২৮ মিটার) রয়েছে। এ জোনের অধীনে ৯টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৬০.৯৯ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

ঢাকা জোনের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জোনে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৩,৩০৯.১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩,১৮৯.১৯৩ কোটি টাকা (৯৬.৩৭ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)

ঢাকা জোনের অধীন সড়ক বিভাগসমূহের গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬২১.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)' শীর্ষক গুচ্ছ প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সড়কসমূহের ২.২৯ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ৪৪.৫৫ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৬০.৬৫ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ, ৬২.১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং এবং ২টি সেতু ও ৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
গাজীপুর	মাওনা-শ্রীপুর-গজসিংগা-হাতিরদিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৭.০০
	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়ক	১৯.০০
	টংগী-কালীগঞ্জ-(ঘোড়াশাল)-পাঁচদোনা মহাসড়ক (পুরাতন অংশ)	২৪.৪০
নারায়ণগঞ্জ	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর মহাসড়ক	১৮.০০
	নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা মহাসড়ক	১৬.৩০
নরসিংদী	ইটাখোলা-মঠখোলা-কটিয়াদী মহাসড়ক	১৬.০০
	নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা মহাসড়ক	১৩.৫০

নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা আঞ্চলিক মহাসড়ক

মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়)

১৬৭.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ২৯টি (মোট দৈর্ঘ্য ৯৩৪.৪১ মিটার) কংক্রিট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে সেতুসমূহ দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে এবং দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

পাঠানবাড়ি সেতু

মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত ১৫৭.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে উক্ত মহাসড়কে যানজট সমস্যা নিরসন হবে।

মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

৯৩৭.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫৬.৫৩ শতাংশ।

পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর চলমান কাজ

ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক-এর প্রশস্তকরণসহ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিসলেন ও বাস-বে নির্মাণ

ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কে যানজট সমস্যা নিরসনকল্পে এবং মহাসড়কটিতে যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা আনয়নে ৬৯৬.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের নবীনগর হতে নয়াহাট ও পাটুরিয়াঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিনবাজার হতে পাটুরিয়াঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিসলেন ও বাস-বে নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

ঢাকা জোনের আওতাধীন ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের মোট ১৩৩.৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৫৮.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি ২টি সেতু এবং ৩৯টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৭.০০ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ঢাকা	ভাষানটেক-দেওয়ানপাড়া-কালসি জেলা মহাসড়ক	৩.২৯০
	জিরাবো-তৈয়বপুর-দিয়াখালী-তাজপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৬৪০
	মাতুয়াইল-নিউটাউন-কোনাপাড়া-মানিকদি-শেখের জায়গা জেলা মহাসড়ক	৪.১০০
	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক	১৬.২০০
নরসিংদী	শিবপুর-দুলালপুর-লাকপুর-হাতিরদিয়া জেলা মহাসড়ক	১৬.৮০০
	শিবপুর-দরিয়াপুর-কামরাবো-বেলাবো জেলা মহাসড়ক	১৫.৬৩০
	ঘোড়াশাল টান ষ্টেশন-ধলাদীয়া-পলাশ (গাবতলী)-ফুলবাড়ীয়া চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক	১২.৫০০
	জিহাসতলা-শেখেরচর জেলা মহাসড়ক	৪.৫০০
গাজীপুর	শ্রীপুর-বৈরাগীরচালা জেলা মহাসড়ক	৫.৩৭৬
	কালিগঞ্জ-তুমুলিয়া-উলুখোলা জেলা মহাসড়ক	৬.৯৫৭
	মাওনা (এমসি বাজার)-শিশুপল্লী জেলা মহাসড়ক	৪.০১৫
মুন্সীগঞ্জ	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক	৬.৬০০
	নিমতলী-সিরাজদীখান-কাকালদী জেলা মহাসড়ক	৭.৫০
	শ্রীনগর (হাসাড়া)-আলমপুর-শ্রীরামপুর (সিরাজদীখান)-নওয়াবগঞ্জ (কাসুর) জেলা মহাসড়ক	৩.৯৫০
মানিকগঞ্জ	বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৯৪০
	গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১২.৪১০

ঘোড়াশাল টান ষ্টেশন-ধলাদীয়া-পলাশ (গাবতলী)-ফুলবাড়ীয়া চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটিকে উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটারে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৯.৯৩ কোটি টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮১.৫৯ শতাংশ।

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ৪০৯.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিন বাজার, সালেহপুর ও নায়াহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ করতে ৩৮৮.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়কটির আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়াহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

যাত্রাবাড়ি (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকায় আগমন ও নির্গমনকারী যানবাহনের চলাচলের সুবিধার্থে ৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৮.৪৪৫ কিলোমিটার সার্ভিসলেন নির্মাণসহ ৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫.৬৩ শতাংশ।

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

ঢাকা থেকে বিকল্প রুটে মানিকগঞ্জ জেলায় যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে ৩১.০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের নিমিত্ত ২৯০.১৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৫.৭৪ শতাংশ।

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ মহাসড়ক

মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক উন্নয়ন

২৮২.২২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫১.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৫.৭৫ শতাংশ।

মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক

সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

ঢাকা থেকে গাজীপুর জেলার সালনা হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ২২৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪২.০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮২.৪৭ শতাংশ।

সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক

ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্প

দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাউয়ালিপাড়া-কালামপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলাদ্বয়ের বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাউয়ালিপাড়া-কালামপুর মহাসড়কটিকে প্রশস্তকরণসহ উন্নয়ন করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা সার্কুলার রোড নির্মাণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ডেমরা - পূর্বাচল - তেরমুখ - আব্দুল্লাহপুর - ধউর - বিরুলিয়া - গাবতলী - বাবুবাজার - সদরঘাট - ফতুল্লা - চাষাড়া - হাজিগঞ্জ - শিমরাইল - ডেমরা মহাসড়ক নির্মাণ করা হবে, যা ঢাকা সার্কুলার রোড হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ডেমরা - পূর্বাচল - তেরমুখ-আব্দুল্লাহপুর পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটারে প্রথমে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাঁধ নির্মাণের পর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক মহাসড়ক নির্মিত হবে। অবশিষ্ট ৬১ কিলোমিটার দীর্ঘ আব্দুল্লাহপুর - ধউর - বিরুলিয়া - গাবতলী - বাবুবাজার - সদরঘাট - ফতুল্লা - চাষাড়া - হাজিগঞ্জ - শিমরাইল - ডেমরা অংশের মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য একটি লিংক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ঢাকা সড়ক জোনের আওতায় ২৮৮.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ঢাকা জোনে ১২৩.৬৮ কিলোমিটার ওভারলে, ২৭.৫০ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৪.৫৫ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ২৬.১৪ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১১৫.৭৯ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৫১০১ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১৬৩৯.২০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ৬২৬.৪৭ মিটার দীর্ঘ ১২টি সেতু ও ৫৯ মিটার দীর্ঘ ১৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ২০০টি স্পীড ব্রেকারসহ ৫৪ কিলোমিটার সড়ক মার্কিং, ৪২৮টি সাইনপোস্ট, ৫২টি ওভারহ্যাঙ্গিংসাইন, ৭৩টি কিলোমিটারপোস্ট স্থাপন এবং ৪৭০ মিটার সেতু ও কালভার্টে রং করণ এর কাজ করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জোন

ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাংগাইল সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে ময়মনসিংহ সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬০২.৯১ কিলোমিটার।

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন মহাসড়কের বিবরণঃ

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
জামালপুর	১৯.৭৩	১৬৫.৬৭	১৫৫.৮২	৩৪১.২২
কিশোরগঞ্জ	৩.২৭	১৩৭.৪৯	২৮৬.০৭	৪২৬.৮৩
ময়মনসিংহ	১০১.৯১	৯২.৭৭	৩৭৪.৬১	৫৬৯.২৯
নেত্রকোণা	-	৫২.৬৪	৩১৬.১৯	৩৬৮.৮৩
শেরপুর	২৮.০০	৬৩.২৮	২২৮.৫৬	৩১৯.৮৪
টাঙ্গাইল	১৩২.৯২	৬৭.২৬	৩৭৬.৭২	৫৭৬.৯০
সর্বমোট	**২৮৫.৮৩**	**৫৭৯.১২**	**১৭৩৭.৯৬**	**২৬০২.৯১**

ময়মনসিংহ জোনের আওতায় ৩৭২টি কংক্রিট সেতু (২১৮০০.৪৪ মিটার), ৬১টি বেইলী সেতু (২৭৮৭.৭৭ মিটার), ১৭৩০টি কালভার্ট (৭৯১২.৪০ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৮টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৬.৭৬ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

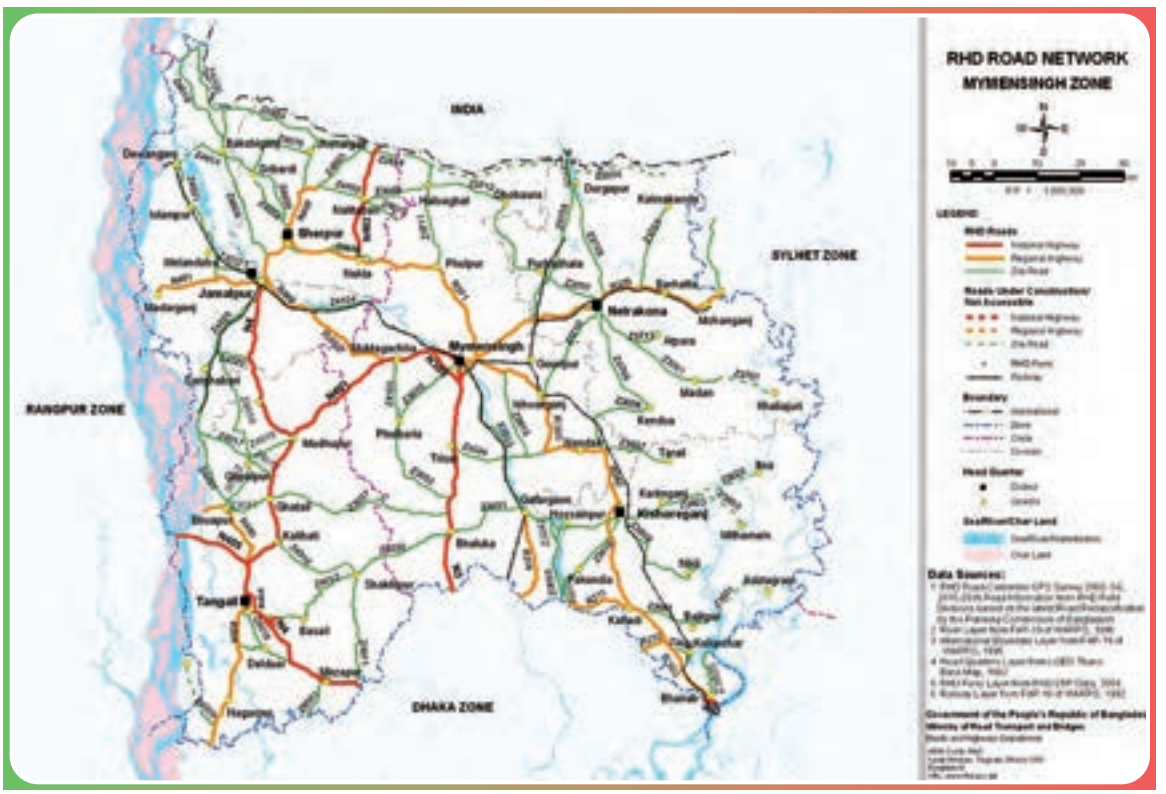

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ জোনে ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৭৮৬.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৭১.০৯ কোটি টাকা (৮৭.৯৬ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

১২৫.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-মাদারগঞ্জ জেলা মহাসড়কটি জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে জামালপুর-মাদারগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জামালপুর জেলা সদরের সাথে মাদারগঞ্জ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে।

জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়ক

নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি ৪৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এ অঞ্চলের যাত্রীসাধারণের চলাচল ও মালামাল পরিবহন উন্নততর হবে।

নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়ক

এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা মহাসড়কে ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ এবং আঞ্চলিক মহাসড়কটি উন্নয়ন

টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা থেকে ভূঞাপুর উপজেলা ও চরগাবসারার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করতে এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসা মহাসড়কে ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ এবং এলেঙ্গা থেকে ভূঞাপুর হয়ে চরগাবসারা পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার মহাসড়কটি ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করতে ১০৮.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ

৮৭৪.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলার নদী বিধৌত হাওড় অঞ্চল ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা তিনটি সংযোগকারী এবং সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির আনুষঙ্গিক কাজ চলছে। নয়নাভিরাম এ মহাসড়কটি ইতোমধ্যে পর্যটক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৯৩.৩৩ শতাংশ।

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

ময়মনসিংহ জেলার সাথে শেরপুর জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৮৫৫.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ময়মনসিংহ জোনে ৭৯৮.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৫১.৫২ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮২.৭০ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (ময়মনসিংহ অংশ)	১৫.০০০
	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৪.৩০০
নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ)	২১.০০০
শেরপুর	জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৪.৭০০
কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-কিশোরগঞ্জ (বাটুলী)-ভৈরব বাজার (কিশোরগঞ্জ ভৈরব বাজার অংশ) আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিশোরগঞ্জ অংশ)	৫৬.৫২০

ময়মনসিংহ-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দমত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের সাথে চামড়াঘাট বন্দরের সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৭৩১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের সাথে পাকুন্দিয়া উপজেলা হয়ে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নেত্রকোনা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

নেত্রকোণা জেলা সদরের সাথে কেন্দুয়া উপজেলা হয়ে ঈশ্বরগঞ্জের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত ৭১০.৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোণা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগের মোট ২৪৪.৬১ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৬৮.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১২.৬৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ভালুকা-সখিপুর জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৬.৩০০
	ময়মনসিংহ-ফুলবাড়ীয়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৫.০০০
	ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৪৫.৪৪৮
	ফুলপুর-হালুয়াঘাট-তিনকোণী মোড় জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	২৩.৬৬০
	নালিতাবাড়ী-বড়ুয়াজানি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট জেলা মহাসড়ক (ময়মনসিংহ অংশ)	৮.৯৫০
নেত্রকোণা	নেত্রকোণা-পূর্বধলা-হুগলা-ধোবাউড়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	১৫.০০০
	নেত্রকোণা-বিরিশিরি জেলা মহাসড়ক	৬.৫০০
কিশোরগঞ্জ	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্ট্রগ্রাম জেলা মহাসড়ক	১৫.৭৫০
	নান্দাইল-আঠারোবাড়ী-কেন্দুয়া জেলা মহাসড়ক	৯.০০০
জামালপুর	ইসলামপুর থানা সাব-রেজিস্টার অফিস-হাকিম চেয়ারম্যানবাড়ী-রিশিপাড়া জেলা মহাসড়ক	২.৯০০
শেরপুর	শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতি জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	২৯.০০০
	নালিতাবাড়ি-বরুয়াজানী-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট জেলা মহাসড়ক	১২.০০
টাঙ্গাইল	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল জেলা মহাসড়ক	৪২.১০০
	পোড়াবাড়ী (ঘাটাইল)-সারিয়াজানি-গোপালপুর-জগন্নাথগঞ্জ-সরিষাবাড়ী জেলা মহাসড়ক	২৩.০০০

নেত্রকোণা-বিরিশিরি জেলা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা)

৫৫৯.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহেশখোলা-তিনালি-হাতিপাগাড় আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। নেত্রকোনা জেলার ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলার ৪৪ কিলোমিটার মহাসড়ক এবং ৩১টি সেতু (১,১৮৯ মিটার) ও ৬৮টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৭.৮৯ শতাংশ।

সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতু

এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা হতে জামালপুর পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়কটি যথাযথ প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫২৮.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত মহাসড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা গতিশীল হবে। প্রকল্পটির অগ্রগতি ৭১.৯৪ শতাংশ।

চলমান এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প

জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (ব্রহ্মপুত্র এপ্রোচসহ)

জামালপুর জেলার সাথে ময়মনসিংহ জেলার চেচুয়া ও মুক্তাগাছার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৬০.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৭.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়কটি প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৬৩.০৩ শতাংশ।

জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

৩৩৫.৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ কিলোমিটার দীর্ঘ কামালপুর স্থলবন্দর লিংকসহ ৫৮.০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির উভয় পাশে ১ মিটার হার্ডশোল্ডারসহ এর প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণের কাজ চলমান। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪২.১৬ শতাংশ।

জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) মহাসড়ক

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন

নেত্রকোনা জেলার পর্যটনসমৃদ্ধ বিরিশিরি ও দুর্গাপুর-এর সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ৩১৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৩.৩৮ শতাংশ।

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর মহাসড়ক

নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

৩১০.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে কলমাকান্দার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৪.৮৩ শতাংশ।

নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

ভূঞাপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থেকে জামালপুর জেলার তারাকান্দির মধ্যে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সহজতর করার নিমিত্ত ৩০৭.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ২৬১.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২৮.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান আছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭৮.৪৯ শতাংশ।

নির্মাণাধীন নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক

জামালপুর-কালিবাড়ি-সরিষাবাড়ি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

জামালপুর জেলা সদর উপজেলার সাথে সরিষাবাড়ি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ২১৯.৬৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৬.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-কালিবাড়ি-সরিষাবাড়ি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪৭.৮০ শতাংশ।

জামালপুর-কালিবাড়ি-সরিষাবাড়ি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পের চলমান কাজ

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

জামালপুর জেলা শহরের গেইটপাড় নামক স্থানে ২৯১.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে উক্ত এলাকায় যানজট সমস্যা নিরসন হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৭৩.৮৭ শতাংশ।

জামালপুর জেলা শহরের গেইটপাড় নামক স্থানে নির্মাণাধীন রেলওয়ে ওভারপাস

ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২১৮.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভালুকা থেকে হোসেনপুর হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার সাথে সংক্ষিপ্ত পথে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ২৩.৩৩ শতাংশ।

ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

আরিচা (বরংগাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাংগাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (টাংগাইল অংশ) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা দু'টির মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৭৯২.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪১.৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আরিচা (বরংগাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর- টাংগাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (টাংগাইল অংশ) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ১৫১৭.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৭.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

ময়মনসিংহ সড়ক জোনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে ১৬৫.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এ সময়ে ৮১.৪৫ কিলোমিটার ওভারলে, ৪.৭৯২ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১৩.২২ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১২২.১৮ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ২৩১৪ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৫০৬০.৫৫ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ১৭৮.৪৩৭ মিটার দীর্ঘ ৩টি সেতু ও ৪৯ মিটার দীর্ঘ ৮টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

কুমিল্লা জোন

কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে কুমিল্লা সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৫৯০.৭৫ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৯.৬৪	৮৩.০৫	১০৭.১৩	২৮৯.৮২
চাঁদপুর	-	৭১.৬৬	২৮৬.১৫	৩৫৭.৮১
কুমিল্লা	১৯৮.৮১	৬৭.৪৪	৬০৩.৪৩	৮৬৯.৬৮
ফেনী	৪৯.২৪	৬.৫৬	২৩৯.৭০	২৯৫.৪৯
লক্ষ্মীপুর	১০.০৩	৫৩.২৬	১৯১.০৬	২৫৭.৩৫
নোয়াখালী	৩০.৪৩	৮৩.০৫	৩১৯.৯১	৪৩৩.৩৯
সর্বমোট	**৩৮৮.১৫**	**৩৬৮.০২**	**১৮৩৪.৫৯**	**২৫৯০.৭৫**

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

কুমিল্লা সড়ক জোনের আওতায় ৪৪৬টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪২৭৬.২৮ মিটার), ৬৮টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২১৩৯.২৫ মিটার) ও ১৫০০টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭১২১.৩৯ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩.৫০ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জোনে ২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার মধ্যে ৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৩৫২.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৩৬.৮৭ কোটি টাকা (৯৮.৮৩ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত কুমিল্লা জোনে ৪৩৯.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (কুমিল্লা জোন) শীর্ষক গুচ্ছ প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ জোনের মোট ১৬৮.৬৩ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করাসহ ২টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
কুমিল্লা	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৮.৩৩
নোয়াখালী	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	১১.৩৩
	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৯.০০
লক্ষ্মীপুর	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪০.০০
	বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৮.৬১
চাঁদপুর	মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরিয়তপুর (মনোহরবাজার)-ইব্রাহিমপুর-হরিনা-চাঁদপুর (ভাটিয়ালপুর)আঞ্চলিক মহাসড়ক	১১.২৯
	ওয়ারলেস বাজার মোড়-ইলিশচত্ত্বর মোড় আঞ্চলিক মহাসড়ক	১.৭০
	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫৮.৩৭

কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক

গৌরিপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ মহাসড়কে চে: ১০+০০০ ও চে: ২৪+০০০ হতে ৪২+০০০ পর্যন্ত যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

৮৯.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গৌরিপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ সড়কের ১৮ কিলোমিটার সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, রায়পুর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, চাঁদপুর ও কচুয়ার যাত্রীসাধারণ চলাচল ও মালামাল পরিবহন উন্নততর হয়েছে।

গৌরিপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ মহাসড়ক

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে পিসি গার্ডার সেতু (সাহাবাজপুর সেতু) নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৯২তম কিলোমিটারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে তিতাস নদের ওপর নির্মিত সেতুটি দীর্ঘদিনের পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ৬৭.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৯.৪৫৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতুর নির্মাণ কাজ জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

শাহবাজপুর সেতু

দোয়াভাঙ্গা-শাহরাস্তি-পানিওয়ালা (রামগঞ্জ) জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

চাঁদপুর জেলার শারবাস্তি উপজেলার সাথে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ৪৯.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দয়াভাঙ্গা-শাহরাস্তি-পানিওয়ালা (রামগঞ্জ) জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল এমপি গেট হতে বাংলা বাজার ৪-লেন পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

৪২.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল এমপি গেট হতে বাংলা বাজার ৪-লেন পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল এমপি গেট হতে বাংলা বাজার ৪-লেন পর্যন্ত মহাসড়ক

দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার সাথে কোম্পানিগঞ্জের বসুরহাট পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ৪১.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

দাগনভূঁইয়া-তালতলী বাজার-চৌধুরীহাট-বসুরহাট মহাসড়ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রামরাইল ব্রিজ এপ্রোচ থেকে পুনিয়ট মোড় পর্যন্ত মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩৬.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রামরাইল ব্রিজ এপ্রোচ থেকে পুনিয়ট মোড় পর্যন্ত ৩.৮ কিলোমিটার সড়কটিকে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এলাকার যানজট হ্রাস পেয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রামরাইল ব্রিজ এপ্রোচ থেকে পুনিয়ট মোড় পর্যন্ত মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ) এর ৪(চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ

দেশের অর্থনৈতিক লাইফলাইন হিসেবে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ৭৯৩.১৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়কটির দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে ৪ (চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ২-লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ববাজার পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের জন্য ৭৪৭.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ১৮.৯১ শতাংশ।

মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ববাজার পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মোট ২৯৫.৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫৭.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৯.৭৬ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
কুমিল্লা	ঝলম-চান্দিনা জেলা মহাসড়ক	১৩.৬০
	পিপুলিয়া-লোলবাড়িয়া-রতনপুর-চন্ডীমুড়া-মগবাড়ি জেলা মহাসড়ক	১৩.৯০
	চাঙ্গেনী (কোটবাড়ি)-জাঙ্গালিয়া-রাজাপাড়া-চৌমুহনী জেলা মহাসড়ক	৯.৫০
	নবীপুর-শ্রীকাইল-সল্লা-রামচন্দ্রপুর জেলা মহাসড়ক	২৮.০০
	নিমসার-কংসনগর-বুড়িচং জেলা মহাসড়ক	৮.৫০
	কুমিল্লা-ক্যান্টনমেন্ট-বরুড়া জেলা মহাসড়ক	১০.৯০
	লালমাই-বরুড়া-ঝলম-আড্ডা-জগৎপুর জেলা মহাসড়ক (আড্ডা-জগৎপুর অংশ)	১০.৩৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-লালপুর জেলা মহাসড়ক	১৩.৬৫
	ধরখার-আখাউড়া জেলা মহাসড়ক	৮.০০
	বাঞ্ছারামপুর-হোমনা জেলা মহাসড়ক	৭.০২
চাঁদপুর	মুদাফফরগঞ্জ-চিতৌশী-রামগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	৮.০০
	চাটখিল-চিতৌশী-শাহরাস্তি জেলা মহাসড়ক	১৬.০০
	মতলব-মেঘনা-ধনাগদা-বেড়ীবাঁধ জেলা মহাসড়ক	২৬.০০
নোয়াখালী	সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানিগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	২.০৩
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)	১৫.০০
	চৌমুহনী-ছাতেরপায়া জেলা মহাসড়ক	১১.৬৩
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	৯.৩০
ফেনী	ফেনী সদর (এলাহীগঞ্জ)-রাজাপুর-কোরাইশমুন্সী-দাগনভূঁইয়া (তুলাতোলি) জেলা মহাসড়ক	২২.৭০
	সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানিগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভূঁইয়া জেলা মহাসড়ক (ফেনী অংশ)	৫.০০
	বকতারমুন্সী-কাজীরহাট-দাগনভূঁইয়া জেলা মহাসড়ক	১৪.৫০
	ফেনী (সিলোনিয়া)-আমুভূঁইয়ারহাট-প্রতাপপুর-সেনবাগ-সোনাইমুড়ী জেলা মহাসড়ক	১২.৮৮
লক্ষ্মীপুর	মান্দারী-দাসেরহাট জেলা মহাসড়ক	৯.০০
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	৫.০০
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)।	১৫.০০

ধরখার-আখাউড়া জেলা মহাসড়ক

নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প:

আশুগঞ্জ উপজেলার সাথে নবীনগর উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার নিমিত্ত ৪২১.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৯.৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ১১.৬১ শতাংশ।

নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন তিতাস সেতু

নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন

৩৪৩.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ৪৩.৬১ শতাংশ।

নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

বেগমগঞ্জের গ্লোব ফ্যাক্টরী হতে কবিরহাটের ফলাহারী পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

২৮২.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নোয়াখালী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাজী কামাল উদ্দিন সড়ক (বেগমগঞ্জের গ্লোব ফ্যাক্টরী হতে কবিরহাটের ফলাহারী পর্যন্ত) উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নোয়াখালী জেলার মাইজদী হতে বসুরহাট পৌরসভার যোগাযোগ সহজতর করার নিমিত্ত ২৫২.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ১৭.৮৫ শতাংশ।

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

সোনাইমুড়ী উপজেলার সাথে সেনবাগ উপজেলাসহ কল্যান্দী, চন্দ্রেরহাট ও বসুরহাট পৌরসভার যোগাযোগ উন্নততর করতে ২৪১.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৪.০৮ শতাংশ।

সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট মহাসড়ক

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

কুমিল্লা জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৯৯০.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সুয়াগঞ্জ-পিপুলিয়া, বাংগড্ডা-ঢালুয়াবাজার-বক্সগঞ্জ, সদর দক্ষিণ-কলমিয়া-নুরপুর (লালমাই), কুমিল্লা (বালুতোপা)-বিজয়পুর-আমড়াতলী জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এর লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দাউদকান্দি-গোলমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উওর (ছঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার সঙ্গে চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৫২৪.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ "দাউদকান্দি-গোলমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উওর (ছঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মতলব-মেঘনা-ধনাগোদা-বেড়িবাঁধ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

মতলব উত্তর উপজেলাধীন বেড়িবাঁধের উপরস্থ মহাসড়কে যানবহন চলাচল সহজতর ও নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে প্রায় ১২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে কুমিল্লা সড়ক জোনের আওতায় ২৮৩.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কুমিল্লা জোনে ১৩৬.৫০ কিলোমিটার ওভারলে, ৫.৯৬ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৪.০৯ কিলোমিটার কার্পেটিং, ৯৪.৭৪ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ১৩০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১৫৫৭ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ৪৪.০২ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু ও ১২২ মিটার দীর্ঘ ১৩টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১০টি স্পীড ব্রেকারসহ ৩.২৫ কিলোমিটার সড়ক মার্কিং, ১৩৮২টি সাইনপোস্ট ও ২৩টি কিলোমিটারপোস্ট স্থাপন এবং ১৭৪৯.৮০ মিটার সেতু ও কালভার্টে রং করণের কাজ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জোন

চট্টগ্রাম, দোহাজারী, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক, ১১টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৭৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬৫৬.৯০ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বান্দরবান	২২.৫৪	৩০.৪৫	৪৯৯.৫৬	৫৫২.৫৫
চট্টগ্রাম	১৩৩.১২	১৩৭.৯৩	২৮৯.৯৮	৫৬১.০৩
কক্সবাজার	১৭৩.৮	৪১.১৬	৩৪৮.২৬	৫৬৩.২২
দোহাজারী	৮৪.১১	৭২.৭২	২০৯.৭১	৩৬৬.৫৩
খাগড়াছড়ি		১০৪.৭৩	২৮৪.০৩	৩৮৮.৭৬
রাঙ্গামাটি	৩৬.৪৪	৭০.৩৯	১১৭.৯৮	২২৪.৮১
সর্বমোট	**৪৫০.০১**	**৪৫৭.৩৯**	**১৭৪৯.৫১**	**২৬৫৬.৯০**

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

চট্টগ্রাম সড়ক জোনের আওতায় ৫২৮টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮৪৬৯.৪১ মিটার), ২৭৫টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৮৬০৩.৩১ মিটার) ও ১৭৫৪টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৮৬৮০.৪৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৩টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬০.৯২ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জোনে ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ জোনের আওতায় ১০৩৭.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৫৩.৭৭ কোটি টাকা (৯১.৯০ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত চট্টগ্রাম জোনে ৬৯২.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৪৮.৫৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫০.৫৩ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
চট্টগ্রাম	বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-ফটিকছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৬.৬৪
দোহাজারী	পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং আঞ্চলিক মহাসড়ক	২১.৯৫

বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-নারায়ণহাট-ফটিকছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রশস্তকরণ চলমান কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মোট ১৮১.২২ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৩.২৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হলঃ

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
চট্টগ্রাম	রাউজান (গহিরা)-ফটিকছড়ি জেলা মহাসড়ক	২৪.৩৭
	রাংগুনিয়া (কাটাখালী)-রাউজান মহাসড়ক (হাফেজ বজলুর রহমান জেলা মহাসড়ক)	১৫.৩০
	রাউজান-ব্রাহ্মণছড়ি জেলা মহাসড়ক (শহিদ জাফর মহাসড়ক)	১১.৭৪
	সীতাকুন্ড (বারৈয়ারঢালা)-হাজারীখিল-ফটিকছড়ি (হাইতচকিয়া) জেলা মহাসড়ক	১২.৫০
	সারিকাইত-সন্তোষপুর জেলা মহাসড়ক	২১.০০
দোহাজারী	পটিয়া-হাইদগাঁও জেলা মহাসড়ক	৫.৫০
	হাসিমপুর রেল ষ্টেশন-বাগিচারহাট জেলা মহাসড়ক	১০.০০
	পটিয়া-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া জেলা মহাসড়ক	১১.৫০
	মইজারটেক-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া-উদরবন্যা জেলা মহাসড়ক	৮.০০
	মইজারটেক-বিএফডিসি মৎস্য বন্দর ফেরিঘাট জেলা মহাসড়ক	৫.১০
কক্সবাজার	ইয়াংচা-মানিকপুর-সান্তির বাজার জেলা মহাসড়ক	১৯.৫০
	খরুসকুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও জেলা মহাসড়ক	১২.৪৮
	জনতাবাজার-গোরকঘাটা জেলা মহাসড়ক	২৪.২৩

খরুসকুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও জেলা মহাসড়কে চলমান কাজ

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম জেলার সাথে রাঙ্গামাটি জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণের ধারাবাহিকতায় মহাসড়কটির হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত ১৮.৩০ কিলোমিটার অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫২৮.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান কাজ

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক উন্নয়ন

চট্টগ্রাম জেলার সাথে খাগড়াছড়ি জেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩৯৯.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪.০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের চট্টগ্রাম অংশের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে উভয়পাশে হার্ডসোল্ডারসহ ৯.৭৫ মিটারে উন্নীত করা হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ১১.২৭ শতাংশ।

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

একতাবাজার-পহরচাঁদা-মগনামাঘাটা-বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৬২.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার জেলার একতাবাজার-পহরচাঁদা-মগনামাঘাটা-বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়নের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

পর্যটন নগরী কক্সবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে ২৮৮.৬৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কক্সবাজারের লিংক রোড থেকে লাবনী মোড় পর্যন্ত মহাসড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবণী মোড় জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ

রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমি ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ

অতিবৃষ্টি ও ভূমিধ্বস হতে স্থায়ী প্রতিরক্ষাকল্পে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে ড্রেনসহ আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণকল্পে ২৪৯.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ

২১৮.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে এ জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত বিদ্যমান অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ৪৩টি সেতু ও ১৩টি কালভাট-এর স্থলে সমসংখ্যক সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি ৮৬.৫৮ শতাংশ।

ভাইবোনছড়া সেতু

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিনড্রাইভে ওভারপাসসহ ০২টি ভিজিটরস সেন্টার নির্মাণ

২০৪.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিনড্রাইভে ওভারপাসসহ ০২টি ভিজিটরস সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পর্যটন সুবিধা আরো বৃদ্ধি পাবে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চট্রগ্রাম জোনের অনুকূলে ১৮৮.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চট্রগ্রাম জোনে ১২২.৯০ কিলোমিটার ওভারলে, ২.৭০কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৪৬.০৯ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১৩১.২৪ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৫৩৪০.৫০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৩৬৯৪.৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ১৩০.৮৩ মিটার দীর্ঘ ২টি সেতু ও ৩৪ মিটার দীর্ঘ ৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ৬৯টি স্পীড ব্রেকারসহ ২.১৪ কিলোমিটার সড়ক মার্কিং, ১২৩৭টি সাইনপোস্ট, ১৫টি ওভারহ্যাঙ্গিংসাইন, ৫৬টি কিলোমিটারপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

সিলেট জোন

সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে সিলেট সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১০টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৫টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩৮টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৬১৩.৫৮ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
হবিগঞ্জ	১২৮.০২	১০৩.৩৩	১০৭.৪৩	৩৩৮.৭৮
মৌলভীবাজার	৮৯.৭৩	৭৪.২২	২১৫.৫২	৩৭৯.৪৭
সুনামগঞ্জ	-	১৩৮.৪৬	২০৬.৯৮	৩৪৫.৪৪
সিলেট	১৩৯.১৪	১৬২.০১	২৪৮.৭৪	৫৪৯.৮৯
সর্বমোট	**৩৫৬.৯০**	**৪৭৮.০১**	**৭৭৮.৬৭**	**১৬১৩.৫৮**

সিলেট জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

সিলেট সড়ক জোনের আওতায় ৩৪৯ টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮৩৫৩.৩৮ মিটার), ৬১টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২৭৬৭.৯০ মিটার) ও ১৪৪৭টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭৯২৪.৭২ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৭টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৪.৫৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সিলেট জোনে ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ জোনের আওতায় ৮৩৩.২০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৬২.৫৪ কোটি টাকা (৯১.৫২ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প

শাল্লা-জলসুখা মহাসড়ক নির্মাণ

সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলাদ্বয়ের মধ্যে হাওড় অঞ্চলে নতুন সড়কপথ নির্মাণের লক্ষ্যে ৭৬৯.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের ১৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাল্লা-জলসুখা মহাসড়কাংশ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সিলেট বিমানবন্দর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

৬২৬.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন - লালবাগ - কোম্পানিগঞ্জ - সালুটিকর - ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সম্পূর্ণ রিজিড পেভমেন্টে নির্মিতব্য এ মহাসড়কটি একদিকে যেমন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী হতে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন করবে, অন্যদিকে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৮.৪৮ শতাংশ।

সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত সিলেট জোনে ৫৬০.৮৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৪৮.৭৬ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৪.০৯ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
সুনামগঞ্জ	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি আঞ্চলিক মহাসড়ক	২১.২০
সিলেট	গোপালগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-ভাদেশ্বর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৬.০০
	সিলেট-গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৬৬.৫০
	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চরখাই আঞ্চলিক মহাসড়ক (সিলেট অংশ)	৩.৬০
মৌলভীবাজার	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চরখাই আঞ্চলিক মহাসড়ক (মৌলভীবাজার অংশ)	১৪.৪০
	জুড়ি-লাথিটিলা আঞ্চলিক মহাসড়ক	১২.১০
হবিগঞ্জ	সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৪.৯৬

সিলেট-গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন)

সিলেট জোনের আওতাধীন মোট ১২৬.২২ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৩৮.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫০.১২ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হলঃ

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ি জেলা মহাসড়ক	৯.১৪
	সারী-গোয়াইনঘাট জেলা মহাসড়ক	৮.৬৪
	সিলেট (তেলিখাল)-সুলতানপুর-বালাগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	২২.৬৯
সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ-কাঁচিরগাতি-বিশ্বম্ভরপুর জেলা মহাসড়ক	৮.৮৫
	নিয়ামতপুর-তাহিরপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৮১
	দোয়ারাবাজার-সুনামগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৩.৬৮
মৌলভীবাজার	জুড়ি-ফুলতলা (বটুলী) জেলা মহাসড়ক	২২.১৫
	কুলাউড়া-পৃথিম পাশা-হাজীপুর-শরীফপুর (লিংক সড়ক রবির বাজার হতে টিলাগাঁও) জেলা মহাসড়ক	১৭.০০
	মৌলভীবাজার-শমসেরনগর-চাতলা চেকপোষ্ট জেলা মহাসড়ক	৩৩.৫০
	কুলাউড়া-শমসেরনগর-শ্রীমঙ্গল জেলা মহাসড়ক	২৫.০০
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবাজার জেলা মহাসড়ক	১২.৭৮
	মুরারবন্দ দরগাহ শরীফ জেলা মহাসড়ক	২.৩৮
	হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা জেলা মহাসড়ক	০.১০

উন্নয়নকৃত সারী-গোয়াইনঘাট জেলা মহাসড়ক

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র জাফলং-এ গমনকারী পর্যটকদের যাতায়াত সহজতর করাসহ পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৯০.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) ১৬.৩৫ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৭.৭১ শতাংশ।

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়ক

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের মিসিং লিংক রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৪১.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৮.৬১ শতাংশ। এছাড়া, পৃথক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪১.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একই মহাসড়কে ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি সেতু পুনর্নির্মাণসহ নিয়ামতপুর-আড়ুয়া মহাসড়কে আড়ুয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

রাণীগঞ্জ নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ওপর নির্মাণাধীন সেতু

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

কুমারগাঁও-বাধাঘাট-এয়ারপোর্ট জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কের মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (১ম পর্যায়-ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি শিফটিং)

ভোলাগঞ্জ থেকে পাথর ও অন্যান্য পণ্যবাহী যানবাহন যাতে সিলেট শহরে প্রবেশ না করে বিকল্প পথে চলাচল করতে পারে সে লক্ষ্যে কুমারগাঁও-বাধাঘাট-এয়ারপোর্ট জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কের মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৩১৭.৩২ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য একটি লিংক প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জুড়ি (ক্লিভডন)-কুলাউড়া (গাজীপুর) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি কুলাউড়া উপজেলা দু'টির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৩.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুড়ি (ক্লিভডন)-কুলাউড়া (গাজীপুর) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে সিলেট সড়ক জোনের অনুকূলে ৯৬.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান ছিল। এর আওতায় ৩০.৫০ কিলোমিটার ওভারলে, ১১.৯৯ কিলোমিটার কার্পেটিং, ৮০.১৫ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ১২৪০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ২৪৬৪.৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ১২১.৭৬ মিটার দীর্ঘ ৩টি সেতু ও ৮৯ মিটার দীর্ঘ ১২টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ৭৫টি স্পীড ব্রেকারসহ ২.৪০ কিলোমিটার সড়ক মার্কিং, ২৪৫টি সাইনপোস্ট ১০টি ওভারহ্যাঙ্গিংসাইন স্থাপন করা হয়েছে।

রাজশাহী জোন

রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে রাজশাহী সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৫টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৮টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৭০টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৪৫৭.০৭ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
নওগাঁ		২৬২.৪৪	২১২.৯১	৪৭৫.৩৪
নাটোর	১০৯.৩২	৩৯.৭৬	২০৮.৫১	৩৫৭.৬০
নবাবগঞ্জ	৪২.১৯	২৩.০১	১৬৫.৯২	২৩১.১২
পাবনা	১৫৫.০৪	১৬৮.৯৭	২০০.৬৯	৫২৪.৭
রাজশাহী	১০০.২২	৭৫.৯৪	২৫০.৩৫	৪২৬.৫১
সিরাজগঞ্জ	৮৭.১৬	২৩.৪৩	৩৩১.২১	৪৪১.৮
সর্বমোট	**৪৯৩.৯৩**	**৫৯৩.৫৫**	**১৩৬৯.৫৯**	**২৪৫৭.০৭**

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজশাহী সড়ক জোনের আওতায় ৩২৩টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৭৬৬৬.৬৭ মিটার), ৩৫টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২৩৭১.১৮ মিটার) ও ১৭২৯টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭৯৬৬.০৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৩টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫.৩৪ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী জোনে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ জোনের আওতায় ৬২৬.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৪৯.৮৭ কোটি টাকা (৮৭.৭৬ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প

সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সিরাজগঞ্জ জেলার সাথে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯৮৮.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ- কাজিপুর- ধুনট- শেরপুর মহাসড়ক এবং ২১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)- ধুনট (সোনামুখী) মহাসড়ক দু'টিকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মোট ২৫৯.২০ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৬৬.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৬.৯২ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ-কড্ডা-সমেশপুর জেলা মহাসড়ক	১১.৬৫৭
	ভূইয়াগাতী-নিমগাছি-তাড়াশ জেলা মহাসড়ক	১৬.৫০
	উল্লাপাড়া-লাহিড়ীমোহনপুর-ভাঙ্গুরা (ময়নাদিঘী বাজার) জেলা মহাসড়ক	১৩.০০
	তাঁড়াশ-রানীরহাট-শেরপুর (সিরাজগঞ্জ অংশ) জেলা মহাসড়ক	১৭.০০
পাবনা	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাটমোহর জেলা মহাসড়ক (পাবনা অংশ)	৮.০০
	চাটমোহর-পার্শ্বডাঙ্গা-ইদিলপুর-ডেংগারগাঁও-পাবনা জেলা মহাসড়ক	৩১.৫০
	চিনাখড়া-(বিশ্বরোড)-ক্ষেতুপড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া জেলা মহাসড়ক	১৪.০০
	ঘাখড়াখালী-সোনাতলা-সাঁথিয়া বাজার বাইপাস জেলা মহাসড়ক	৯.০০
নাটোর	কালিগঞ্জ (শেরকোল)-নলডাঙ্গারহাট-স্বরকুতিয়া বাজার জেলা মহাসড়ক	২৬.৭০
	আড়ানী-বাগাতিপাড়া জেলা মহাসড়ক (নাটোর অংশ)	৬.৬০
	উত্তরা গণভবন সংযোগ জেলা মহাসড়ক	০.৬১
	সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর জেলা মহাসড়ক (নাটোর অংশ)	৯.৯৫৭
	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর জেলা মহাসড়ক	৫.৩৩৫
রাজশাহী	রাজশাহী-হাটগোদাগাড়ী-ফলিয়ারবিল-মোহনগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	২২.০০
	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর জেলা মহাসড়ক	১৯.৭০
	রাজশাহী-দামকুড়াহাট-কাকনহাট-আমনুরা জেলা মহাসড়ক	৩৫.৬০
নওগাঁ	গোদাগাড়ী-নাচোল-নিয়ামতপুর জেলা মহাসড়ক	১৭.৫
	মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই জেলা মহাসড়ক	২৫.০০
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	বাবগঞ্জ-আমনুরা জেলা মহাসড়ক	৬.৫

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোদাগাড়ী-নাচোল-নিয়ামতপুর মহাসড়কের চলমান কাজ

বানেশ্বর(রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর(নাটোর)-ঈশ্বরদী(পাবনা) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

রাজশাহী জেলার সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করতে ৫৫৪.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৪.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর- (নাটোর) ঈশ্বরদী (পাবনা) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কের মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত রাজশাহী জোনে ৪৩৮.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৭৪.০০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৮.৯২ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
নওগাঁ	বগুড়া-নওগাঁও-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-ধামৈরহাট-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৭.৫০
রাজশাহী	রাজশাহী (বিন্দুর মোড়)-নওহাটা-চৌমাশিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫৬.৫০

উন্নয়নকৃত বগুড়া-নওগাঁও-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-ধামৈরহাট-জয়পুরহাট মহাসড়ক

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমান বন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ

রাজশাহী বিভাগীয় শহর হতে বিমানবন্দরের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩২৬.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ০১টি আঞ্চলিক ও ২টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নওগাঁ জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত ৩১৪.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বদলগাছি-পাহাড়পুর-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ২৩.৫০ কিলোমিটার) এবং মান্দা-নিয়ামতপুর-শিবপুর-পোরশা জেলা মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ৩৬.২৫ কিলোমিটার) ও নন্দীগ্রাম (কাথম)-কালিগঞ্জ-রানীনগর জেলা মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ২২.২২ কিলোমিটার) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৮.১৩ শতাংশ।

বদলগাছি-পাহাড়পুর-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশে ৬.৬ কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটা ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত), ১৪.০০ কিলোমিটার অংশ ২-লেনে উন্নীতকরণ এবং শহর অংশের অবশিষ্ট ১.১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কারের নিমিত্ত ২৬৪.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮১.২২ শতাংশ।

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়ক

নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

নওগাঁ জেলার সাথে নাটোর জেলার সরাসরি সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ২০১.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫.৫০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক, ৮টি সেতু ও ১০টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৮.৭৫ শতাংশ।

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

উল্লাপাড়া-লাহিড়ী মোহনপুর-ভাংগুড়া (ময়দানদিঘী বাজার) জেলা মহাসড়কের ১৩তম হতে ২২তম কিলোমিটার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার সাথে পাবনা জেলার ভাংগুড়া উপজেলার সঙ্গে যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ২৪৬.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উল্লাপাড়া-লাহিড়ী মোহনপুর-ভাংগুড়া (ময়দানদিঘী বাজার) জেলা মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটার হতে ২২তম কিলোমিটার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাঁধেরহাট-খায়েরচর জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বঙ্গবন্ধু সেতুর বিকল্প পথে রাজধানী ঢাকার সাথে উত্তরবঙ্গের মহাসড়ক যোগাযোগের লক্ষ্যে ৩২৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধেরহাট-খায়েরচর মহাসড়কটিকে জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে রাজশাহী সড়ক জোনের অনুকূলে ২১৬.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ৬৭.০৪ কিলোমিটার ওভারলে, ১৬.৭৯ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৫.৯৮ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৭.৭৫ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১৪৯.৩৮কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৩১১৭ মিটার ড্রেন নির্মাণ, ৪৬৬১.১০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ৭৮.৬৪ মিটার দীর্ঘ ১৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ৪৫টি স্পীড ব্রেকারসহ ১.৫০ কিলোমিটার সড়ক মার্কিং, ৫৬০টি সাইনপোস্ট, ৪১টি ওভারহ্যাঙ্গিংসাইন, ও ৬২টি কিলোমিটারপোস্ট স্থাপন এবং ২৩৭৬ মিটার সেতু ও কালভার্টে রং করণের কাজ করা হয়েছে।

রংপুর জোন

রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে রংপুর সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৩টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৯টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ৩০১৭.৯৯ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বগুড়া	১২৬.৩৫	৫৯.৫১	৩৩৮.৬৮	৫২৪.৫৪
দিনাজপুর	৯৬.০৮	১৬১.১১	২৫৯.৪২	৫১৬.৬০
গাইবান্ধা	৩২.৮৫	৪২.৩৭	২৬৮.৭২	৩৪৩.৯৩
জয়পুরহাট	-----	৩৯.০৪	১৫১.৯৫	১৯০.৯৮
কুড়িগ্রাম	৬৩.৩০	১০৭.৯০	১১৩.৪৪	২৮৪.৬৪
লালমনিরহাট	১২০.৭	৮.২৮	৪২.৫৪	১৭১.৫১
নীলফামারী	১৭.৪৭	৫৫.৫৯	২০১.৮০	২৭৪.৮৬
পঞ্চগড়	৭১.২৭	------	১১২.৯৮	১৮৪.২৫
রংপুর	১০৮.৭৫	৬২.৫৬	১৬২.৯৩	৩৩৪.২৪
ঠাকুরগাঁও	৩০.৬	৬.১৪	১৫৫.৭০	১৯২.৪৪
সর্বমোট	**৬৬৭.৩৫**	**৫৪২.৪৯**	**১৮০৮.১৫**	**৩০১৭.৯৯**

রংপুর জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রংপুর সড়ক জোনের আওতায় ৩৩২টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৭১৭২.৪৮ মিটার), ৫২টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ২৫৬৪.৩২ মিটার) ও ২১৯০টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৯১৫৭.৫৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৭.৮৬ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রংপুর জোনে ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ জোনের আওতায় ১৪৮৯.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৯৭.৩০ কোটি টাকা (৮০.৩৬ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রংপুর জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত রংপুর জোনে ৯৯৩.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১০৫.২০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫২.২৩ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী থেকে গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহসড়ক	২১.০২
বগুড়া	বগুড়া-নওগাঁও-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক (বগুড়া অংশ)	৪৩.০০
বগুড়া/জয়পুরহাট	বগুড়া (মোকামতলা)-তালাই-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৬.৮৪
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও পুরাতন সেকশন আঞ্চলিক মহাসড়ক (বাসষ্ট্যান্ড থেকে রেলষ্টেশন)	৪.৩৪

গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ি-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাথে দিনাজপুর জেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৮৮২.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ি-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৩.৯০ শতাংশ।

গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ি-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বগুড়া জেলার সাথে নাটোর জেলা সদরের মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৭০৭.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৩.৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)- নাটোর জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

সোনাহাট স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল উন্নততর ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ৬৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রংপুর জোন)

রংপুর জোনের আওতাধীন মোট ৩৩২.৭৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫৪.৪৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫.১৬ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
পঞ্চগড়	পঞ্চগড় -গোয়ালপাড়া-রুহিয়া জেলা মহাসড়ক	১৫.৩০
	পঞ্চগড় চিনিকল-ব্যাংহাড়ী-মাড়োয়া-শালডাংগা-দেবীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১১.২৫
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (ঠাকুরগাঁও অংশ)	৩.৬৪
	রানীসংকৈল-হরিপুর জেলা মহাসড়ক	১৮.৩০
	ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৭.৬০
দিনাজপুর	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ)	১৯.৬০
	দিনাজপুর-বোচাগঞ্জ-বকুলতলা জেলা মহাসড়ক	৭.৮০
	বিরামপুর-নবাবগঞ্জ-ভাদুরিয়া জেলা মহাসড়ক	১৩.০০
নীলফামারী	নীলফামারী (টেংগনমারী)-কিশোরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১০.৫০
	কালিতলা-বাদিয়ারমোড়-পুলিশলাইন (নীলফামারী বাইপাস) জেলা মহাসড়ক	৮.৫০
	বোড়াগাড়ী-খোকশারঘাট-ডিমলা জেলা মহাসড়ক	৩.৫০
রংপুর	রংপুর-সাহেবগঞ্জ-পীরগাছা জেলা মহাসড়ক	১.৫০
	ট্যাক্সেরহাট-লালদিঘী-তারাগঞ্জ-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৭.৭৪
	গঙ্গাচড়া-পীরেরহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রামি-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১৮.৭০
	মধুপুর-শ্যামপুর জেলা মহাসড়ক	৮.৪০
	সাহেবগঞ্জ-হারাগাছ জেলা মহাসড়ক	৬.০০
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম-দহগ্রাম-আংগরপোতা জেলা মহাসড়ক	১৬.২০
	লালমনিরহাট-মোগলহাট জেলা মহাসড়ক	১১.৮০
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী-নেওয়াশী-খড়িবাড়ী-ফুলবাড়ি জেলা মহাসড়ক	১১.৭১
	উলিপুর-বজরা-চিলমারী জেলা মহাসড়ক	১০.৫০
গাইবান্ধা	ধুপনী-বেলকা জেলা মহাসড়ক	৩.৪৮
	দাড়িয়াপুর-কামারজানী জেলা মহাসড়ক	৭.২০
	পলাশবাড়ি-ঘোড়াঘাট জেলা মহাসড়ক	৯.০০
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা অংশ) জেলা মহাসড়ক	১১.৬০
জয়পুরহাট	বগুড়া (ঝোপগাড়ী)-ক্ষেতলাল জেলা মহাসড়ক	৪.২৪
	জয়পুরহাট-ক্ষেতলাল জেলা মহাসড়ক	১০.৬৮
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (জয়পুরহাট অংশ) জেলা মহাসড়ক	৬.১৪

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
বগুড়া	মোকামতলা-সোনাতলা-হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক	২৮.৬০
	সুলতানগঞ্জ-(লিচুতলা)-মাদলা-বাগবাড়ী-(কদমতলী)-গাবতলী (পাঁচমাইল) জেলা মহাসড়ক	৯.৭০
	ধুনট-নাংলু-বালিয়াদিঘী-পাঁচমাইল-গাবতলী-সোনাতলা (চৌকিরঘাট) জেলা মহাসড়ক	১০.৬০

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রংপুর জোন) এর আওতায় উন্নয়নকৃত পলাশবাড়ি-গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহাসড়ক

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক উন্নয়ন

নীলফামারী জেলার সাথে সৈয়দপুর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৪৩.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৩৩ শতাংশ।

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী- আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

৪২৫.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত ৭১.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী- আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ, ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা-(ভাদুরদরগাহ) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডোমার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নীলফামারী জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত ৪২১.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ, ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা-(ভাদুরদরগাহ) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জামালপুর-ধানুয়া- কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ (কুড়িগ্রাম অংশ)

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার সাথে জামালপুর জেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩৩২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়কটির কুড়িগ্রাম অংশের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়কের কুড়িগ্রাম অংশে চলমান উন্নয়ন কাজ

ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থল বন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমার নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ

২৩২.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমার নদীর ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৬৪৫ মিটার দীর্ঘ সোনাহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১০.৭৬ শতাংশ।

সোনাহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান পাইলিং কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন)

রংপুর সড়ক জোনের আওতাধীন ০৮টি সড়ক বিভাগের মোট ২৬টি বিদ্যমান বেইলী সেতু ও ২৪টি অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু মোট ৫০ টি সেতু এবং ১৬টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী (পরিবহন ব্যয় ও সময়), ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত, ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সম্ভাব্য ৮৬৭.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এবং একই সড়ক বিভাগাধীন সড়কসমূহে বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনর্নির্মাণ

রাজধানী ঢাকার সংগে হিলি স্থলবন্দরের উন্নত ও নিরাপদ মহাসড়ক স্থাপন এবং দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৪৭৮.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে রংপুর সড়ক জোনের অনুকূলে ১৪৩.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রংপুর সড়ক জোনে ৬২.৫৪ কিলোমিটার ওভারলে, ১০.৪৭ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ১.৫৪২ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৬.২৯ কিলোমিটার কার্পেটিং, ২১৯.৬৬ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ২৮৭৭ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ২৫৩৯.৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ১০৪.৮০ মিটার দীর্ঘ ৩টি সেতু ও ৬৩.০০ মিটার দীর্ঘ ৬টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১৯৯টি স্পীড ব্রেকারসহ ৪০.৪০ কিলোমিটার সড়ক মার্কিং, ২৯৭৫টি সাইন পোস্ট, ৮টি ওভারহ্যাঙ্গিংসাইন, ৭০টি কিলোমিটারপোস্ট স্থাপন এবং ১৭৯৩ মিটার সেতু ও কালভার্টে রং করণের কাজ করা হয়েছে।

খুলনা জোন

খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে খুলনা সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৫টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৬টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮৩টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৮৩৩.৬৫ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বাগেরহাট	৬১.১২	১১৪.৪১	২৬৪.৭৬	৪৪০.২৯
চুয়াডাঙ্গা	---	১১৮.৭১	২৪.০৮	১৪২.৭৯
যশোর	১৪৬.৫০	৫৪.৩৭	১৩৭.৬৯	৩৩৮.৫৬
ঝিনাইদহ	৭৪.৯৯	৪৮.৮৪	২৭১.৮১	৩৯৫.৬৪
খুলনা ৬১.০৪	৪২.৩৮	৩০৯.৭৬	৪১৩.১৮	
কুষ্টিয়া	৪৮.৬৫	৭৩.৮২	১৪৬.৩৬	২৬৮.৮২
মাগুরা	৪৬.২৭	৩০.৯৩	১৫৩.০৭	২৩০.২৭
মেহেরপুর	---	৬৬.৫৭	৬৭.২৭	১৩৩.৮৪
নড়াইল	৩০.৯৮	১৬.০৮	১৪১.৫৪	১৮৮.৬
সাতক্ষীরা	৯.২৩	৫১.৯৬	২২০.৪৭	২৮১.৬৬
সর্বমোট	**৪৭৮.৭৭**	**৬১৮.০৭**	**১৭৩৬.৮১**	**২৮৩৩.৬৫**

খুলনা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

খুলনা সড়ক জোনের আওতায় ২১৯টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১২৮১৭.৭৮ মিটার), ২৪টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৪৭৬.০৭মিটার) ও ২০২৫টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭১৮৭.৯৫ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৫টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৮.২৮ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় খুলনা জোনে ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ জোনের আওতায় ১০৪৮.২২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৭৯.৪১ কোটি (৮৩.৯০ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা জোন)

খুলনা জোনের আওতাধীন মোট ৩২০.৫৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৫৬.৮০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫২.৮৫ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
খুলনা	দাকোপ-বড়বাড়িয়া-মাগুরখালী-তালা জেলা মহাসড়ক	৯.২০০
	কয়রা-নোয়াবেকী-শ্যামনগর জেলা মহাসড়ক	৭.০০০
	তেরখাদা-বর্ণাল-কালিয়া জেলা মহাসড়ক	৫.৩৬০
	কেশবপুর-বেতগ্রাম জেলা মহাসড়ক	৫.০০০
বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ (কেয়ার বাজার)-মংলা জেলা মহাসড়ক	১৪.৯২০
	বাগেরহাট (সাইনবোর্ড)-কচুয়াজেলা মহাসড়ক	৭.০৫০
	মোড়েলগঞ্জ ফেরিঘাট-জিয়ানগর জেলা মহাসড়ক	১১.১৩০
সাতক্ষীরা	আশাশুনি-শ্যামনগর জেলা মহাসড়ক	১৪.৬০০
	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা জেলা মহাসড়ক	২৩.৪৯১
	বংশীপুর-মুন্সীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১০.৬১০
যশোর	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া জেলা মহাসড়ক	১৯.২৭২
	কেশবপুর-বেতগ্রাম জেলা মহাসড়ক	১০.৩৭২
মাগুরা	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক	৭.৩৩০
	মাগুরা-মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক	২৪.৯১৪
ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া জেলা মহাসড়ক	১৪.০০৯
	চাঁদপুরা-টালিনা-জালালপুর-তালসারবাজার জেলা মহাসড়ক	৯.৯৬৪
কুষ্টিয়া	সদরপুর-ঝুটিয়াডাঙ্গা-আসাননগর-হাটবোয়ালিয়া জেলা মহাসড়ক	৭.৬৫০
	দৌলতপুর-দৌলতখালী-মোহাম্মদপুর হাইস্কুল জেলা মহাসড়ক	১২.৩০০
	সদরপুর বাজার-হালসা রেল বাজার জেলা মহাসড়ক	১৫.৭০০

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
চুয়াডাঙ্গা	আমতলী-তৈলটুপি-আলমডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক	৯.০৯০
	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক	১৩.০২৫
মেহেরপুর	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক	১১.০২০
	চাঁদপুর-দরগাতলা-জাদুখালি-যাত্রাপুর জেলা মহাসড়ক	১১.৬৬৫
	মেহেরপুর- উত্তর শালিখা-কালিগাংনী জেলা মহাসড়ক	১০.১৬০
নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়ক	২৩.৬০০
	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক	১২.১৫০

দৌলতপুর-দৌলতখালী-মোহাম্মদপুর হাইস্কুল জেলা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

মাগুড়া-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাগুড়া-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৩.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (খুলনা জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত খুলনা জোনে ৬৩৯.৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১২৬.৭৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৯.৮১ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
খুলনা	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৮.৩০০
বাগেরহাট	নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৯.৫০০
সাতক্ষীরা	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৫.৫০০
কুষ্টিয়া	আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া (চৌগাছা) আঞ্চলিক মহাসড়ক)	২৮.০৫৪
	শিলাইদহ লিংক আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫.৪৩৫

খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কের চলমান কাজ

দিঘলিয়া(রেলগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের ভৈরব নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

খুলনা জেলা সদরের সাথে তেরখাদা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন করতে ৬১৭.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর ওপর ১৩১৬.৯৬ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

ঝিনাইদাহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের কুষ্টিয়া শহরাংশের ১০কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ ৩৩ কিলোমিটার যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এর লক্ষ্যে ৫৭৪.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর ফলে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়ার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে।

যশোর (রাজারহাট)-মনিরাপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

যশোর জেলার সাথে সাতক্ষীরা জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩৬৬.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর (রাজারহাট)-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যশোর অংশ (পালবাড়ী হতে রাজঘাট) যথাযথ মানে উন্নয়ন

৩৫৮.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত ৩৪.০৫ কিলোমিটার মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৫.০৫ শতাংশ।

যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট সড়কাংশ উন্নয়ন

যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

৩০৭.৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহারকারী পণ্য ও যাত্রীবাহী যান চলাচল উন্নততর হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭১.৫০ শতাংশ।

যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক উন্নয়ন

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (খুলনা জোন) পরিবর্তিত নাম:খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে নির্মিত সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলী সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ

৪৫৫.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা জোনের আওতাধীন জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জোনের আওতাধীন ৪৩টি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে।

সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ-শ্যামনগর-ভেটখালী মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

১২৩.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ-শ্যামনগর-ভেটখালী মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সাতক্ষীরা জেলা সদরের সাথে কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে খুলনা সড়ক জোনের অনুকূলে ২১৫.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ১০৩.৪৩ কিলোমিটার ওভারলে, ০.৩০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৫.৬৩ কিলোমিটার কার্পেটিং, ১৭১.২১ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৮৩৯ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১০০৪ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ৩১.৮৩ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু ও ১১৭.৫০ মিটার দীর্ঘ ৩৯টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপাত্তার লক্ষ্যে ৮টি স্পীড ব্রেকার রংকরণ, ১১০৯টি সাইন পোস্ট, ৪৪টি ওভারহাঙ্গিং সাইন ১০১টি কিলোমিটারপোস্ট স্থাপন এবং ৫৪ মিটার সেতুতে রংকরণ করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জোন

গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৮টি জাতীয় মহাসড়ক, ১০টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১১৩৪.৩৪ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ফরিদপুর	৯০.৬		২৪০.০৯	৩৩০.৭০
গোপালগঞ্জ	৬৬.৮৮	৭৪.৮৮	১৫৮.৩৪	৩০০.১০
মাদারীপুর	৮৬.৬৬	৫০.৩৯	৬৭.৪৬	২০৪.৫১
রাজবাড়ী	১৯.৬৫	৫৪.৮১	৮২.১৯	১৫৬.৬৫
শরীয়তপুর	-	৭৫.৯৪	৬৬.৪৫	১৪২.৩৯
সর্বমোট	**২৬৩.৭৯**	**২৫৬.০২**	**৬১৪.৫৩**	**১১৩৪.৩৪**

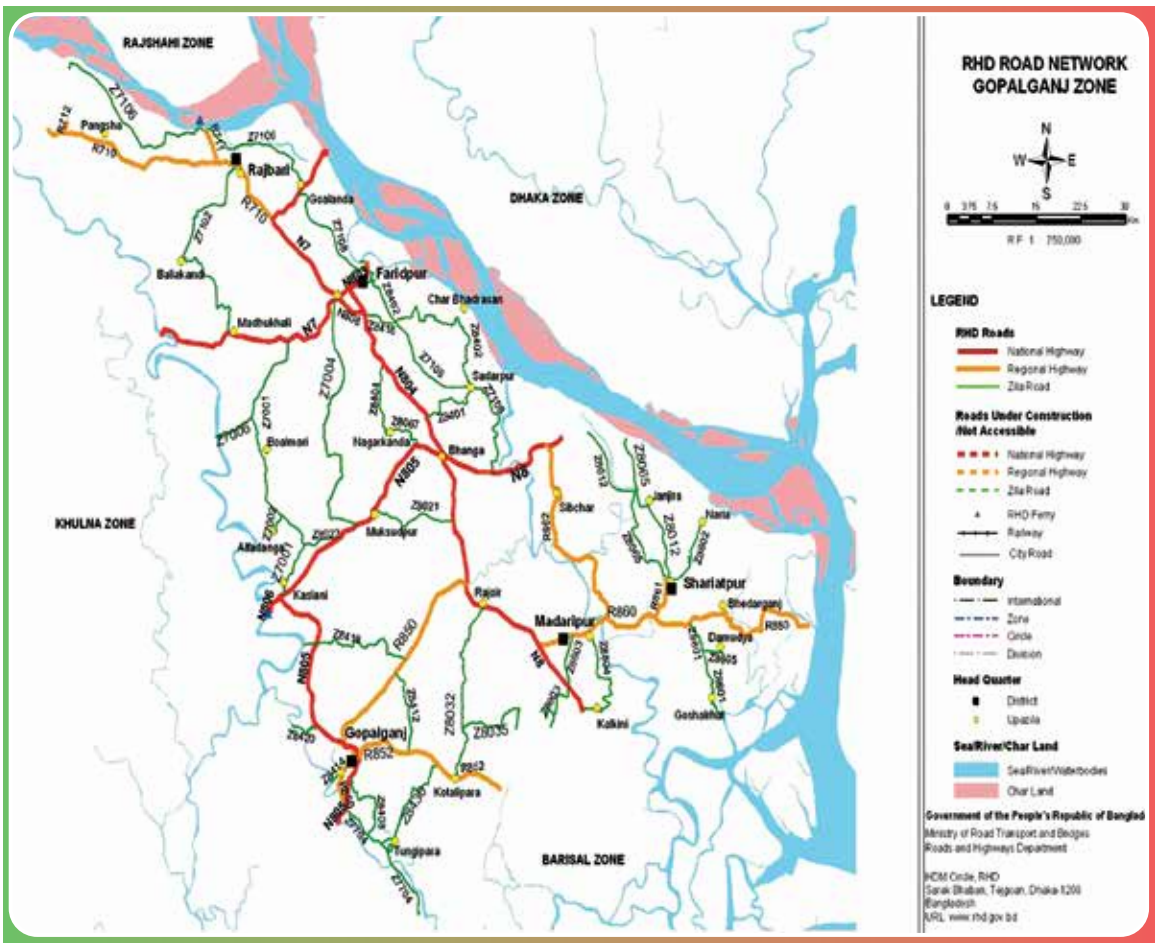

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের আওতায় ২৫৮টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১২৮০১.৯৩ মিটার), ১৪টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৭৬৫.৪০ মিটার) ও ৬২২টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৪২৯৩.৪০ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৫টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২২.১০ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জোনে ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৫০২.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৪৫.৪৭ কোটি টাকা (৮৮.৭৩ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

ফরিদপুর (বদরপুর)-সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

১১৯.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ফরিদপুর (বদরপুর)-সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে ফরিদপুর জেলা সদরের সাথে দেশের সালথা উপজেলা ও গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ এ মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে।

ফরিদপুর (বদরপুর)-সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর মহাসড়ক

ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কসমূহ জরুরি পুনর্বাসন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

ভারী বর্ষণের ফলে গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়কগুলোকে দ্রুত পুনর্বাসনের নিমিত্ত ৪৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হলঃ

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
রাজবাড়ী	দৌলতদিয়া- ফরিদপুর মহাসড়ক	১৯.১৪৬
মাদারীপুর	ঢাকা - মাওয়া- ভাঙ্গা- বরিশাল- পটুয়াখালী মহাসড়কের ভাঙ্গা থেকে বরইতলা পর্যন্ত	১০.০১৩
গোপালগঞ্জ	গৌরনদী - আগইলঝরা - পয়সারহাট - গোপালগঞ্জ মহাসড়ক এর চেইনেজ ১৬+ ৮৪২ থেকে চেইনেজ ৪৬+২৪২	৮.৯৫০

ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী (এন-৮) মহাসড়কের (ভাঙ্গা থেকে বরইতলা পর্যন্ত) ওভারলে কাজ

চলমান প্রকল্প

শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

শরীয়তপুর জেলা সদরের সাথে চাঁদপুর জেলার যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৮৫৯.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মোট ১৩৫.২৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৪৮৮.৮১ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫২.৭৮ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হলঃ

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
গোপালগঞ্জ	ফুকরা লঞ্চঘাট-রামদিয়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৪.৯৮০
	গেড়াখোলা-কাশিয়ানী (ব্যাসপুর) জেলা মহাসড়ক	৬.৬০০
	বিজয়পাশা-তালারহাট-জয়নগরঘাট জেলা মহাসড়ক	৬.১০০
মাদারিপুর	মাদারীপুর (কালকিনি)-ভূরঘাটাজেলা জেলা মহাসড়ক	১৮.৫৮০
	ভাংগা ব্রিজ-আইসার-দামুসা-পীরেরবাড়ি জেলা মহাসড়ক	১২.৮০০
	মাদারীপুর (ইটেরপুল)-পাথরিয়ারপাড়-খোসেরহাট-ডাসার-আগৈলঝাড়া জেলা মহাসড়ক	১৫.৯৮০
ফরিদপুর	পুকুরিয়া (ভাংগা)-সদরপুর জেলা মহাসড়ক	১৩.৫০০
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল জেলা মহাসড়ক	৮.২৪৯
	বোয়ালমারী (সাতেইর)-মোহাম্মাদপুর জেলা মহাসড়ক	৬.৫০০
	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী জেলা মহাসড়ক	৯.৪৮০
শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-নড়িয়া জেলা মহাসড়ক	১১.১১৫
	কনেশ্বর-ডামুড্যা জেলা মহাসড়ক	১.৭০০
রাজবাড়ী	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী জেলা মহাসড়ক	১.০০০
	গোয়ালন্দ (জামতলা)-গোদারবাজার-পাংশা-হাবাসপুর জেলা মহাসড়ক	১২.৬০০
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল জেলা মহাসড়ক (রাজবাড়ী অংশ)	৬.১০০

শরীয়তপুর-নড়িয়া জেলা মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত গোপালগঞ্জ জোনে ৪২০.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৫১.৬৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৮.০৮ শতাংশ। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
রাজবাড়ী	আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪৫.১৯০
	রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুরা ফেরিঘাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	৬.৫০০

আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-কাশিয়ানী জেলা মহাসড়ককে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৪৩.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) জেলা মহাসড়ককে ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০

মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ২৩৯.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় সাতৈর নামক স্থানে ৪৩৪ মিটার দীর্ঘ একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮০.১২ শতাংশ।

ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের পুলিশ লাইন মোড় হতে ঘোনাপাড়া মোড় পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ গোপালগঞ্জ - চাপাইল - কালিয়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

৫৪১.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৪.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পুলিশ লাইন মোড় হতে ঘোনাপাড়া মোড় পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ গোপালগঞ্জ-চাপাইল-কালিয়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বড়ইতলা-মুকসুদপুর মহাসড়কে বাটিকামারি ও বনগ্রাম সেতু নির্মাণ

৪৯.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বড়ইতলা-মুকসুদপুর মহাসড়কে বাটিকামারি ও বনগ্রাম সেতু দু'টি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের অনুকূলে ১৩৫.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ৫৬.০১ কিলোমিটার ওভারলে, ১৭.৩৭ কিলোমিটার কার্পেটিং, ৯৫.৪৮ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ২২৯৬ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৩৪২১ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ২২.৬৮ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু ও ৩২ মিটার দীর্ঘ ৬টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ৯৮টি স্পীড ব্রেকার রংকরণসহ ৫.৫০ কিলোমিটার রোড মার্কিং, ৬৪২টি সাইন পোস্ট, ৫৬টি ওভারহাঙ্গিং সাইন ও ৪৮টি কিলোমিটার পোস্ট স্থাপন এবং ১৬১.৫৫ মিটার সেতুতে রংকরণ করা হয়েছে।

বরিশাল জোন

বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে বরিশাল সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৩টি জাতীয় মহাসড়ক, ৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক, ও ৬১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৬০০.৪৯ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরগুনা	-	২৬.৫৩	১৪৬.১৬	১৭২.৬৯
বরিশাল	৯০.৭৮	২০.৩১	২৪২.১৮	৩৫৩.২৭
ভোলা	১৬.৪৭	১০৯.৪	১৫৫.০৯	২৮০.৯৬
ঝালকাঠী	৭.৩২	৩৮.৮১	২০১.৯০	২৪৮.০৩
পটুয়াখালী	১৩.৩৭	৬৯.৮৫	১৭৩.৯৬	২৫৭.১৮
পিরোজপুর	-	২৫.১৯	২৬৩.১৮	২৮৮.৩৭
সর্বমোট	**১২৭.৯৪**	**২৯০.০৯**	**১১৮২.৪৬**	**১৬০০.৪৯**

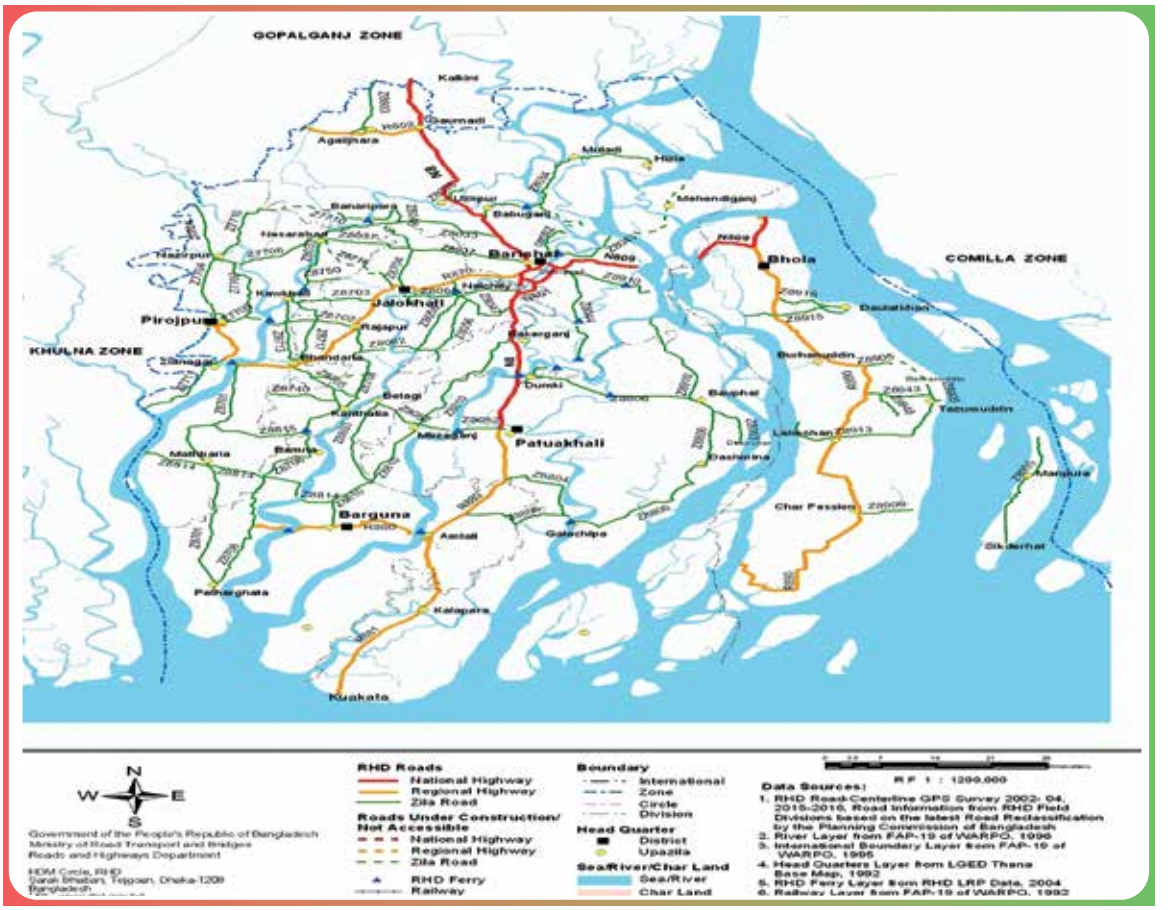

বরিশাল জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বরিশাল সড়ক জোনের আওতায় ২৬০টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪২০২.০৯ মিটার), ১৫৪ টি বেইলী সেতু (দৈর্ঘ্য ৪৭১৯.২১মিটার) ও ১১৬৩টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৫৪৫৬.২৭ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ১০টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২৯.১৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরিশাল জোনে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৭০০.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬১১.৩১ কোটি টাকা (৮৭.২৩ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের পোনানদীর ওপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৪৬.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪৬তম কিলোমিটারে পোনানদীর ওপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ কাজ জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

পোনানদীর ওপর নির্মিত পিসি গার্ডার সেতু

চর ফ্যাশন হতে বেতুয়া (লঞ্চঘাট) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪২.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা সদর হতে বেতুয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত ৭.৩০ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নততর করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির কাজ জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত চরফ্যাশন - বেতুয়া লঞ্চঘাট মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন)

বরিশাল জোনের আওতাধীন মোট ২৪০.৪৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৬৭.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৭৮.৯২ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
বরিশাল	বানারীপাড়া (ধানুট)-নাজিরপুরজেলা মহাসড়ক (বরিশাল অংশ)	১৭.২৭০
	বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা	৯.৫৫২
	হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-বরিশাল জেলা মহাসড়ক	৯.৯৭০
	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষ্মীপাশা-ধুমকি জেলা মহাসড়ক	৯.৭০০
	চাখার-বানারীপাড়া জেলা মহাসড়ক	২.৯৯০
	আগৈলঝরা-পয়সারহাট (আগৈলঝড়া শহরাংশ)	৩.২০০
	মাদারীপুর (ইতেরপুল)-পাথুরিয়ার পাড়-গোসাইরহাট-দাসার-আজিজারা জেলা মহাসড়ক	১২.৫৬৯
ভোলা	গুইঙ্গারহাট-চরপাতার-দলিলখার হাট হেলিপ্যাড-দৌলতখান-বাজার জেলা মহাসড়ক	১১.৫৬১
	বাগমারা-বাংলাবাজার-দৌলতখান জেলা মহাসড়ক	৭.৩১০
	ফকিরহাট-কাশেরহাট জেলা মহাসড়ক	৬.২৮০
	তজুমুদ্দিন-খানজাহার হাট জেলা মহাসড়ক	৮.৭৫০
বরগুনা	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়ক (বরগুনা অংশ)	৪৫.২০০
ঝালকাঠি	দপদপিয়া-নলছিটি-মোল্লারহাট (মহেশপুর) জেলা মহাসড়ক	৭.৯১০
	নলছিটি-পীর মোয়াজ্জেম হোসেন জেলা মহাসড়ক	১৬.১৫৮
	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়ক (ঝালকাঠি অংশ)	৮.৯৭৩
	সেন্টারহাট-বটতলা-পৈকখালী জেলা মহাসড়ক	৫.৯০৩
পটুয়াখালী	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকী জেলা মহাসড়ক (পটুয়াখালী অংশ)	৩.৭৮০
	গলাচিপা-হরিদেবপুর-বাদুড়া-শাখারিয়া	১৬.৩১০
পিরোজপুর	বরিশাল-কাপুর-নাবাগ্রাম-সরুপকাঠি জেলা মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ)	৬.৮৩৫
	ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা-মোক্তারহাট-সরুপকাঠি জেলা মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ)	৪.৬০৫
	গড়িয়ারপার-বানারীপাড়া-স্বর্শিণা-স্বরুপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি জেলা মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ)	২৫.৬৪১
	পিরোজপুর (হুলারহাট)-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি জেলা মহাসড়ক নাজিরপুর-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি জেলা মহাসড়ক নাজিরপুর-কচুয়া জেলা মহাসড়ক	

চাখার-বানিয়াপাড়া জেলা মহাসড়ক

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (বরিশাল জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত বরিশাল জোনে ৪৮১.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৩৭.০৪ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৮৩.৪৮ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
বরিশাল	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩.৩৩২
ভোলা	ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-বোরহানউদ্দিন-লালমনিরহাট-চরফ্যাশন-চরমানিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৪.০৯০
বরগুনা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিড়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	২০.৬৫০
ঝালকাঠি	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩৭.২৭৫
পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়ক	২৮.৫০০
পিরোজপুর	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-বান্দআড়িয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	২০.৩২০
	নোয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	২.৮৭৩

উন্নয়নকৃত ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-বোরহানউদ্দিন-লালমনিরহাট-চরফ্যাশন-চরমানিকা মহাসড়ক

বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম থেকে বরিশালের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩১২.৪৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত ৩৯.৫৭ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩০২.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ১০.৪২ শতাংশ।

বরিশাল (বৈরাগীরপুল)-টুমচর-বাউফল মহাসড়কে মাটি ভরাটের চলমান কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

পিরোজপুর জেলার ৪টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

পিরোজপুর জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত ৯৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহাসড়ক ৪টি হলো: ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ পিরোজপুর (হুলারহাট)- শ্রীরামকাঠি-স্বরূপকাঠি মহাসড়ক, ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গড়িয়ারপাড়-বানারীপাড়া-শর্ষিনা-স্বরূপকাঠি-নৈকাঠী মহাসড়ক, ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ কাউখালি-চিড়াপাড়া-ভান্ডারিয়া মহাসড়ক এবং ২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নৈকাঠি-ভান্ডারিয়া মহাসড়ক।

চরখালী -তুষখালী - মঠবাড়িয়া - পাথরঘাটা জেলা মহাসড়কের (পিরোজপুর অংশ) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতুর স্থলে পিসি গার্ডার সেতু/আর সিসি কালভার্ট দ্বারা প্রতিস্থাপন

৩৩৫.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চরখালী -তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়কের জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতুর স্থলে পিসি গার্ডার সেতু/আর সিসি কালভার্ট দ্বারা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু এবং ২৯টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে বরিশাল সড়ক জোনের অনুকূলে ১০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ৫৬.১৫ কিলোমিটার ওভারলে, ০.৩৫ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১১.৯০ কিলোমিটার কার্পেটিং, ৪৫.৪১ কিলোমিটার মাইনর মেরামত, ৫৮৩ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১৬৭৯.৪০মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ৩১.৮২ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ৪০টি স্পীড ব্রেকার রংকরণসহ ২৭ কিলোমিটার রোড মার্কিং, ২৪৮টি সাইন পোস্ট, ৩১টি ওভারহাঙ্গিং সাইন ও ১৭টি কিলোমিটারপোস্ট স্থাপন এবং ৮২৬ মিটার সেতুতে রংকরণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল কার্যক্রম

এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ Axle Load Control Station-এর কর্মকান্ড ওয়েব বেইজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম-এর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুন্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ইউনিফাইড টোল কালেকশনের জন্য EOI আহবান করা হয়েছে ।

ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম

ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়, বিভিন্ন প্রকল্প, সেতুর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ Available নথিসমূহ ডিজিটালাইজ করার জন্য সংরক্ষণ হচ্ছে। ফলে প্রয়োজনীয় নথিসমূহ সহজে এবং দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে। ডিজিটাল আর্কাইভ করার মাধ্যমে নথির গোপনীয়তা সংরক্ষিত থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হওয়া বা দুর্ঘটনায় পুড়ে যাওয়া এমনকি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের অনুপযোগী ডকুমেন্টসমূহ ব্যবহারের উপযোগী করে সংরক্ষণ করা সম্ভব। প্রয়োজন অনুযায়ী ডকুমেন্টসমূহ Searching এর মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে।

Tenderer Database Management System

এ অধিদপ্তরের ক্রয় কাজে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারগণের কর্মদক্ষতা সহজ, সঠিক, দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করার নিমিত্ত ঠিকাদারগণের একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেইজ, Tenderer Database Management System (TDMS) তৈরী করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় Tenderer Database Management System এর ব্যবহার করা হচ্ছে।

ই-জিপি

ক্রয় প্রক্রিয়া দরদাতাদের অবাধ অংশগ্রহণ ও সমসুযোগ সৃষ্টি এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪,৬৭০টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (ADP) পাশাপাশি সরকারি বরাদ্দকৃত প্রকল্প, উপ-প্রকল্প এবং প্রকল্পের উপাদান এর তথ্য প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম (PrMS) এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়। এর ফলে প্রকল্পের তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষিত থাকছে। পাশাপাশি যেকোনো সময় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন। এর মাধ্যমে আরো দক্ষভাবে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে।

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে বিমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ দপ্তরে কর্মরত এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২৯৪.৪৭ একর সওজ এর সরকারি ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। উদ্ধার করা ভূমি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দখলে রাখার লক্ষ্যে দৃষ্টিনন্দন বাগান তৈরিসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ও কর্মচারিদের পেশাগত উন্নতি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হালনাগাদ রাখার জন্য সড়ক ও জনপথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত বিভিন্ন কারিগরি ও চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ৮৪ দিনে ৬৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৮১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি চাকরি আইন-২০১৮, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস ইত্যাদি চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ই-জিপি, ই-নথি, ডায়নাসিম, ফিল্ডবাজ সফটওয়্যার, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি, অটোক্যাড ইত্যাদি কারিগরি প্রশিক্ষণ। এছাড়াও ৩৬তম ও ৩৭তম বিসিএস-এ যোগদানকৃত সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ-এ 'কারিগরি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স'ও আয়োজন করা হয়েছে। ২০২০-এর মার্চ মাস থেকে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকায় প্রশিক্ষণে সাময়িক বিরতি থাকলেও জুন ২০২০ থেকেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে এক নতুন যুগে পা দিয়েছে সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ২০২০-২১ অর্থবছরে পূর্বেকার প্রশিক্ষণসমূহের সাথে জিআইএস সফটওয়্যার, এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং ইত্যাদি নতুন কিছু প্রশিক্ষণ শুরু করা এবং সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ওয়েবসাইট নির্মাণসহ বেশ কিছু উদ্ভাবনী পরিকল্পনাও রয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৩.৬ অর্জন অর্থাৎ ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার হার অর্ধেক নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক National Road Safety Strategic Action Plan (2017-20) অনুযায়ী প্রকৌশলগত বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে 'সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরি নির্দেশিকা' প্রকাশ করা হয়েছে। এ সময়ে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের বিশ্রামহীনতা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার নিমসার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের জগদীশপুর, ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের পাঁচিলা ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাগুড়ার লক্ষ্মীকান্দর-এ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত ৪টি বিশ্রামাগার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানের পর পূর্ত কাজ শুরু হয়েছে এবং অপর ২টি প্যাকেজের শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২০৩ কিলোমিটার, জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ৭০ কিলোমিটার এবং বনানী-গাজীপুর মহাসড়কের ২৭ কিলোমিটার এর সমন্বয়ে মোট ৩০০.০০ কিলোমিটার অংশে রোড সেফটি অডিট সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সড়ক সংযোগকে নিরাপদ করার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন সড়ক বিভাগের আওতাধীন মোট ৯৪টি ইন্টারসেকশন ডিজাইন করা হয়েছে। এ সকল ইন্টারসেকশন দুর্ঘটনা হ্রাসে সহায়ক হবে।
- সড়কের স্থায়ীত্ব রক্ষার জন্য "সড়ক ও জনপথ অধিপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদনের পর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কাজ চলমান আছে।
- জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশ ও দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বুয়েট কর্তৃক চিহ্নিত ১০৮টি দুর্ঘটনা প্রবণ স্থান ও মারাত্বক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোরে প্রয়োজনীয় সাইন-সিগনাল, রোড মার্কিং স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়া, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ এর (১১১টি) আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অধিক সময় নেয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিশোধ করার পরও ভূমি হস্তান্তরে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হয়।
- সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা মহাসড়ক নেটওয়ার্কে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসরণ না করে সার্ভিস লাইন স্থাপন ও স্থানান্তর করে থাকে। ফলে ভবিষ্যত মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া, সার্ভিস লাইন স্থাপন ও স্থানান্তরের বিষয়টি সরকারের বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ যৌক্তিকভাবে দাবি না করায় প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া, যথাসময়ে দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা সত্বেও সংস্থা কর্তৃক ইউটিলিটি শিফটিং বিলম্ব করায় প্রকল্প বাস্তবায়নও বিলম্বিত হয়। তাই মহাসড়কের পার্শ্বে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক সার্ভিসলাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে সওজ-এর ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসরণ এবং যৌক্তিকভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হলে এ জটিলতা নিরসন সম্ভব হবে।
- সড়ক মহাসড়ক নির্মাণ এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে যানবাহনের এক্সেল এর নির্ধারিত ওজনসীমা অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এজন্য অতিরিক্ত ওজন নিয়ে যানবাহন চলাচলের কারণে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন দুর্ঘটনারও অন্যতম কারণ। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের নিমিত্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবহন খাত সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ এবং ব্যবসায়ী সমিতির আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৪৩টি ফেরিঘাটের বিবরণ

ক্রম.	প্রশাসনিক জেলা/সড়ক বিভাগের নাম	ফেরিঘাটের নাম	ফেরিঘাট পরিচালনা কারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা
						চালু	মেরামত যোগ্য	
১	বরিশাল	গোমা	বরিশাল	রাংগাবালি	দিনারেরপুল-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	১টি		বরিশাল জেলায় ৬টি ফেরিঘাট
২	বরিশাল	কাতাদিয়া	বরিশাল	রাঙামাটি	দিনারেরপুল-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	১টি		
৩	বরিশাল	নেহালগঞ্জ	বরিশাল	আড়িয়াল খাঁ	বৈরাগীরপুল-টুমচর-বাউফল জেলা মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটার	১টি		
৪	বরিশাল	বেলতলা	বরিশাল	কীর্তনখোলা	হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-বেলতলা (বরিশাল) জেলা মহাসড়কের ৪১তম কিলোমিটার	১টি		
৫	বরিশাল	মীরগঞ্জ	বরিশাল	সুগন্ধা	মীরগঞ্জ-রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা জেলা মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটার	২টি		
৬	বরিশাল	বানারীপাড়া	বরিশাল	সন্ধ্যা	বানারীপাড়া (ডাভুয়াট)-নাজিরপুর জেলা মহাসড়কের ২য় কিলোমিটার	১টি		
৭	ঝালকাঠি	ষাটপাকিয়া	ঝালকাঠি	সন্ধ্যা	ষাটপাকিয়া (ঝালকাঠি)-নলছিটি জেলা মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটার	১টি		ঝালকাঠি জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৮	পিরোজপুর	বেকুটিয়া	বরিশাল	কচা	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার	৪টি		পিরোজপুর জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
৯	পিরোজপুর	চরখালী	পিরোজপুর	কচা	বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার	২টি		
১০	পিরোজপুর	আমড়াঝুড়ি	পিরোজপুর	সন্ধ্যা	গরিয়ারপাড়-বানারীপাড়া-শর্শীনা-স্বরূপকাঠী-কাউখালী-নৈকাঠি জেলা মহাসড়কের ২২তম কিলোমিটার ২টি	২টি		
১১	পিরোজপুর	শোনাকুর	পিরোজপুর	সন্ধ্যা	কাউখালী জিসি কলেজ মোড়-চাঁদকাঠী জিসি সড়ক (এলজিইডি সড়ক)	১টি		
১২	পিরোজপুর	সরূপকাঠি	পিরোজপুর	সন্ধ্যা	পিরোজপুর-হুলারহাট-সিরামকাঠি	২টি		
১৩	পটুয়াখালী	লেবুখালী	পটুয়াখালী	পায়রা	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটার	৪টি		পটুয়াখালী জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
১৪	পটুয়াখালী	বগা	পটুয়াখালী	লোহালিয়া	লেবুখালী-বাউফল - গলাচিপা - আমড়াগাছিয়া জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	২টি		

ক্রম.	প্রশাসনিক জেলা/সড়ক বিভাগের নাম	ফেরিঘাটের নাম	ফেরিঘাট পরিচালনা কারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা
						চালু	মেরামত যোগ্য	
১৫	পটুয়াখালী	পায়রাকুঞ্জ	পটুয়াখালী	পায়রা	কচুয়া-বেতাগী-মির্জাগঞ্জ-পটুয়াখালী জেলা মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটার	২টি		
১৬	পটুয়াখালী	গলাচিপা	পটুয়াখালী	রামনাবাদ	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া জেলা মহাসড়কের ৭০তম কিলোমিটার	১টি	১টি	
১৭	পটুয়াখালী	নলুয়া-বাহেরচর	পটুয়াখালী	পায়রা	বরিশাল- লক্ষ্মীপাশা- দুমকি	-		
১৮	বরগুনা	আমতলী	বরগুনা	পায়রা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমিটার	২টি		বরগুনা জেলায় ২টি ফেরিঘাট
১৯	বরগুনা	বড়াইতলা	বরগুনা	বিষখালী	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার	১টি		
২০	খুলনা	জেলখানা	খুলনা	ভৈরব	রূপসা - শ্রীফতলা - তেরখাদা - সেনেরবাজার জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	২টি		খুলনা জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
২১	খুলনা	আড়ুয়া	খুলনা	আতাই	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা জেলা মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার	১টি		
২২	খুলনা	ঝপঝপিয়া	খুলনা	পানখালী	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার	১টি		
২৩	খুলনা	পোদ্দারগঞ্জ	খুলনা	ঢাকি	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট জেলা মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটার	১টি		
২৪	খুলনা	নগরঘাটা	খুলনা	ভৈরব	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	১টি		
২৫	বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট	পানগতি	সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়স্দা-সরণখোলা-বগি জেলা মহাসড়কের ১৭তম কিলোমিটার	৩টি		বাগেরহাট জেলায় ২টি ফেরিঘাট
২৬	বাগেরহাট	মংলা	বাগেরহাট	মংলা ক্যানেল	দৌলতদিয়া-মাগুরা-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	১টি		
২৭	নড়াইল	কালিয়া	নড়াইল	নবগঙ্গা	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার	১টি		নড়াইল জেলায় ১টি ফেরিঘাট
২৮	রাজবাড়ী	জৌকুড়া	রাজবাড়ী	পদ্মা	রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ৭৩তম কিলোমিটার	২টি		রাজবাড়ী জেলায় ১টি ফেরিঘাট
২৯	গোপালগঞ্জ	কালনা		মধুমতি	ভাটিয়াপাড়া-কালনা জাতীয় মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটার	২টি		গোপালগঞ্জ জেলায় ১টি ফেরিঘাট

ক্রম.	প্রশাসনিক জেলা/সড়ক বিভাগের নাম	ফেরিঘাটের নাম	ফেরিঘাট পরিচালনা কারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা
						চালু	মেরামত যোগ্য	
৩০	নারায়ণগঞ্জ	রসুলপুর	নারায়ণগঞ্জ	মেঘনা	ভবেরচর-গজারিয়া জেলা মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটার	১টি		নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৩টি ফেরিঘাট
৩১	নারায়ণগঞ্জ	বিষনন্দী	নারায়ণগঞ্জ	মেঘনা	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ২০তম কিলোমিটার	২টি		
৩২	নারায়ণগঞ্জ	হাজীগঞ্জ-নবীগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	সিমরাইল ইপিজেড- নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটার	৪টি		
৩৩	ঢাকা	বক্তাবলী	ঢাকা	ধলেশ্বরী	শাসনগাঁও-পূর্ব গোপালনগর-রাজাপুর-বক্তাবলী-তালতলা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	২টি		ঢাকা জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৩৪	নরসিংদী	পান্থশালা	নরসিংদী	মেঘনা	জঙ্গাশিবপুর-রায়পুরা জেলা মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটার	১টি		নরসিংদী জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৩৫	সুনামগঞ্জ	ছাতক	সুনামগঞ্জ	সুরমা	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দুয়ারবাজার জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	২টি		সুনামগঞ্জ জেলায় ২টি ফেরিঘাট
৩৬	সুনামগঞ্জ	রানীগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	কুশিয়ারা	আউশকান্দি-রানীগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর মহাসড়ক	৩টি		
৩৭	রাঙ্গামাটি	চন্দ্রঘোনা	রাঙ্গামাটি	কর্ণফুলি	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বাঙালহালিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটার	৩টি		রাঙ্গামাটি জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৩৮	কিশোরগঞ্জ	বালিখলা	কিশোরগঞ্জ	ধনু	কিশোরগঞ্জ-মিঠামইন জেলা মহাসড়ক	১টি		কিশোরগঞ্জ জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
৩৯	কিশোরগঞ্জ	বড়ইবাড়ি	কিশোরগঞ্জ	ধনু	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	২টি		
৪০	কিশোরগঞ্জ	শান্তিপুর	কিশোরগঞ্জ	বাউলাই	কিশোরগঞ্জ-মিঠামইন জেলা মহাসড়ক	৩টি		
৪১	কিশোরগঞ্জ	বলধা	কিশোরগঞ্জ	ধনু	ইটনা-বড়ইবাড়ি-চামড়াঘাট	১টি		
৪২	কিশোরগঞ্জ	চামড়াঘাট	কিশোরগঞ্জ	ধনু	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	১টি		
৪৩	নেত্রকোনা	ধেউদকন	নেত্রকোনা	কাংশা	নেত্রকোনা- বিরিশিরি	১টি		নেত্রকোনা জেলায় ১টি ফেরিঘাট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

তারিখ	মহাসড়ক/সেতুর নাম	মহাসড়ক/সেতু
১৬ অক্টোবর ২০১৯	ভোমরা স্থল বন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ	মহাসড়ক
	ঢাকা সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ	ফ্লাইওভার
	ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ (পটিয়া বাইপাস সড়ক)	মহাসড়ক
	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়) (সমাপ্তকৃত ১৩টি সেতু)	সেতু
	ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক সড়কের ৭২তম কিলোমিটারে বানার নদীর ওপর ২৮২.৫৫৮ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ	সেতু
১২ মার্চ ২০২০	ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	মহাসড়ক
	ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২৫টি সেতু নির্মাণ	সেতু
	তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু (শাহ আমানত সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬-লেন বিশিষ্ট এপ্রোচ মহাসড়ক নির্মাণ	মহাসড়ক/সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতুসমূহের তালিকা

ক্রম	সেতুর নাম	জেলা	সড়কের নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য(মিটার)
০১	জি.কে	কুষ্টিয়া	ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী ফেরি-দাসুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
০২	বালিয়াপাড়া	কুষ্টিয়া	ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী ফেরি-দাসুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
০৩	বিত্তিপাড়া	কুষ্টিয়া	ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী ফেরি-দাসুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
০৪	বরদা	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী ফেরি-দাসুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক	১০০.০০
০৫	ধোপাঘাটা	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ (বাসস্ট্যান্ড)-হামদহ জাতীয় মহাসড়ক	১৫০.০০
০৬	বুড়ি ভৈরব	যশোর	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	৪০.০০
০৭	ঘোড়াখালি	নড়াইল	মাগুরা-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪০.০০
০৮	বেলাই	বাগেরহাট	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	৬০.০০
০৯	গোনা	বাগেরহাট	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
১০	সৌদেরখাল	বরিশাল	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
১১	গয়নাঘাটা	বরিশাল	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক	২৫.০০
১২	আশোকাঠী	বরিশাল	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
১৩	রহমতপুর	বরিশাল	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
১৪	রায়েরহাট	বরিশাল	গড়িয়ারপাড়-বানারীপাড়া-স্বরূপকাঠি-কাউখালী-নৈকাটি জেলা মহাসড়ক	৪০.০০
১৫	বোয়ালিয়া বাজার	বরিশাল	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক	৪৮.০০
১৬	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
১৭	তাফালবাড়ি খাল	ঝালকাঠি	রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়ক	৩০.০০
১৮	বটতলা	পিরোজপুর	চরখালি-তুষখালি-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়ক	২৫.০০
১৯	ধুলদিবাজার	ফরিদপুর	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	৩০.০০
২০	করিমপুর	ফরিদপুর	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	৬০.০০
২১	ব্রাহ্মণকান্দা	ফরিদপুর	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	৫৫.০০
২২	সেনখালি	ফরিদপুর	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	২৫.০০
২৩	পরিক্ষীতপুর	ফরিদপুর	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	২৫.০০
২৪	বারাশিয়া	ফরিদপুর	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	৭৮.০০
২৫	আমগ্রাম	মাদারীপুর	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-মাওয়া-ভাঙ্গা- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক	৪০.০০

মাননীয় প্রানমন্ত্রীর ৬০টি প্রতিশ্রুতি

পরিশিষ্ট-ঘ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	নেত্রকোণা ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পুনর্নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
২	মদন-নেত্রকোণা রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
৩	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার উচিতপুর হতে গোবিন্দশ্রী পর্যন্ত সাবমারসিবল মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
৪	নেত্রকোণা দূর্গাপুর উপজেলার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি হয়ে বিজয়পুর স্থলবন্দর পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৫	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার বালাই নদীতে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৬	ঢাকা বাইপাস ২-লেনের মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৭	টঙ্গী-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়িত
৮	গাজীপুরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে	বাস্তবায়িত
৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দু'টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে	বাস্তবায়িত
১০	লক্ষ্মীপুর-শরীয়তপুর মহাসড়ক নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়িত
১১	পটুয়াখালী-আমতলী-কুয়াকাটা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
১২	পায়রা নদীর লেবুখালী ও বিষখালীর আমুয়া ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট কমানোর লক্ষ্যে প্রধান রেলক্রসিং-এ একটি ওভারব্রীজ/ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৪	আশুগঞ্জ-নবীনগর মহাসড়ক পাঁকাকরণ	বাস্তবায়নাধীন
১৫	বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৬	গৌরীপুর-হোমনা সড়কে জিয়ারকান্দিতে গৌরীপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৭	গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক সড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ	বাস্তবায়িত
১৮	নেত্রকোনা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট হয়ে সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়িত
১৯	সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২০	সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	
	ক) "সুনামগঞ্জ- পাগলা- জগন্নাথপুর- রাণীগঞ্জ- আউসকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু সহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ"	বাস্তবায়নাধীন
	খ) "পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়ক" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তবায়িত

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
২১	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	
	ক) মদনপুর-দিরাই অংশ	বাস্তবায়িত
	খ) দিরাই - শাল্লা অংশ	আংশিক বাস্তবায়িত
	গ) শাল্লা-জলসুখা	বাস্তবায়নাধীন
	ঘ) বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ	বাস্তবায়িত
	ঙ) বানিয়াচং-হবিগঞ্জ	
২২	সীতাকুন্ড থেকে মহুরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের উপর বিকল্প সড়ক নির্মাণ	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
২৩	ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই বাজারে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়ন না করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত
২৪	যানজট নিরসনে মনিরামপুর শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত
২৫	নওয়াপাড়া শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ	
২৬	বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২৭	রূপসা-তেরখাদা সড়কটি আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়িত
২৮	খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
২৯	নারায়ণগঞ্জ সদর বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩০	মদনগঞ্জ-মদনপুর এবং সৈয়দপুর-পঞ্চবটি সড়ককে ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট মহাসড়কে উন্নীতকরণ	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
৩১	লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৩২	নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দূর্গাপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ	
	ক) নালিতাবাড়ি-হালুয়াঘাট অংশ	বাস্তবায়িত
	খ) হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া মহাসড়ক	
	গ) ধোবাউড়া-দূর্গাপুর মহাসড়কাংশ	
৩৩	টাংগাব ডাকবাংলা এবং গাজীপুরের টোক ইউনিয়নের মাঝে বানার নদীর ওপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
৩৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী চেকপোস্ট মহাসড়কের ৬ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
	খ) কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	
৩৫	পত্নীতলা-সাপাহার-পোরশা-রহনপুর সড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
৩৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-আমনুরা-পার্বতীপুর আড্ডা-সাপাহার রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-আমনুরা মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
	খ) গোদাগাড়ী-আমনুরা-নাচোল-পার্বতীপুর -আড্ডা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	
৩৭	মংলা নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন
৩৮	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ এবং সড়কের ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর (ঝপঝপিয়া ও চুনকরি নদীর) ওপর ব্রিজ নির্মাণ	
	ক) খুলনা-(গল্লামারী)-বটিঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
	খ) ঝপঝপিয়া নদীর উপর সেতু ও চুনকুড়ী নদীর ওপর পোদ্দারগঞ্জ (ঢাকী) সেতু নির্মাণ	ইআরডিতে প্রক্রিয়াধীন
৩৯	হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করা	বাস্তবায়নাধীন
৪০	জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি পর্যন্ত সড়ক দুই লেনে উন্নীতকরণ এবং হিলি স্থল বন্দর হতে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত মেরামত	
	ক) জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি পর্যন্ত মহাসড়ক ২-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
	খ) হিলি স্থল বন্দর হতে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত মেরামতকরণ	বাস্তবায়িত
৪১	চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার দেলোয়ার খাঁ-গুপ্তছড়া মহাসড়ক (কুমিরা- সন্দীপ মহাসড়ক) এবং দেলোয়ার খাঁ মহাসড়ক উত্তর-দক্ষিণে মেরামত করা (সারিকাইত-সন্তোষপুর-দেলোয়ার খাঁ মহাসড়ক)	
	ক) দেলোয়ার খাঁ-গুপ্তছড়া মহাসড়ক মেরামত করা	বাস্তবায়িত
	খ) সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক উন্নয়ন	বাস্তবায়নাধীন
৪২	বাউফল উপজেলার বগা নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু নির্মাণ (লেবুখালী ব্রিজ)	বাস্তবায়নাধীন
৪৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর ওপর শহীদ শেখ কামাল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় হাজীপুর নদীর ওপর শহীদ শেখ জামাল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় মহীপুর-আলীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
৪৭	ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	
	ক) ঢাকা- নবীনগর মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক	
	গ) জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক	বাস্তবায়নাধীন
৪৮	হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কে বলভদ্র নদীর ওপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৯	হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি-পাগলা-জগন্নাথপুর সড়ক দ্রুত বাস্তবায়ন	
	ক) শায়েস্তাগঞ্জ- হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ- আউশকান্দি) মহাসড়ক	
৫০	পটুয়াখালী জেলার দুমকী ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পান্ডব পায়রা নদীতে নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৫১	দুধকুমর নদীর উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৫২	কুড়িগ্রাম-তিস্তা মহাসড়ক উন্নয়ন করা	বাস্তবায়িত
৫৩	বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ	
	ক) বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য "শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংযোগ সড়ক" শীর্ষক প্রকল্পের	বাস্তবায়িত
	খ) বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য ১.৮৫ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প	বাস্তবায়নাধীন
৫৪	ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য রাস্তাঘাট উন্নয়ন	
	ক) বগুড়া-নাটোর জাতীয় মহাসড়কের ২০ কিলোমিটার অংশে ওভারলে কাজ	বাস্তবায়িত
	খ) "বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কের ৩টি বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন (২টি সেতু ও ১টি কালভার্ট) এবং ১টি ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি সেতু পুনর্নির্মাণ"	
	গ) নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৫৫	পিরোজপুর- রাজাপুর- ঝালকাঠি-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়ক এর বেকুটিয়া নামক স্থানে কচা নদীর ওপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৫৬	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় হতে উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকামরুল পর্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য লেন রেখে ১৯ কিলোমিটার রাস্তা ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৫৭	চট্টগ্রাম শাহ-আমানত বিমান বন্দর থেকে শাহ-আমানত সেতু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকূলবর্তী অঞ্চল দিয়ে মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
৫৮	নেত্রকোণা পৌরসভাস্থ মগড়া নদীর ওপর নির্মিত মোক্তারপাড়া ব্রীজ পুনর্নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৫৯	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতায় বগুড়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীনে	
	(ক) বগুড়া- সারিয়াকান্দি রাস্তা সম্প্রসারণ এবং (খ) সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর ভাংগা ব্রীজ নতুন ভাবে নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৬০	ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ-রানীশংকৈল-হরিপুর পাকা রাস্তা প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

একটি আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে ১৯টি সার্কেল অফিস সমন্বয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেবার পরিসর বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে ২০০৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে সার্কেল অফিস বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ৫৭টি জেলা ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস চালু রয়েছে। ৫৭টি জেলা সার্কেলের মধ্যে ৭টি সংযুক্ত সার্কেল (২টি জেলা নিয়ে) রয়েছে। উক্ত ৭টি সংযুক্ত সার্কেলকে বিভক্ত করে মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলায় নতুন সার্কেল অফিস এবং ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান ৩টি মেট্রো সার্কেল অফিসের অতিরিক্ত আরো ২টি নতুন অফিস সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নবসৃষ্ট ময়মনসিংহ বিভাগে বিআরটিএ, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

রূপকল্প

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

অভিলক্ষ্য

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

হলোগ্রামযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর পরিবর্তে ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়। এটি যুগোপযোগী করে অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সে গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্সসহ বিভিন্ন ধরণের নিরাপত্তা ফিচার থাকায় ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১,০৯,৯৭৩টি পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ

সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের প্রবণতা হ্রাস, দিনে ও রাতে সমানভাবে দৃশ্যমান হওয়াসহ মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনয়নের উদ্দেশ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৪৬৬,৪০২ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে এবং ৪১০,৩৫৮ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে ১১টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ঢাকা শহরে চলমান মোটরযানের গতিবিধি জানা সম্ভব হচ্ছে।

আরএফআইটি ট্যাগ

রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট

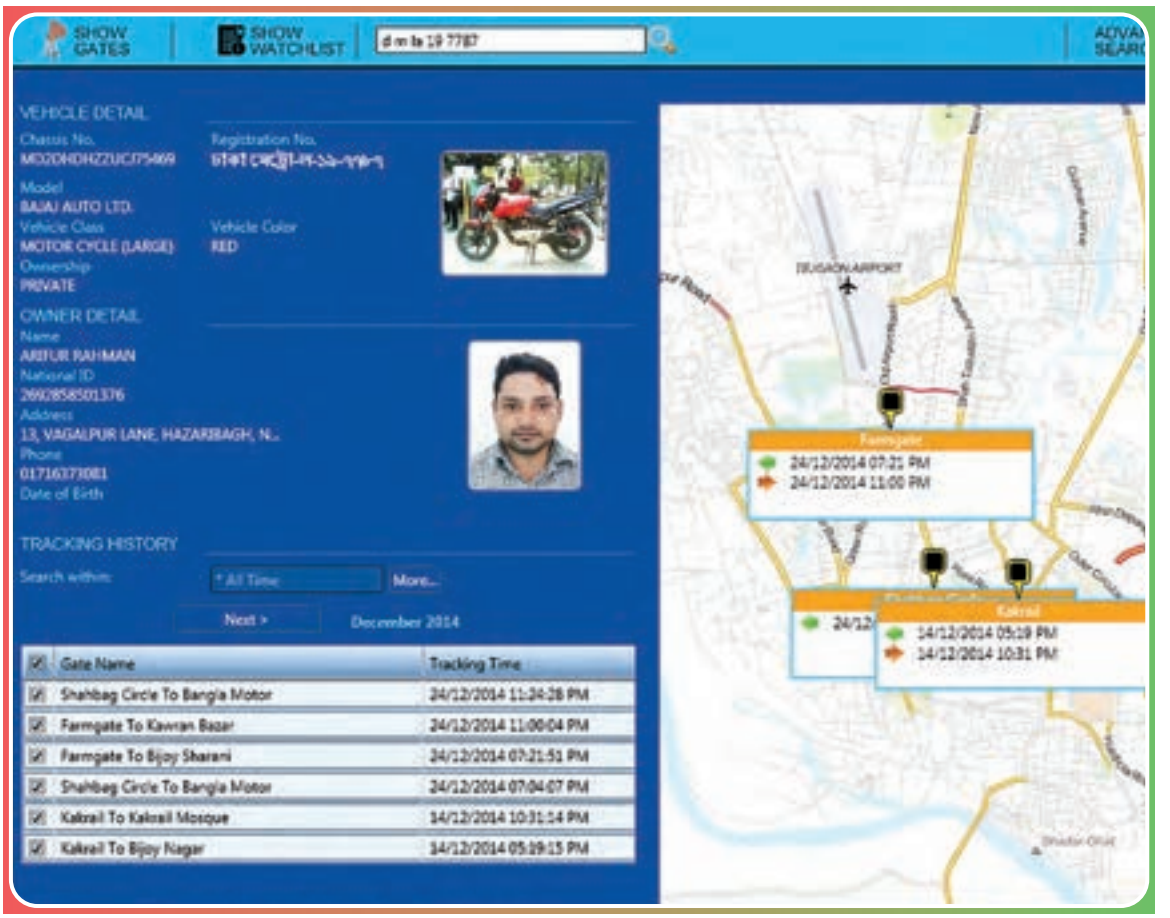

আরএফআইডি স্টেশনের মাধ্যমে মোটরযানের গতিবিধি মনিটর

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

মোটরযানের পেপারবুক রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্ত ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ এবং জুন ২০১৪ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৮৮,৬০০টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য বায়োমেট্রিক্স প্রদান এবং সার্টিফিকেট তৈরী হলে তা সংগ্রহের জন্য এসএমএস-এর মাধ্যমে গ্রাহকগণকে অবহিত করা হয়।

ডিজিটাল নিবন্ধন সনদ

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

সরকার নির্দেশিত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পদক্ষেপ হিসেবে ১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৮টি ব্যাংক-এর ৩০০টির অধিক শাখা/বুথের মাধ্যমে এ সার্ভিস চালু রয়েছে। এছাড়া, অন-লাইনে (https://ipaybrta.brta.gov.bd) ডেবিট ও ক্রেডিটকার্ড, ডাচ-বাংলা ও ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট যথাক্রমে 'রকেট' ও 'বিকাশ' এর মাধ্যমে কর ও ফি পরিশোধ করা যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৬৮০.৩১ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের একটি মোটরযানের বিপরীতে সড়ক কর (ট্যাক্স টোকেন) মওকুফ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে মোটরযানজনিত অগ্রিম আয়কর ও একটি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফি মওকুফ করা হয়েছে।

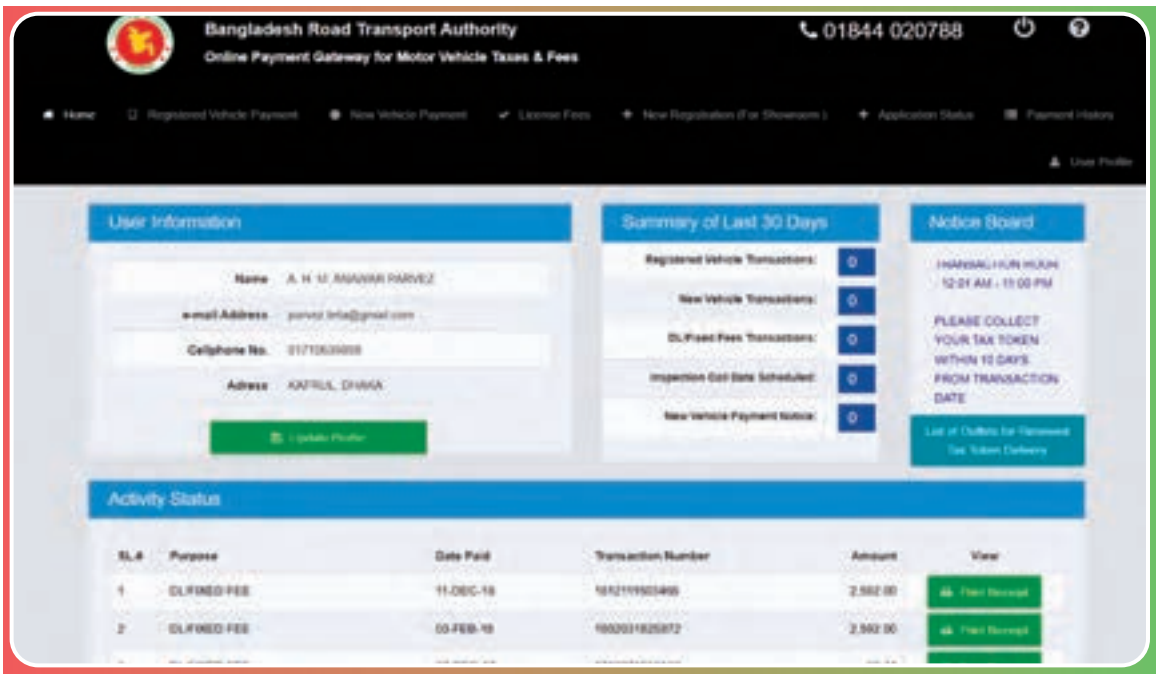

অনলাইনে মোটরযানের কর ও ফি প্রদান

বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন

কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা Korean International Cooperation Agency (KOICA)-এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায়, স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে।

মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ও মোটরযান ফিটনেস

সরকারের গৃহীত ডিজিটাল কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অটোমেটিক পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ঢাকার মিরপুরে দুই-লেন বিশিষ্ট Vehicle Inspection Center (VIC) চালু করা হয়েছে। উক্ত ভিআইসি'র পাশাপাশি আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে আরও ১২ লেন-বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। সম্প্রতি নিবন্ধিত মোটরযানের ফিটনেস সনদ বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে নবায়নের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে প্রথমবার তৈরীর সাল হতে ৫ বছর এবং পরবর্তীতে ২ বছর অন্তর ফিটনেস নবায়নের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা মেট্রো-১ ও মিরপুর সার্কেলে মোট ৪৩,১৩৫টি মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষা করা হয়েছে। ভিআইসি'র মাধ্যম পরীক্ষা করে হয়েছে ১১,৩৪৫টি যার মধ্যে ৮১৫টি মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষায় অনুপযুক্ত হওয়ায় ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়নি।

অটোমেটিক পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষা

Grievance Redress System

কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরটি-এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ৪টি সার্কেল অফিস ও চট্টগ্রামের ৩টি সার্কেল অফিসে হেল্পডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স রয়েছে। বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে Queries and Complaints Link এবং বিআরটিএ'র প্রধান কার্যালয় ও সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ চালু রাখা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে ও খতিয়ে দেখে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিআরএস-এর আওতায় বিআরটিএ-তে ২৩টি এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ৫২টিসহ মোট ৭৫টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৭৫টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) প্রবর্তন

জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত সেবা পৌঁছানে এবং সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে 'বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল' (www.bsp.brta.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান, স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ও মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন অনলাইনে দাখিল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে বিএসপি'র মাধ্যমে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট-এর আবেদন দাখিল ও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় সনদ প্রদান করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭৯,৭২৮ জন এবং দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১,৭৩,০৬৭টি। পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র সকল সেবা এ পোর্টালের আওতায় আনা হবে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, সিএনজি অটোরিক্সা যে কোনো দূরত্বে চলাচলে অপারগতা প্রকাশ, মিটারে না যাওয়া, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস, পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যাত্রীসাধারণের হয়রানী রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১০,৭৮১টি মামলায় ২,৯৪,৪৯,৪৪০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৭২টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১১১ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিএ-তে মোট ১৩ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্মরত রয়েছেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

নিরাপদ সড়ক

সড়কে সুশৃঙ্খলভাবে যানবহান চলাচল ও দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০ প্রণয়ন করে জেলা, উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটিসহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পেশাজীবী গাড়ি চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৪,৫২৯ জন পেশাজীবী গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে সকল জেলা শহরে গাড়ি চালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের নিয়ে সড়ক নিরাপত্তামূলক ৭০টি সেমিনার/ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয় এবং এতে ২২,২৫০ জন অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, বিআরটিএ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮,৫৭,৫৪৯টি লিফলেট এবং ৪,২২,৮৯৮টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তায় গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ'র উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ২২ অক্টোবর 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯ এর শোভাযাত্রায় সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন

অভিজ্ঞ ও দক্ষ গাড়িচালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৩৯টি ড্রাইভিং স্কুলকে এবং ১৯৪ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন এবং ১১ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

রাইড শেয়ারিং

দেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন হালকা মোটরযানের যেমন-মোটরসাইকেল, মোটরকার, জিপ, মাইক্রোবাস ইত্যাদি সাধারণত একজন ব্যক্তি বা একক পরিবার ব্যবহার করে থাকে। রাইডশেয়ারিং সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মোটরযান ব্যক্তি মালিক কর্তৃক ব্যবহারের পর অবশিষ্ট সময়ে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী বহনের সুযোগ পাওয়ায় একদিকে সড়কে মোটরযানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে অন্যদিকে যানজট হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাইডশেয়ারিং সার্ভিস এমন একটি পরিবহন সেবা ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত মোটরযানের মালিক নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেটভিত্তিক অনলাইন এপ্লিকেশন ব্যবহার করে ব্যক্তিগত মোটরযানকে ভাড়ায় পরিচালনা করে থাকেন। এ প্রেক্ষাপটে, ব্যক্তিগত মোটরযানের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস এবং যাত্রীসেবা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে "রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭" প্রণয়ন করে সরকার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করে। রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ গত ৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আওতায় বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্ত আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনলাইন-এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৭টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন দাখিল করে। তন্মধ্যে ১২ (বার) টি যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। মোটরযান মালিক কর্তৃক রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘরে বসেই অনলাইনে প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান, আবেদন দাখিল ও সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২,৮৮৯ (দুই হাজার আটশত উননব্বই) টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জনবল

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-তে ২০০৬ সালে জনবলের সংখ্যা ছিল ৫৭৩। ২০০৯ সন থেকে পর্যায়ক্রমে নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিআরটিএ'র বর্তমান মোট জনবল ৮২৩। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ২৩১৫ জনবলের প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক পেশাজীবী মোটরযান চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবিক গুণসম্পন্ন মোটরযান চালক তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ও প্রত্যেক পেশাদার মোটরযান চালককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ'র নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৮২ জন পেশাজীবী মোটরযান চালককে দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সারাদেশে ৭৪,৫২৯ জন পেশাদার গাড়ীচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মান সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার জন্য সারাদেশে নির্দিষ্ট মডিউলের আওতায় উপযুক্ত প্রশিক্ষক দ্বারা এ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চাঁদপুর সার্কেল অফিস কর্তৃক আয়োজিত পেশাজীবী গাড়িচালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চ্যালেঞ্জ

- কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে মোটরযান ড্রাইভিং লাইসেন্সের কম্পিটেন্সি পরীক্ষা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে সেবা গ্রহণ পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাগণের সচেতন না হওয়া
- ই-গর্ভানেন্স পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করে বিআরটিএ-কে পেপারলেস সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেমে সকল প্রকার ফিজিক্যাল ইন্টারফেস ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিআরটিএ অফিস-কাম মোটর ড্রাইভিং টেস্টিং, ট্রেনিং এন্ড মাল্টিপারপাস সেন্টার (BMDTTMC) স্থাপন

বিআরটিএ'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৪ জেলায় বিআরটিএ অফিস-কাম মোটর ড্রাইভিং টেস্টিং, ট্রেনিং এন্ড মাল্টিপারপাস সেন্টার (BMDTTMC) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙামাটি, সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জ এই ১৭টি জেলায় প্রথম পর্যায়ে BMDTTMC স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় BMDTTMC স্থাপনের জন্য সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও রাঙ্গামাটি জেলাসমূহে BMDTTMC স্থাপনের নিমিত্ত সমন্বিতভাবে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি জেলায় BMDTTMC স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি নির্বাচন, প্রশাসনিক অনুমোদন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৪৭টি জেলায় ভিআইসিসহ BMDTTMC স্থাপন করা হবে। বর্ণিত মালটিপারপাস সেন্টারসমূহ স্থাপন করা সম্ভব হলে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসসমূহের নিজস্ব অফিস ভবনসহ নতুন মোটরযান চালক ও পেশাদার মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিতে ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণ এবং মোটরযানের স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিটনেস পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হবে।

ড্রাইভিং পরীক্ষা অটোমেশন

সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে দক্ষ চালকের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বিআরটিএ কর্তৃক চালকের যে ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তা যথার্থ মান সম্পন্ন নয়। মৌখিক পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষায় অটোমেশন/ডিজিটালাইজেশন করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে কেবল একটি সার্কেল অফিসে অপেশাদার চালকদের লিখিত পরীক্ষা পাইলট ভিত্তিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হচ্ছে। ড্রাইভিং পরীক্ষা অটোমেশনের আওতায় একটি সেন্ট্রালাইজড ও ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ারের সাহায্যে সকল সার্কেল অফিসে লিখিত ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এতদ্ব্যতীত ফিল্ড ও রোড টেস্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা অধিগ্রহণ করত একই ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর সাহায্যে ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এভাবে ড্রাইভিং পরীক্ষার প্রতিটি ধাপে অটোমেশন করা হলে পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনয়নসহ সহজে ও নির্ভূলভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

ঢাকা মহানগরীর গণপরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২-১৯৯৩ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এর উদ্যোগে United Nations Development Programme (UNDP) এর সহযোগিতায় Dhaka Integrated Transport Study (DITS) সম্পন্ন করা হয়। DITS-এর সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরীতে ট্রাফিক ব্যবস্থা ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপদ সমন্বিত যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনে গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন বোর্ড (GDTPCB) গঠন করা হয়।

GDTPCB-কে বিলুপ্ত করে 'ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড আইন-২০০১' (২০০১ সনের ১৯নং আইন) আইনের আওতায় ০২ জুলাই ২০০১ তারিখে 'ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি)' গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি উন্নতির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বৃহত্তর ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২-এর আওতায় 'ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন প্রায় ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবহন অবকাঠামোর সমীক্ষা প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা ডিটিসিএ'র কর্মপরিধিভুক্ত।

রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার পরিকল্পিত, সমন্বিত এবং আধুনিক ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

অভিলক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে (জিওবি) ৩টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ২টি। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ৯২০.০০ লক্ষ টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ১.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট বরাদ্দ ৯২১ লক্ষ টাকা। এ অর্থবছরে মোট ৮৬৬.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৪.১৩ শতাংশ।

পরিচালনা পরিষদ

ডিটিসিএ'র অধিভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে, যার সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে পরিচালনা পরিষদের ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিম্নবর্ণিত উল্লেখ্যযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

- ফুলবাড়ীয়াস্থ (নিমতলী বস্তি) আনন্দবাজার-এর জায়গা সিটিবাস টার্মিনালের জন্য রাজউক হতে পূর্বাচলে বাসটার্মিনাল নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান ত্বরান্বিত করতে হবে
- রাজউক ৭.১৩ একর (২.৮৯ হেক্টর) জমির মূল্য নির্ধারণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ বরাবর প্রেরণ করবে
- ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (DITMP) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ফুলবাড়ীয়া ও পল্টন ইন্টারসেকশনে এনএমটি চলাচল ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার জন্য ডিএমপি/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থা নিবে
- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি Comprehensive Transport Plan প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ডিটিসিএ Feasibility Study গ্রহণ করবে
- ইনার রিং রোডের ইস্টার্ন বাইপাস অংশে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে সমন্বয় করে এলিভেটেড সড়কের সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্যোগ বিবিএ গ্রহণ করবে
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অপর অংশে (ইনার রিং রোডের ওয়েষ্টার্ন অংশ) তাদের প্রস্তাবিত At-grade কার্যক্রমে মিডিয়ান বরাবর Elevated Expressway-র সংস্থান রেখে ইনার রিং রোড দ্রুত বাস্তবায়ন করবে। ভবিষ্যতে At-grade এর Capacity শেষ হলে Elevated Expressway নির্মাণ এর ব্যবস্থা নিতে হবে
- আরএসটিপি-তে বর্ণিত মিডল রিং রোড-এর বরাবর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিবিএ প্রস্তাবিত পূর্ব-পশ্চিম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করতে পারে। এ ব্যাপারে অগ্রগতি ডিটিসিএ-কে অবহিত রাখতে হবে।

- হেমায়েতপুর-কালাকান্দি ও শীতলক্ষ্যার এলাইনমেন্ট বরাবর সওজ প্রস্তাবিত At-Grade সড়কের সমীক্ষা করার অনুমোদন দেয়া হয়
- এয়ারপোর্ট সড়কে নৌ-বাহিনী হেড কোয়ার্টারের বিপরীতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে সিটি ফরেস্ট নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত স্থানে নতুন কোনো স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি দেয়া যাবে না।

ডিটিসিএ'র পরিচালনা পরিষদের ১৩তম সভায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন

মেট্রোরেল লাইন-১ এর সমীক্ষা

বিমানবন্দর-খিলক্ষেত-কুড়িল-বারিধারা-বাড্ডা-রামপুরা-মালিবাগ-মৌচাক-রাজারবাগ-কমলাপুর (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৮.৮০ কিলোমিটার) এবং কুড়িল-পূর্বাচল-কাঞ্চন সেতুর পশ্চিম পার্শ্ব (এলিভেটেড ১১.৮০ কিলোমিটার) পর্যন্ত মোট ৩০.৬০ কিলোমিটার MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ ডিটিসিএ কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে যা ডিএমটিসিএল বাস্তবায়ন করছে। সমীক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৪৬.৩৮ কোটি টাকা। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল।

ঢাকা এমআরটি লাইন ১-এর রুট এলাইনমেন্ট

মেট্রোরেল লাইন-৫ এর সমীক্ষা

হেমায়েতপুর-আমিনবাজার-গাবতলী-মিরপুর টেকনিক্যাল-মিরপুর-১-মিরপুর-১০-কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান-২ (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৫০ কিলোমিটার)-নতুন বাজার-ভাটারা (এলিভেটেড ৬.৫০ কিলোমিটার) মোট ২০.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5 (উত্তরাংশ) নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ ডিটিসিএ কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এটি হবে বাংলাদেশের ২য় পাতালরেল। বর্তমানে ডিএমটিসিএল কর্তৃক প্রকল্পের ডিজাইনের কাজ চলমান আছে।

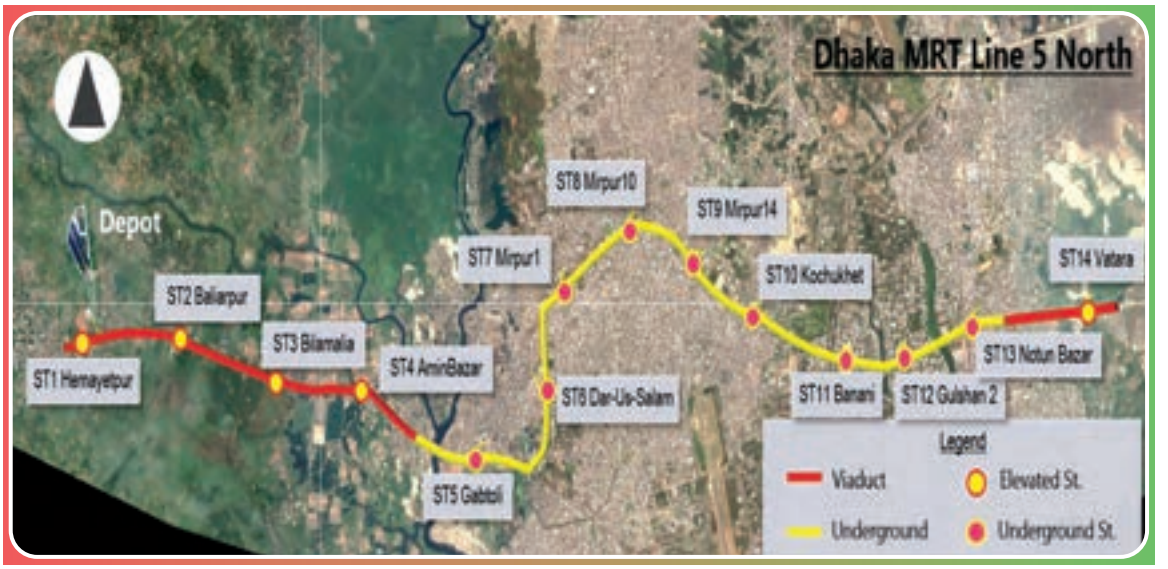

ঢাকা এমআরটি লাইন ৫(উত্তরাংশ)-এর রুট এলাইনমেন্ট

ঢাকা ইনটিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-র আওতায় JICA'র সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অধীনে ঢাকা শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টারসেকশন (গুলিস্তান, পল্টন, মহাখালী ও গুলশান-১) আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজ এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজ চলমান রয়েছে। ইন্টারসেকশন ৪টি তে Intelligent Transportation System (ITS) বসানো হবে যাতে Ultrasonic Vehicle Detector ও Image Processor-এর সাহায্যে ইন্টারসেকশন থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত যানবাহনের সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে এবং যানবাহনের সংখ্যারভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিগনাল ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এর ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা সহজ হবে। সেই সাথে নিরাপদ পথচারী পারাপারও সহজতর হবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২০৮.৪৮ লক্ষ (জিওবি ৩৩২১.৭৩ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ১৮৮৬.৭৫ লক্ষ) টাকা। বর্তমানে উক্ত ৪টি ইন্টারসেকশনের আর্থিক ব্যয় ৮৪.৬০ শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৩.৮৩ শতাংশ।

রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীতে দুর্ঘটনা রোধকল্পে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত Road safety Management and Capacity Building প্রকল্পের আওতায় BUET এর Accident Research Institute (ARI)-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০০ কিলোমিটার সড়কের Road safety Audit, স্কুল জোনিং, আরবান রোড সেফটি ম্যানুয়্যাল, শিশুদের জন্য রোড সেফটি বুকলেট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হবে।

বিআরটি-৭ লাইনের যাচাই প্রকল্প

BRT Line-7 সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিআরটি করিডোর [চাষাড়া - সাইনবোর্ড - ডেমরা - বনশ্রী - মাদানী এভিনিউ - আফতাবনগর - পূর্বাচল - মীরেরবাজার - পূবাইল-রাজেন্দ্রপুর - কাপাসিয়া (গাজীপুর)-এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিক নকশা, ইআইএ, এসএইএ, টিআইএ, ল্যান্ড এ্যাকুউজিশন, কষ্ট এস্টিমেট-এর খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

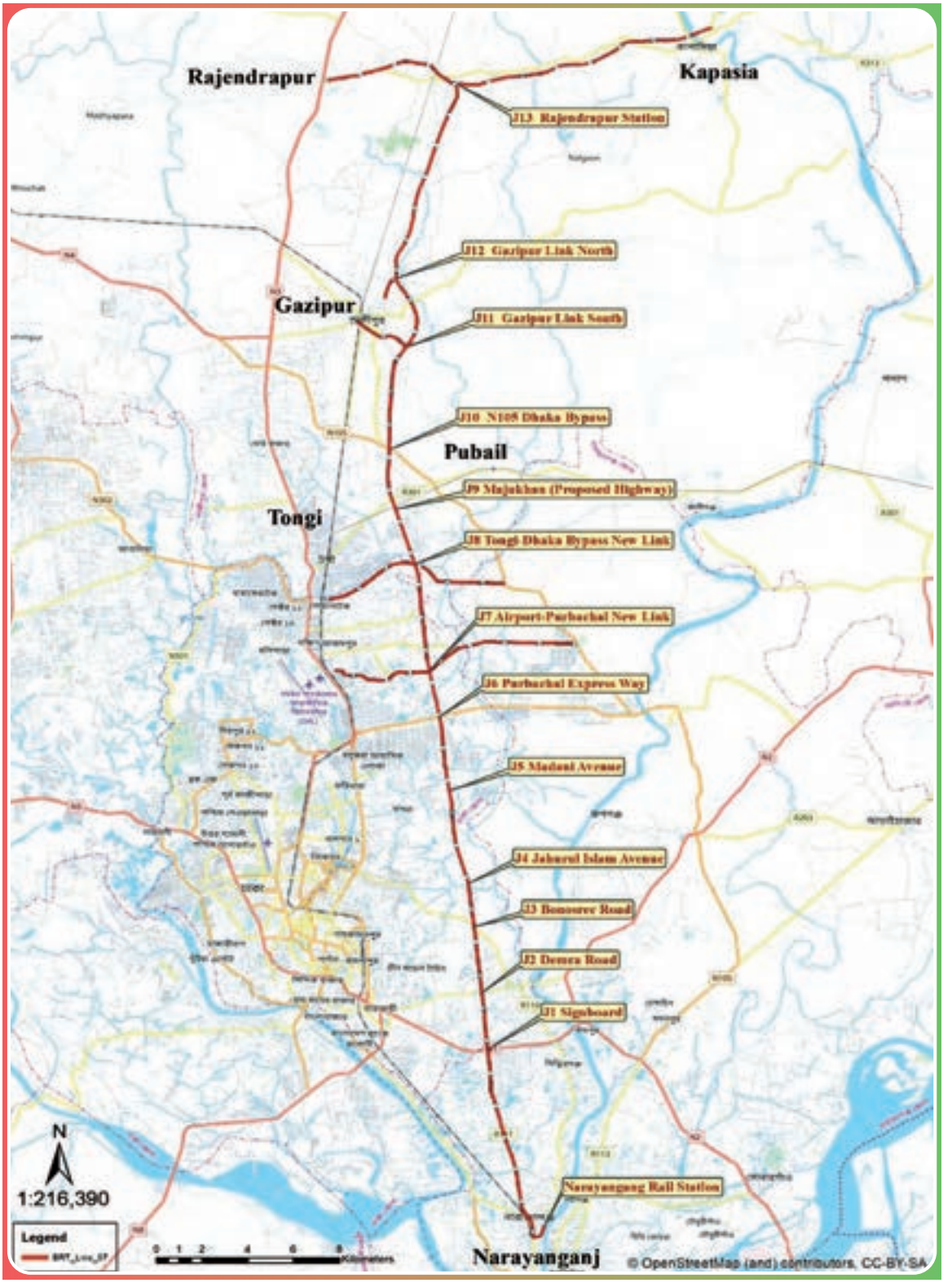

BRT Line-7 এর রুট এলাইনমেন্ট

২০১৯-২০ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম

ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন

ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ডিটিসিএ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ০৯টি বহুতল ভবনের এবং ০৫টি হাউজিং প্রকল্পের অনাপত্তি/অনুমোদন প্রদান করেছে।

গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন

একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রণীত Strategic Transport Plan (STP) হালনাগাদ করে সংশোধিত STP প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশোধিত STP-তে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইন, এবং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT করিডোর - 3 & 7], তিনস্তর বিশিষ্ট রিং রোড (ইনার, মিডল ও আউটার), ৮টি রেডিয়াল সড়ক, ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে এবং ২১টি ট্রান্সপোর্টেশান হাব নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস পরিবহন সেক্টর পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সংশোধিত STP-এর আলোকে ইতোমধ্যে MRT Line-1, MRT Line-5 ও বিআরটি লাইন-৩ এর সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে এবং বিআরটি লাইন-৭ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। বাস সেক্টর পুনর্গঠনের লক্ষ্যে Bus Network Management Company গঠন এবং পাইলট করিডোরে (কুড়িল-সায়েদাবাদ) বাস ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ডিটিসিএ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সামগ্রিকভাবে ডিটিসিএ ঢাকা গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বাস রুট রেশনালাইজেশন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাস রুট ফ্রাঞ্চাইজ পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ডিটিসিএ'র সাচিবিক সহায়তায় গঠিত কমিটি ১১টি সভা সম্পন্ন করেছে। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরীতে বিআরটিসি সিটি চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করেছে। বাস টার্মিনাল ও ডিপো নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য গৃহীত প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। বাস রুট ক্লাস্টারিং এবং কোম্পানির সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন এবং ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিষ্ঠা

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাইকার সহায়তায় ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা সুসংহত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া আদায় পদ্ধতি প্রচলন ও ভাড়া আদায় পদ্ধতিকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। SMART Card (Rapid Pass) ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডবিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে এবং ধানমন্ডি চক্রাকার এসি বাস সার্ভিস, গুলশান সার্কুলার রুটে চলাচলরত ঢাকা চাকা'র এসি বাস এবং হাতিরঝিল চক্রাকার বাস রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ

ডিটিসিএ'র অফিস ভবন নির্মাণের জন্য তেজগাঁও এ ০২ (দুই) বিঘা ভূমি'র উপর ডিটিসিএ'র ১৩তলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ২৯ মে ২০১৭ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান National Development Engineers Ltd-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে ০৪ জুন ২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০২০ মাসে 11th Floor-এর কলাম, শেয়ার ওয়াল, লিফট ওয়াল ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২০ মাস পর্যন্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৫০.৫১ শতাংশ।

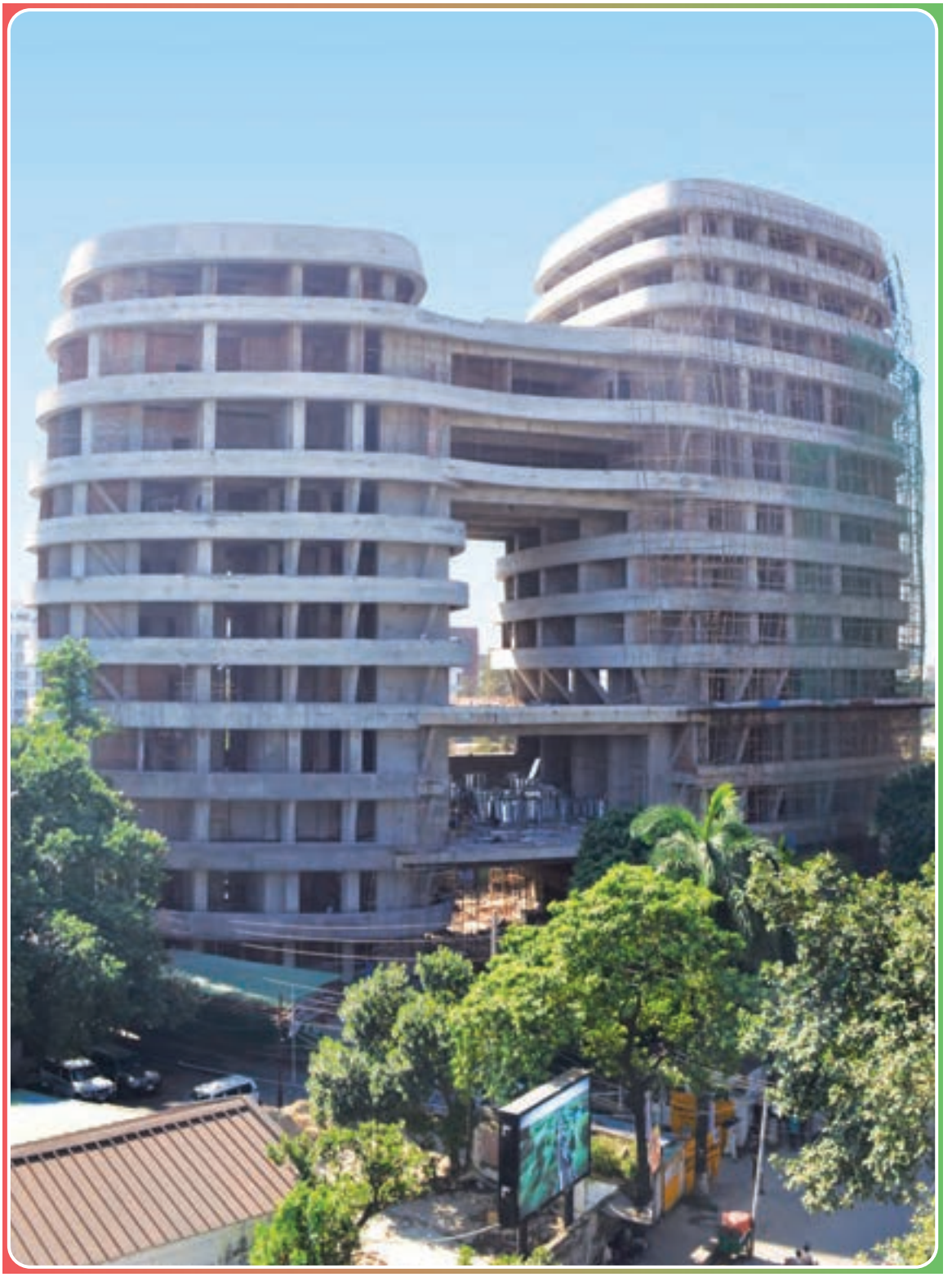

নির্মাণাধীন ডিটিসিএ ভবন

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদযাপন

যানজট নিরসন, বায়ু ও শব্দ দূষণ হ্রাসে ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪র্থ বারের মতো ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Safe Walking and Cycling"। এছাড়া, প্রতিমাসের ১ম শুক্রবার সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মানিক মিয়া এভিনিউর একাংশ কার ফ্রি স্ট্রীট হিসেবে রাখা হয়। এ সময় উক্ত সড়কাংশে সাইক্লিং, স্কেটিং, যোগব্যায়াম, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস ২০১৯ উদযাপন

প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)'র শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৯-২০২০) অন্তর্ভুক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকলের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের নিমিত্ত ২৮ জুন ২০২০ তারিখ অনলাইনে একটি প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানীতে আর এস টিপি বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরিবহন পরিকল্পনায় পায়ে হাঁটা এবং বাইসাইকেল লেনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

ডিটিসিএ-এর নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সরকার অব্যাহতভাবে দুর্নীতি দমন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে সোনার বাংলা গড়ায় প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। তদ্প্রক্ষিতে ডিটিসিএ হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিটিসিএ মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৩ পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালককে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বিষয়ে ডিটিসিএ'র শ্লোগান হল "সুপরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।"

সমন্বয় কার্যক্রম

ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে কাজ করছে। এ কমিটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩টি সভা আয়োজন করেছে। এছাড়া কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা বা RSTP-তে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪টি সভা আয়োজন করেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে। সার্বিকভাবে ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের সভায় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আন্ত:কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা ও সমন্বয় করে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

জনবল ও পদ সৃজন

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠাকালে ৬৪ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বর্ধিত অধিক্ষেত্র, আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার ডিটিসিএ-তে আরো ১৪৮ জনবল মঞ্জুর করে। বর্তমানে ডিটিসিএ'র মোট জনবল ২১২। ২০১৮ সালে ৯ম গ্রেডের ১৪ জন এবং সর্বশেষ ২০২০ সালে ৭ম গ্রেডের ১১ জন ও ৯ম গ্রেডের ৫ জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন গ্রেডের ২৬ জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ডিটিসিএ'র কর্মচারী প্রবিধানমালা-২০২০ অনুমোদনের ফলে ডিটিসিএ-তে জনবল নিয়োগ সহজতর হয়েছে।

সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন

পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বিতভাবে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ এবং পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ডিটিসিএ কর্তৃক ১২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।

সদরঘাট-আমিন বাজার নৌ-রুট জনপ্রিয় করতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

প্রশিক্ষণ

ডিটিসিএতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনোভেশন প্রশিক্ষণ, অন দি জব, Public Private Partnership (PPP), Training program on Public Transportation for Transport Professionals, Research Methodology, Planning, Managing and Coordinating Urban Public Transport, সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন, চাকুরি সংক্রান্ত এবং অফিস ব্যবস্থাপনা, Traffic Engineering, Traffic Signal & Intersection Development for Transport Professionals, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, Training for Accounts Staff of Executive, Transportation Engineering Basic (Urban Transport), প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (Professional Training Program on Web GIS GeoServer), অফিস ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটি কোর্স, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা-এর অর্ন্তভুক্ত সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, অরিয়েন্টেশন কোর্স, সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ ইত্যাদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, আরপিএটিসি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারিরা অংশগ্রহণ করেন।

ট্রাফিক আইন সম্পর্কে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা

ট্রাফিক আইন এবং সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় এবং ধানমন্ডি সরকারি ল্যাবরেটরী হাই স্কুল-এ ডিটিসিএ সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করে। এছাড়া, ঢাকার প্রধান প্রধান স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে আলাদা সভা করে ট্রাফিক আইনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষার্থীদের সচেতন করার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।

ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ধানমন্ডি সরকারি ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

চ্যালেঞ্জ

ঢাকা মহানগরীর বাস সেক্টর পুনর্গঠনের লক্ষ্যে স্বল্প সংখ্যক বাসের সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানিগুলোকে একত্রীকরণের মাধ্যমে বৃহৎ বাস কোম্পানি গঠন করে মহানগরীতে যাত্রীসেবা প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ডিটিসিএ'র অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাস কোম্পানির মালিকগণ চাহিদা অনুযায়ী বাস সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যাদি সরবরাহ না করায় তথ্য- উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ডিটিসিএ আইন সংশোধন করে ডিটিসিএ'র কার্যাবলী পুনর্গঠন এবং জরিমানার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম চলমান আছে। ডিটিসিএ ২০ বছর মেয়াদী সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) প্রণয়ন করেছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী RSTP-তে বর্ণিত প্রকল্পগুলো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ায় ২০১৬ সালে প্রণীত RSTP হালনাগাদ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সকল পরিবহনে একই টিকেটে Rapid Pass ব্যবহার করে ভ্রমণের জন্য MRT, BRT, BRTC, BIWTC সহ বেসরকারি বাস অপারেটরদেরকে Clearing House প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ কর্তৃক চারটি ইন্টারসেশনে ITS চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং আর ১০০টি ইন্টারসেশনে ITS চালুর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, আউটার সার্কুলার রোড, বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন এবং কোম্পানিভিত্তিক বাস চালনার জন্য এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা হিসেবে ১৯৬১ সালে আত্মপ্রকাশ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় স্বাধীনতার পর ক্ষতিগ্রস্ত এ প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়ে নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি সরকারি যানবাহন মেরামত এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরিতে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও রয়েছে বিআরটিসি'র দৃপ্ত পদচারণা।

রূপকল্প

নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

আন্তঃজেলা ও সিটি সার্ভিসসহ সকল রুটে যাত্রী পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বহরে আধুনিক যানবাহন সংযোজন করা, পরিবহনখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিআরটিসি'র ০২টি (সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ০১টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ০১টি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ২৪.৬৮ কোটি টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ৭৪.৬৮ কোটি টাকাসহ মোট বরাদ্দ ছিল ৯৯.৩৬ কোটি টাকা। ব্যয়ের হার বরাদ্দের ১০০ শতাংশ।

বিআরটিসি'র জন্য দ্বিতল, একতলা এসি ও নন-এসি বাস সংগ্রহ

ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC-2)-এর আওতায় "বিআরটিসি'র জন্য দ্বিতল, একতলা এসি ও নন-এসি বাস সংগ্রহ" প্রকল্পের অধীনে ৬০০টি বাসের মধ্যে গত অর্থবছরে ৫০০টি বাস এবং অবশিষ্ট ১০০টি দ্বিতল বাস প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ

"দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প ৩৬.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১২টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ০৪টি কেন্দ্রের ৬০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লে-আউট প্রদান করা হয়েছে, যার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি'তে নতুন আরো ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত হয়, তন্মধ্যে ০২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টির নির্মাণ কাজ চলমান। তাছাড়া, প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য সরকারি পরিবহন পুল হতে প্রাপ্ত ১০০টি কারের মধ্যে ৫০টি এবং ১০টি বাসের মধ্যে ০৪টির মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮০ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্জন

বাস ও ট্রাক বহর

বাস বহর

বৈদেশিক সহায়তায় ১০০টি নন-এসি, ২০০টি এসি এবং ৩০০টি দ্বিতল বাস সংগ্রহ কার্যক্রম-এর আওতায় ইতোপূর্বে ৫০০টি বাস সংগ্রহ করা হয়। অবশিষ্ট ১০০টি দ্বিতল বাস এ অর্থবছরে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি বাসবহরে বাসের সংখ্যা ১৮২৪টি। তন্মধ্যে চলমান ১৩৬২টি, ভারী মেরামতাধীন ২২৬টি এবং ২৩৬টি বাস মেরামত অযোগ্য ঘোষণার লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিআরটিসি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ যাত্রী পরিবহন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র এসি বাস

ট্রাক বহর

বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে বর্তমানে ৫৮৮টি ট্রাক পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত রয়েছে। বিআরটিসি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন পণ্য পরিবহন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র ট্রাক

বাস ডিপো

বর্তমানে বিআরটিসি'তে পূর্ণাঙ্গ বাস ডিপোর সংখ্যা ২২টি। দিনাজপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে বাংলাবান্ধা সাব-ডিপো ও বগুড়া বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে সিরাজগঞ্জ সাব-ডিপো চালু করার কার্যক্রম চলছে।

ট্রাক ডিপো

ঢাকা ও চট্টগ্রামে মোট ০২টি পূর্ণাঙ্গ ট্রাক ডিপোর মাধ্যমে বিআরটিসি সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন দুর্যোগ ও আপদকালীন সময়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য পরিবহন করছে।

বিআরটিসি'র সার্ভিসসমূহ

সিটিবাস সার্ভিস

যানজট নিরসন ও নগরবাসীর উন্নত যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র সিটিবাস সার্ভিস চালু রয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র ৩৭১টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের ৪১টি রুটে সিটি বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

বিআরটিসি'র সিটিবাস

চক্রাকারবাস সার্ভিস

আমদানীকৃত নতুন এসিবাস দ্বারা ধানমন্ডি-ঝিগাতলা-নিউমার্কেট-আজিমপুর রুটে বিআরটিসি'র ০৮টি এসি বাস দ্বারা চক্রাকারবাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। যাত্রী চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে এ সার্ভিস সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে।

বিআরটিসি'র চক্রাকারবাস সার্ভিস

আন্ত:জেলা বাস সার্ভিস

যাত্রীসেবা নিশ্চিত করার জন্য সিটি সার্ভিস ছাড়াও দেশব্যাপী বিআরটিসি'র আন্ত:জেলা বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। বিভিন্ন জেলার ১৮২টি রুটে বিআরটিসি'র ৪৫৮টি (এসি ও নন এসি) বাস চলাচল করছে।

বিআরটিসি'র আন্ত:জেলা বাস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্ত:রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সুলভ ও সহজ করার লক্ষ্যে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা ও ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা রুটসহ মোট ০৫টি আন্তর্জাতিক রুটে বিআরটিসি'র বাস সার্ভিস রয়েছে। এতে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে।

আন্তর্জাতিক রুটে পরিচালিত বাস

স্টাফ বাস সার্ভিস

বাংলাদেশ সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৩০টি রুটে বিআরটিসি'র ১৬৩টি স্টাফ বাস চলাচল করছে।

বিআরটিসি'র স্টাফ বাস

মহিলা বাস সার্ভিস

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবিসহ অন্যান্য মহিলাদের বিভিন্ন গন্তব্যে আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি'র ২২টি বাস ১৭টি রুটে মহিলাবাস সার্ভিস হিসেবে চলাচল করছে।

মহিলা বাস

স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বাস সার্ভিস

- ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর-আজিমপুর রুট, শেওড়া বাজার (শেওড়া বাসস্ট্যান্ড) হতে এমইএস (নেভাল হেডকোয়ার্টার) রুটে স্কুলবাস সার্ভিস হিসেবে বিআরটিসি'র মোট ০৩টি বাস চলাচল করছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম শহরের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ১০টি বাস পরিচালিত হচ্ছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষ্টাফ ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৮৫টি বাস ৮৮টি রুটে চলাচল করছে।

বিশেষ যাত্রী সেবা

জাতীয় দুর্যোগ, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলন এবং অপ্রচলিত (Unconventional) রুটে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রীসেবা ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। উপরন্তু বনভোজন ও বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়।

Covid-19 এর মহামারিকালে বিশেষ যাত্রীসেবা

Covid-19-এর মহামারির সময়কালে জানুয়ারি ২০২০ হতে মে ২০২০ সময়ে বিভিন্ন দেশ হতে আগত যাত্রীদের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যাতায়াত এবং যাত্রীদের মালামাল পরিবহনের জন্য যথাক্রমে ১৯৪টি (একতলা এসি) বাস ও ১০টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়। জরুরীভিত্তিতে কাজ করার জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি অত্যাধুনিক বাস ও ০২টি ট্রাক সার্বক্ষণিক নিয়োজিত করা আছে। গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে ঢাকাস্থ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের যাতায়াতের জন্য ১৭টি বাস এবং চট্টগ্রামে ০৩টি বাসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পণ্য পরিবহন সেবা

বিআরটিসি'র ট্রাকের মাধ্যমে সারাদেশে সরকারি খাদ্যশষ্য, সার, ঔষধ, পেপার এবং সুগারমিলের জরুরি পণ্য পরিবহন করা হয়। Covid-19 এর মহামারির সময়কালে বিআরটিসি'র ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রায় ৩৫ হাজার মেট্রিক টন চাল ও গম দেশের বিভিন্ন সরকারি খাদ্য গুদামে পরিবহন করা হয়। তাছাড়া, জরুরি খাদ্য পরিবহনের পাশাপাশি সরকারি সার, ঔষধ ও কৃষি পণ্য পরিবহনের কাজে ৪০০টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়। অপরদিকে টিসিবি-এর চাহিদার প্রেক্ষিতে পেঁয়াজের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য ঢাকা শহরে পেঁয়াজ বিক্রয় কার্যক্রমে ১৫টি ট্রাক এবং ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য ৩৯টি ট্রাক নিয়োজিত ছিল।

মেরামত কার্যক্রম

ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন মেরামত করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০৬৪টি যানবাহন মেরামত করা হয়েছে।

যাত্রীবান্ধব কার্যক্রম

বাসে আসন সংরক্ষণ

বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনাভাড়ায় যাতায়াত সুবিধা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা অব্যাহত আছে।

বিআরটিসি'র বিশেষ উদ্যোগ:

যাত্রীসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- বিআরটিসি'র সকল বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ করে 'ধূমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার সংযোজন
- বিআরটিসি'র বাসে পুলিশ হেল্প লাইন ৯৯৯ নম্বরযুক্ত স্টিকার সংযোজন
- প্রতিটি বাসের সংশ্লিষ্ট চালক ও কন্ডাক্টরের নাম এবং মোবাইল নম্বর বাসের অভ্যন্তরে প্রদর্শন

সেবার মান বৃদ্ধিতে সভা-সেমিনারের আয়োজন

মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, মন্ত্রণালয় ও এ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলোচনা সভা ও মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং সেবার মান বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বিআরটিসি'র চলমান এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে আয়োজিত অলোচনা সভা

যাত্রী বিশ্রামাগার

আন্তর্জাতিক ও আন্ত:জেলা বাস সার্ভিসের যাত্রীদের উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে আধুনিক যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিশ্রামাগারটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং মানসম্পন্ন।

বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে আন্তর্জাতিক ও আন্ত:জেলা যাত্রীদের বিশ্রামাগার

পোর্টেবল র‍্যাম্প স্থাপন

শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিগণের নিরাপদে ও সহজে বিআরটিসি'র বাসে আরোহন ও অবতরণের জন্য ২০টি ডাবল ডেকার বাসে এবং ০১টি একতলা বাসে পোর্টেবল র‍্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র বাসে পোর্টেবল র‍্যাম্প স্থাপন

ডিজিটাল কার্যক্রম

যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

বিআরটিসির বাসসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও রুটভিত্তিক পরিচালনা এবং আয়-ব্যয় এর হিসাব সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং-এর জন্য 'যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার' কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LOC-2)-এর আওতায় আমদানীকৃত ৫০০টি বাসে Vehicle Tracking System (VTS) সংযোজন করা হয়েছে। বিআরটিসি'র ডিপো/ইউনিটসমূহে অনলাইন মনিটরিং চালু করার লক্ষ্যে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আমদানীকৃত বিআরটিসি'র নতুন বাসসমূহে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বিআরটিসি ও সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং জনসচেতনতামূলক উদ্ধৃতি যাত্রীসাধারণকে অবহিত করা হয়।

বিআরটিসি বাসে Wi-Fi সুবিধা

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র জোয়ারসাহারা, বগুড়া ও রংপুর বাস ডিপোর উদ্যোগে বিভিন্ন রুটে এসি বাসে Wi-Fi internet সুবিধা চালু আছে। তাছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে Wi-Fi internet সুবিধা চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন

বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ০৩টি ডিপো (জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর ও গাবতলী)-এর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

বিশেষ কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭/০৩/২০২০ হতে ২৬/০৩/২০২০ সময়ে গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া হতে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পর্যন্ত বিনামূল্যে যাত্রী পরিবহনের নিমিত্ত বিআরটিসি'র ০২টি বাস সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, পর্যটক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর (ধানমন্ডি-৩২ নম্বর), জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (আগারগাঁও) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার পরিদর্শনের জন্য ০২টি দ্বিতল বাসের মাধ্যমে হ্রাসকৃত ভাড়ায় সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কর্মের উপর একটি ১৫ মিনিটের ভিডিও ক্লীপ প্রস্তুত করে তা নতুন আমদানীকৃত বাসগুলোর মনিটরে প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২৩টি বাসের সম্পূর্ণ বডিতে বঙ্গবন্ধুর ছবি এবং বাণী সংবলিত স্লোগান স্থাপন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু কর্ণার: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে বিআরটিসি'র ২য় তলায় বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থাপিত "বঙ্গবন্ধু কর্ণার"

প্রধানমন্ত্রী'র অনুদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১টি বাসসহ ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৮টি বাস অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বাসের চাবি হস্তান্তর

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জনবল

বিআরটিসি'র অনুমোদিত ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে বর্তমানে ৩৪৭২ জন কর্মরত আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে ৪৫৬ জনকে নিয়োগ ও ০৩ জনকে ম্যানেজার, ০১ জনকে ডিজিএম পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিসি'র আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও অন্য শূন্যপদগুলো ক্রমান্বয়ে নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। বিআরটিসিতে বর্তমানে ০১ জন চেয়ারম্যান, ০৩ জন পরিচালক, ০৪ জন জেনারেল ম্যানেজার এবং ০২ জন ম্যানেজার প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ০৯ (নয়)টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪৪১ জন পুরুষ এবং ৭৩ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীসহ সর্বমোট ২৫১৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ড্রাইভিং ও মেকানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত ইনহাউজ প্রশিক্ষণে মোট ১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

SEIP প্রজেক্টের আওতায় প্রশিক্ষণ

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অর্থায়নে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ০৫ বছরে ১ লক্ষ ড্রাইভারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে, বিআরটিসিকে ২০১৮ সাল হতে ৫ বছরে ৩৬,০০০ ড্রাইভার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম দফায় ০৩ বছরে ২২,৮০০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিসি ও SEIP এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫,৫৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৬৬ জন। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চালকের সংখ্যা ১২,৯০০ জন।

SEIP প্রকল্পের আওতায় চালক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চ্যালেঞ্জ

- দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস (Covid-19)-এর কারণে যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহনে কাঙ্খিত রাজস্ব অর্জন না হওয়ায় বিআরটিসির কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচলের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু জনগণের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রবল বাধার কারণে বিআরটিসি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোনো রুটে গাড়ি পরিচালনা করতে পারছে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিআরটিসিতে পূর্ণাংগ অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হবে। সকল ডিপো/ইউনিটে ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন, পার্কিং সুবিধাসহ বহুতল ভবন নির্মাণ, নতুন ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো স্থাপন করা হবে। আধুনিক সুবিধা সংবলিত প্রধান কার্যালয়সহ কর্মচারিদের আবাসন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, পরিবেশবান্ধব ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস, ১০০টি স্কুল বাস, ২০০টি একতলা নন-এসি সিটি বাস, ২০০টি একতলা এসি সিটি বাস ও ১০০টি ভ্যান ট্রাক সংগ্রহ করা হবে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা, সার্ভে, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত The Companies Act 1994 অনুযায়ী গত ০৩ জুন ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়।

রূপকল্প

বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল

অভিলক্ষ্য

দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ০৫টি প্রকল্প (০৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ৫,১৬৫.২৩ কোটি (জিওবি ২,৩৩৩.১৩ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২,৮৩২.১০ কোটি) টাকা। এ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ৪,২২২.৪১ কোটি টাকা। এ ব্যয় মোট বরাদ্দের ৮১.৭৫ শতাংশ। করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পরিস্থিতিতে এবং অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপের আওতায় ২৮৭.৭৪ কোটি টাকা ছাড় না পাওয়ায় ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হয়নি। উল্লেখ্য যে, ডিএমটিসিএল ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের ৯৬.৩৬ শতাংশ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের ১০২.২৮ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় এবং বাস্তবায়নের শতকরা হার নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

প্রকল্পের নাম	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	%
এমআরটি লাইন-৬	৪৩২৬.৭৩	৩৭৯৩.৯২	৮৭.৬৯
এমআরটি লাইন-১ [ই/এস]	২১০.৪১	১৫৬.৪৮	৭৪.৩৭
এমআরটি লাইন-১	৪৮৭.৮৪	২০০.০০	৪১.০০
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট	১৪০.০০	৭১.৮২	৫১.৩০
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	০.২৫	০.১৯	৭৬.০০
ডিএমটিসিএল মোট	**৫১৬৫.২৩**	**৪২২২.৪১**	**৮১.৭৫**

পরিচালনা পরিষদ

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভা ১৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের মোট ৩৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তন্মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালনা পরিষদের মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫টি সভার মধ্যে ১টি সভা করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে গৃহীত ২১টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২০টি সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ডিএমটিসিএল-এর ৩৬তম বোর্ড সভা

বার্ষিক সাধারণ সভা

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের হিসাব বিবরণীসমূহ, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, পরিচালকগণের নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন, কোম্পানির নিরীক্ষক পুনঃনিয়োগ এবং নিরীক্ষকের ফি বিবেচনা করে অনুমোদন করা হয়।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ডিএমটিসিএল-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা

২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শিরোনামে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল বা এমআরটি লাইন-৬ নির্মাণ এবং ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকা সমন্বয়ে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় ০৬ (ছয়) টি MRT বা মেট্রোরেল সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকার নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে:

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের নিমিত্ত সরকারের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			উড়াল

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পসমূহের পর্যায় নিম্নরূপ:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন পর্যায়
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬)	বাস্তবায়নাধীন
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)	
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট	
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট	
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-২)	Basic Study বা PPP Research সম্পন্ন
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৪)	G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের মোট দৈর্ঘ্য ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার। তন্মধ্যে উড়াল ৬৭.৫৬৯ কিলোমিটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ কিলোমিটার। মোট স্টেশন সংখ্যা ১০৪টি। তন্মধ্যে উড়াল ৫১টি এবং পাতাল ৫৩টি। এমআরটি লাইনভিত্তিক বিভাজন নিম্নে দেয়া হল:

এমআরটি লাইনের নাম	কিলোমিটারে দৈর্ঘ্য			স্টেশনের সংখ্যা		
	মোট	উড়াল	পাতাল	মোট	উড়াল	পাতাল
এমআরটি লাইন-৬	২০.১০	২০.১০	-	১৬	১৬	-
এমআরটি লাইন-১	৩১.২৪১	১১.৩৬৯	১৯.৮৭২	২১	০৭	১৪
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট	২০.০০	০৬.৫০	১৩.৫০	১৪	০৫	০৯
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	১৭.৪০	০৪.৬০	১২.৮০	১৬	০৪	১২
এমআরটি লাইন-২	২৪.০০	১৫.০০	০৯.০০	২২	০৪	১৮
এমআরটি লাইন-৪	১৬.০০	১৬.০০	-	১৫	১৫	-
মোট	১২৮.৭৪১	৬৭.৫৬৯	৬১.১৭২	১০৪	৫১	৫৩

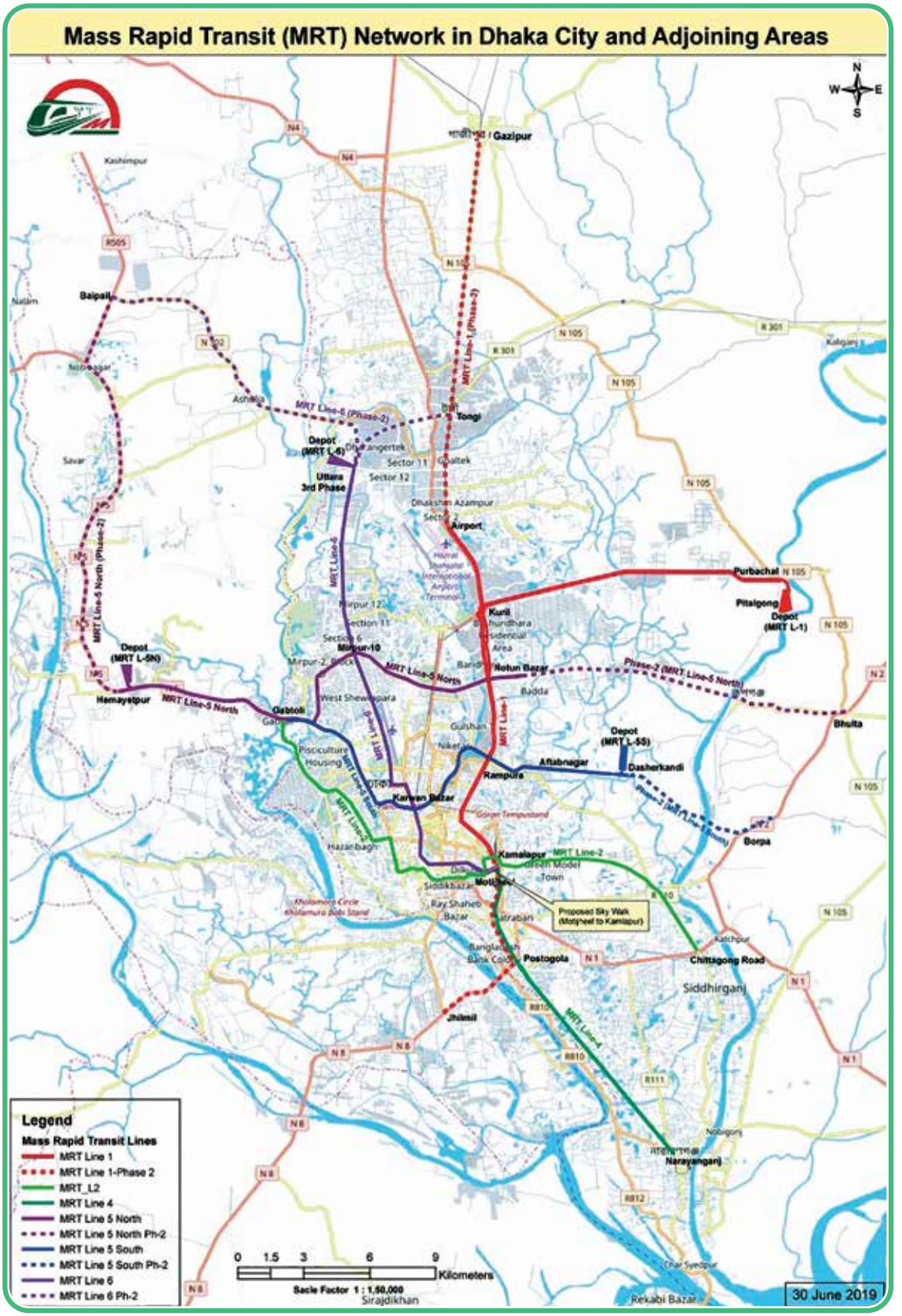

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার সমন্বয়ে গঠিত মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসরণে প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬টি স্টেশন বিশিষ্ট ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৪৬.১৩ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৭৪.১০ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৪০.৯৫ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৩১.১১ শতাংশ। MRT Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে ১৬টি স্টেশন নিম্নরূপ:

ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম
০১	উত্তরা উত্তর	০২	উত্তরা সেন্টার	০৩	উত্তরা দক্ষিণ	০৪	পল্লবী
০৫	মিরপুর-১১	০৬	মিরপুর-১০	০৭	কাজীপাড়া	০৮	শেওড়াপাড়া
০৯	আগারগাঁও	১০	বিজয় সরণি	১১	ফার্মগেট	১২	কারওয়ান বাজার
১৩	শাহবাগ	১৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	বাংলাদেশ সচিবালয়	১৬	মতিঝিল

MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-6 বর্ধিত করার লক্ষ্যে Topographic Survey সম্পন্ন করা হয়েছে। Social Survey চলছে। এতে MRT Line-6 এর মোট দৈর্ঘ্য ২১.২৬ কিলোমিটারে এবং স্টেশন সংখ্যা ১৭টিতে উন্নীত হবে। এ লাইনের সংশোধিত রুট এ্যালাইনমেন্ট হবে: উত্তরা ৩য় পর্ব - পল্লবী - রোকেয়া সরণির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট - হোটেল সোনারগাঁও - শাহবাগ - টিএসসি - দোয়েল চত্বর - তোপখানা রোড - বাংলাদেশ ব্যাংক - জসিম উদ্দিন রোডের প্রথম অংশ হয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে সার্কুলার রোড সংলগ্ন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকা।

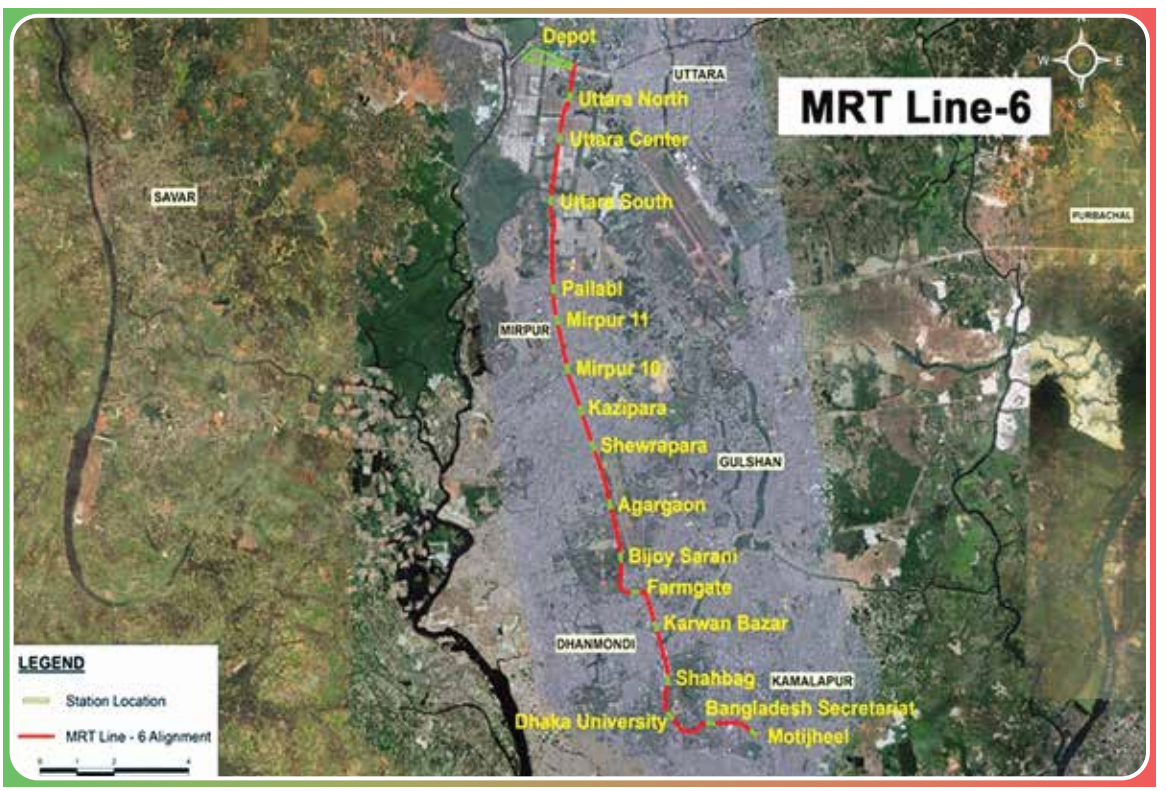

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশনের অবস্থান

MRT Line-6 এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্ত:লাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৬ এর মিরপুর-১০ স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট, কারওয়ান বাজার স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এবং কমলাপুর স্টেশনে এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-২ ও এমআরটি লাইন-৪ এর সঙ্গে আন্ত:লাইন সংযোগ বা Interchange থাকবে।

প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মোট ৮টি প্যাকেজে ভাগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে নিম্নে প্রদান করা হল:

প্যাকেজ-০১ (ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন): এ প্যাকেজের মোট চুক্তি মূল্য ছিল ৫১১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। বাস্তব কাজ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ের ০৯ (নয়) মাস পূর্বে ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে। এতে ৭০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০ শতাংশ।

৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ সমাপ্ত উত্তরা ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ

প্যাকেজ-০২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ): এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে মোট ৫২টি অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। ইতোমধ্যে যে সকল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হল: Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, Inspection pit, Auxiliary sub-station feb, Traction sub-station ভবন, Diesel Generator ভবন ও Interface pit foundation. যে সকল অবকাঠামোর কাজ চলমান রয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল: Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, কেন্দ্রীয় store, Depot controller অফিস, প্রশাসনিক ভবন, Training center, ডরমিটরি ভবন, মেডিক্যাল সেন্টার, কেন্টিন, Rolling stock maintenance ভবন, Crew booking ভবন, Chief Depot controller ভবন, সংযুক্ত ড্রেনেজ লাইনসহ Effluent Treatment Plant (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP), Storm ড্রেনেজ, পানি ও ফায়ার ফাইটিং লাইন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, Duct Bank, ওয়ার্কশপের চর্তুদিকে স্টিল ক্ল্যাডিং, স্ট্যাবলিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য স্টিলের অবকাঠামো erection, ভবনসমূহের পূর্ত, মেকানিক্যাল এবং বৈদ্যুতিক কাজ, ডিপোর

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার ব্যাকবোন লাইন, ফায়ার ফাইটিং ব্যাকবোন ও সেকেন্ডারি লাইন নির্মাণ, ফায়ার ডিটেকশন সাপ্রেশন সিস্টেম স্থাপন, ডিপো নিউমেটিক কন্ট্রোল পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং কেন্দ্রীয় ওয়্যার হাউসের স্টিলের অবকাঠামো erection ও রুফ শিটিং। ডিপো এলাকার পূর্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৭০.০০ শতাংশ।

উত্তরা ডিপো এলাকায় নির্মাণাধীন মেট্রোরেল ওয়ার্কশপের একাংশ

প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ): উভয় প্যাকেজের কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল, মূল পাইল, পাইল ক্যাপ, পিয়ার কলাম, আই-গার্ডার ও প্রিকাস্ট সেগমেন্ট কাস্টিং নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৯৩টি পিয়ার হেডের মধ্যে ৩৮৯টি পিয়ার হেড এবং ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট এর মধ্যে ১০.৮৬ (দশ দশমিক আট ছয়) কিলোমিটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হয়েছে। বর্তমানে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, পল্লবী, কাজীপাড়া এবং শেওড়াপাড়া স্টেশনের concourse নির্মাণের কাজ চলছে। উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের প্লাটফর্ম নির্মাণ ও Steel Structure Erection-এর কাজ একই সাথে চলছে। মেট্রোরেল নির্মাণে স্বাভাবিক পানির প্রবাহ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় তা বিবেচনায় ০৫টি long span balance cantilever-এর মধ্যে ০২টি সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকী ০৩টির নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে। ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট রেললাইন ও Overhead Catenaries System (OCS) স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭৩.০৯ শতাংশ।

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ভায়াডাক্টের একাংশ

প্যাকেজ-০৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণকাজ): এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, ট্রায়াল ট্রেঞ্চ, টেস্ট পাইল ও স্থায়ী বোর্ড পাইল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০৩টি পাইল ক্যাপ এর মধ্যে ১১১টি সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১০৬টি পিয়ার কলাম এর মধ্যে ৭০টি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৯০টি পিয়ার হেডের এর মধ্যে ২৬টি এবং ১০৪৮টি প্রিকাস্ট সেগমেন্ট কাস্টিং এর মধ্যে ২৭৪টি সম্পন্ন হয়েছে। ৬টি Portal Beam এর মধ্যে ১টি সম্পন্ন হয়েছে। ২টি Special Long Span এর মধ্যে ১টির কাজ অব্যাহত আছে। এ প্যাকেজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৪৫.০০ শতাংশ।

ফার্মগেট এলাকায় নির্মিত পিয়ার

প্যাকেজ-০৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪ টি স্টেশন নির্মাণকাজ): এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং ও টেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। মূল পাইল নির্মাণের নিমিত্ত ৪২৩টি ট্রায়াল ট্রেঞ্চ এর মধ্যে ৪১৮টি সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৮৬২টি স্থায়ী বোর্ড পাইল এর মধ্যে ৮৪০টি সম্পন্ন হয়েছে। মোট ২৯৮টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ১২৫টি সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০টি পিয়ার কলাম এর মধ্যে ১১৩টি সম্পন্ন হয়েছে। ১৩৬টি পিয়ার হেডের মধ্যে ৯৪টি সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৬২০টি সেগমেন্ট এর মধ্যে ৪৭১টি সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪৬.০০ শতাংশ।

বাংলামোটর এলাকায় নির্মিত পিয়ার

প্যাকেজ-০৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম): ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজ গত ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুরু হয়েছে। টঙ্গি ও মানিকনগর গ্রিড সাব স্টেশনে Bay নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা ডিপোতে রিসিভিং সাব স্টেশন (RSS) এর পূর্ত কাজ সম্পন্ন করে ভবনের অভ্যন্তরে ইকুইপমেন্ট স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মতিঝিল RSS ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং রেল লাইন নির্মাণের অধিকাংশ মালামাল উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। উত্তরা ডিপো এলাকায় এবং ভায়াডাক্টের উপর রেল লাইন বসানোর কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ১.১৮ (এক দশমিক এক আট) কিলোমিটার রেল লাইন বসানো হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে Overhead Catenary System (OCS) Mast স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ভায়াডাক্টের ওপর OCS Mast স্থাপনের কাজ চলছে। ডিপোর অভ্যন্তরে Main Transformer, Auxiliary Transformer, Traction Transformer ও DC Switchgear স্থাপনের কাজ চলছে। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)-এর উত্তরাস্থ গ্রিড সাব-স্টেশন থেকে উত্তরা RSS পর্যন্ত ১৩২ কেভি High Voltage Underground Electrical Cable (১ম সার্কিট) লেইং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর টঙ্গিস্থ গ্রিড সাব-স্টেশন থেকে উত্তরা RSS পর্যন্ত ১৩২ কেভি High Voltage Underground Electrical Cable (২য় সার্কিট) লেইং এর কাজ চলছে। Catenaries System Conductor Wire ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। প্রথাম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের স্টেশনসমূহের Escalator এবং ডিপোর সকল ভবনের Lift ও Escalator-এর সরঞ্জাম ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪০.৩২ শতাংশ।

উত্তরা ডিপোতে ও ভায়াডাক্টের উপরে রেল লাইন বসানোর ধারাবাহিক কাজের একাংশ

প্যাকেজ-০৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ]: এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু করা হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় ০৬(ছয়)টি যাত্রীবাহী কোচ সংবলিত প্রথম মেট্রো ট্রেন সেটের নির্মাণ এপ্রিল ২০২০ মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপানে সম্পন্ন হয়েছে। জাপান এবং বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি পরিস্থিতির উন্নতি হলে প্রথম মেট্রো

সেট বাংলাদেশে নিয়ে আসা হবে। আরো ০৪(চার)টি মেট্রো ট্রেন সেট-এর নির্মাণ কাজ জাপানে চলমান আছে। প্রথম মেট্রো ট্রেন বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর Integrated Test এবং Trial Run শুরু করা হবে। এ প্যাকেজের বাস্তব গড় অগ্রগতি ২৫.০০ শতাংশ। MRT Line-6-এর মেট্রো ট্রেনে লাল-সবুজের প্রাধান্য রাখা হয়েছে।

জাপানের কারখানায় নির্মিত বাংলাদেশে প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট

এমআরটি লাইন-৬ এর ডিপিপিতে নতুন প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তি

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর মাধ্যমে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর জন্য Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের নিমিত্ত ১০০ (একশত) কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে MRT Line-6 এর DPP-তে নতুন প্যাকেজ CP-09 অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান NKDM Association-এর আওতায় Enterprise Resource Management System (ERMS) পরামর্শক সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Panel of Experts

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণে উদ্ভূত বড় চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে প্রয়োজনীয় কারিগরি নির্দেশনা প্রদানের জন্য Panel of Experts (PoEs)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এমআরটি লাইন-৬-এর Panel of Experts (PoEs)-এর চেয়ারম্যান National Professor Dr. Engr. Jamilur Reza Choudhury সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এই প্রেক্ষাপটে Dr. M. Shamim Z. Basunia, PEng Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific-কে PoEs এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। PoEs-এর বৈদেশিক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাপানের Chuo University-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Professor Kenji Ishihara. PoEs-এর দেশি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন Professor Dr. A. M. M. Safiullah. প্রয়োজন অনুযায়ী Panel of Experts সরেজমিনে পরিদর্শন ও যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) [E/S]

MRT Line-1 নির্মাণের নিমিত্ত ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়। গত ২৯ জুন ২০১৭ তারিখ Japan International Cooperation Agency (JICA) এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Consultancy Service for Detailed Design and Tender Assistance-এর জন্য ৫ হাজার ৫৯৩ মিলিয়ন ইয়েন-এর ঋণচুক্তি (BD-P 95) স্বাক্ষর করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় ৬০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে MRT Line-1 এর উভয় রুটের Consultancy Service for Detailed Design and Tender Assistance-এর নিমিত্ত ০৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ঢাকা ম্যাস

র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) [ই/এস] অনুমোদিত হয়। Consulting Service for Detailed Design and Tender Assistance কার্য সম্পাদনের জন্য ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে NKDOS Consortium-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি পরিস্থিতিতে Home Office Assignment/Home Assignment-এ বর্তমানে Detailed Design এর কাজ জাপানে চলমান আছে।

অগ্রগতি

- Review of Feasibility Study সম্পন্ন
- Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পন্ন
- Resettlement Action Plan (RAP) চূড়ান্ত
- Traffic Demand Forecast & Road Traffic Survey সম্পন্ন
- Hydrological Survey সম্পন্ন
- Topographic Survey সম্পন্ন
- ডিপোর Land Acquisition Plan (LAP) প্রস্তুত সম্পন্ন এবং
- Basic Design সম্পন্ন।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1)

২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দু'টি অংশে বিভক্ত অংশ দু'টি হল: বিমানবন্দর রুট (বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর) এবং পূর্বাচল রুট (নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো)। বিমানবন্দর রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭২ কিলোমিটার এবং মোট পাতাল স্টেশন সংখ্যা ১২টি। এ রুটেই বাংলাদেশে প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। বিমানবন্দর রুটের এ্যালাইনমেন্ট হল: বিমানবন্দর-বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩-খিলক্ষেত-যমুনা ফিউচার পার্ক-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-বাড্ডা-হাতিরঝিল পূর্ব-রামপুরা-মালিবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর। পূর্বাচল রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১১.৩৬৯ কিলোমিটার। সম্পূর্ণ অংশ উড়াল এবং মোট স্টেশন সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ৭টি স্টেশন হবে উড়াল। নতুন বাজার ও যমুনা ফিউচার পার্ক স্টেশনদ্বয় বিমানবন্দর রুটের অংশ হিসেবে পাতাল নির্মিত হবে। নতুন বাজার স্টেশনে Inter-change থাকবে। এ Inter-change ব্যবহার করে বিমানবন্দর রুট থেকে পূর্বাচল রুটে এবং বিপরীতক্রমে যাওয়া যাবে। পূর্বাচল রুটের এ্যালাইনমেন্ট হল: নতুন বাজার-যমুনা ফিউচার পার্ক-বসুন্ধরা-পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি (পিওএইচএস)-মাস্তুল-পূর্বাচল পশ্চিম-পূর্বাচল সেন্টার-পূর্বাচল পূর্ব-পিতলগঞ্জ ডিপো। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) Japan International Cooperation Agency (JICA) এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে প্রায় ৫২ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে MRT Line-1 চালু হলে এর উভয় রুটে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

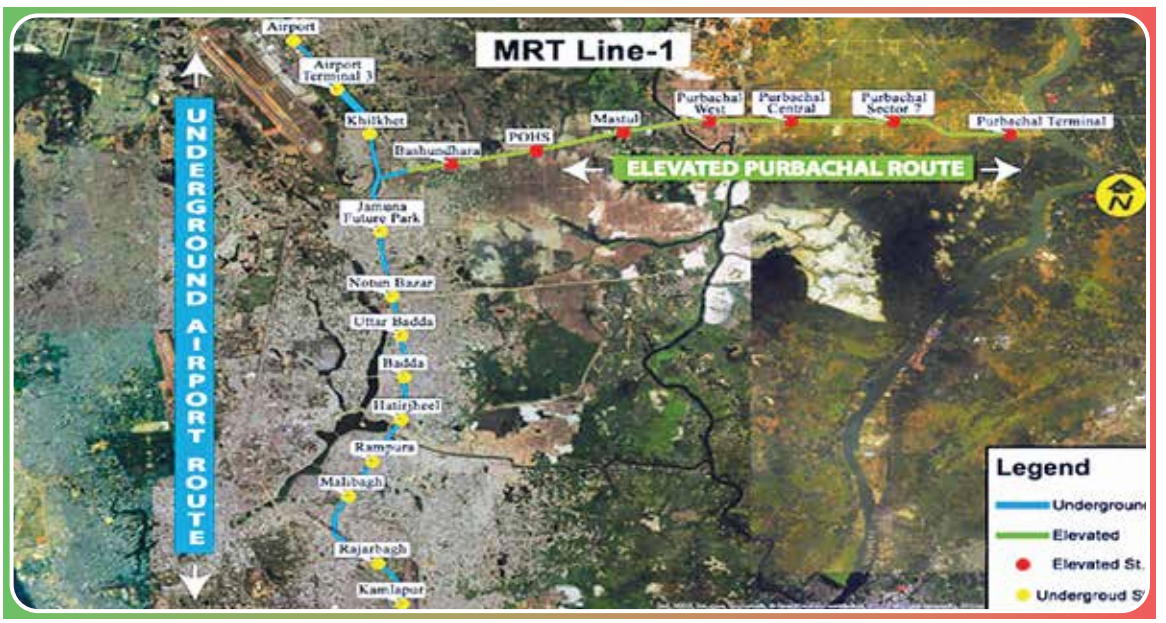

MRT Line-1 এর উভয় রুটের এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-1 এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্ত:লাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর নতুন বাজার স্টেশনে আন্ত:লাইন সংযোগ থাকবে। একইভাবে এমআরটি লাইন-১ এর হাতিরঝিল পূর্ব স্টেশনের সঙ্গে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন এর আফতাব নগর পশ্চিম স্টেশনে আন্ত:লাইন সংযোগ থাকবে। উপরন্তু কমলাপুর স্টেশনে এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-৬, এমআরটি লাইন-২ এবং এমআরটি লাইন-৪ এর মধ্যে আন্ত:লাইন সংযোগ বা Interchange থাকবে।

MRT Line-1 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

MRT Line-1 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের নিমিত্ত নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মৌজায় ৯২.৯৭২৫ একর বা ৩৭.৬২৫৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১২৪তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত নারায়ণগঞ্জ জেলায় এলএ কেইস নম্বর-১০/২০১৯-২০২০ রুজু করা হয়েছে। গত ২৩ জুন ২০২০ তারিখ জেলা প্রশাসক, নরায়ণগঞ্জ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা-৪ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route

২০২৮ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত জুলাই ২০১৭ মাসে Resettlement Action Plan (RAP), আগস্ট ২০১৭ মাসে Environmental Impact Assessment (EIA) এবং অক্টোবর ২০১৮ মাসে Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ১৪ জুন ২০১৮ তারিখ প্রকল্পের Engineering Service এর জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA এর সঙ্গে ৭ হাজার ৩শত ৫৮ মিলিয়ন ইয়েনের ঋণ চুক্তি (BD-P101) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে প্রায় ৪১ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। এটি হবে ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor. ডিপো নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া মৌজা ও কোন্ডা মৌজায় ৪২.৩১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট-এর Detailed Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর জন্য গত ১০ জুন ২০২০ তারিখ Zoom Video Conference এর মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। Notice of Commencement জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। MRT Line-5: Northern Route-এর রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: হেমায়েতপুর - বালিয়ারপুর - বিলামালিয়া - আমিনবাজার - গাবতলী - দারুস সালাম - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - মিরপুর ১৪ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা। MRT Line-5: Northern Route বা ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোরেলে ২০২৮ সালে প্রতিদিন ১২ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

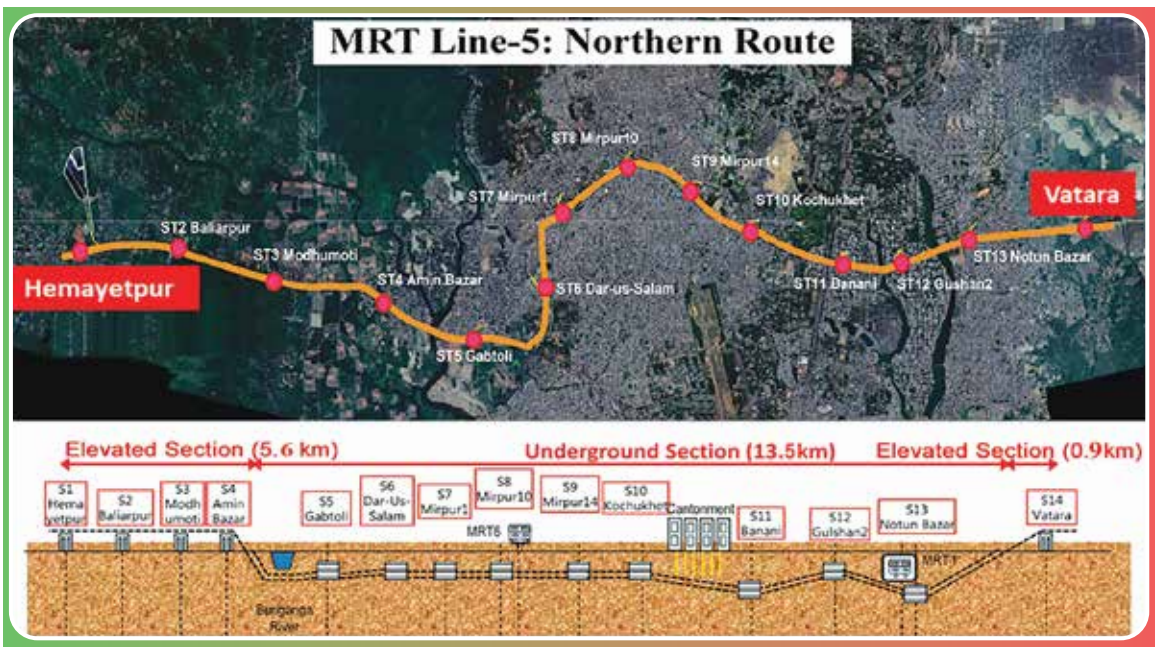

MRT Line-5: Northarn Route এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-5: Northern Route এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুটের গাবতলী স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এবং এমআরটি লাইন-২ এর সঙ্গে Interchange থাকবে। এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুটের মিরপুর ১০ স্টেশনে এমআরটি লাইন-৬ এর সঙ্গে Interchange থাকবে এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুটের নতুন বাজার স্টেশনে এমআরটি লাইন-১ এর সঙ্গে Interchange থাকবে।

১০ জুন ২০২০ তারিখ Zoom Apps এর মাধ্যমে এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১২.৮০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৪.৬০ কিলোমিটার) এবং ১৬টি স্টেশন (পাতাল ১২টি এবং উড়াল ৪টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত অক্টোবর ২০১৮ মাসে Pre-Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে প্রায় ৪০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ Technical Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route [PRF] অনুমোদিত হয়েছে। Project Readiness Financing (PRF) এর নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Asian Development Bank (ADB) এর সঙ্গে সরকার গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ Technical Assistance এর আওতায় Feasibility Study, Basic Design, Detailed Design এবং Tender Assistance কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এ লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ রুট নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। এটি হবে ঢাকা মহানগরীর দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor. এ লাইনের রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী - টেকনিক্যাল - কল্যাণপুর - শ্যামলী - কলেজ গেইট - আসাদ গেইট - রাসেল স্কয়ার - কারওয়ান বাজার - হাতিরঝিল পশ্চিম- তেজগাঁও - নিকেতন - আফতাব নগর পশ্চিম - আফতাব নগর সেন্টার -আফতাব নগর পূর্ব - দাশেরকান্দি - বালুরপার। MRT Line-5: Southern Route বা ঢাকা মহানগরীর দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোরেলে ২০৩০ সালে প্রতিদিন ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

অগ্রগতি:

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত Expression of Interest (EOI) ২৮ মে ২০১৯ তারিখ আহবান
- ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ Short List চূড়ান্ত
- ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ Request for Proposal (RFP) ইস্যু এবং
- ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখ Request for Proposal (RFP) দাখিলের জন্য নির্ধারিত।

MRT Line-5: Southern Route এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্ত:লাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এর সঙ্গে এমআরটি লাইন-৬ এর কারওয়ান বাজার স্টেশনে Interchange থাকবে। এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন এর আফতাব নগর পশ্চিম স্টেশনের সঙ্গে এমআরটি লাইন-১ এর হাতিরঝিল পূর্ব স্টেশনে আন্ত:লাইন সংযোগ থাকবে। এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুটের গাবতলী স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এবং এমআরটি লাইন-২ এর সঙ্গে Interchange থাকবে।

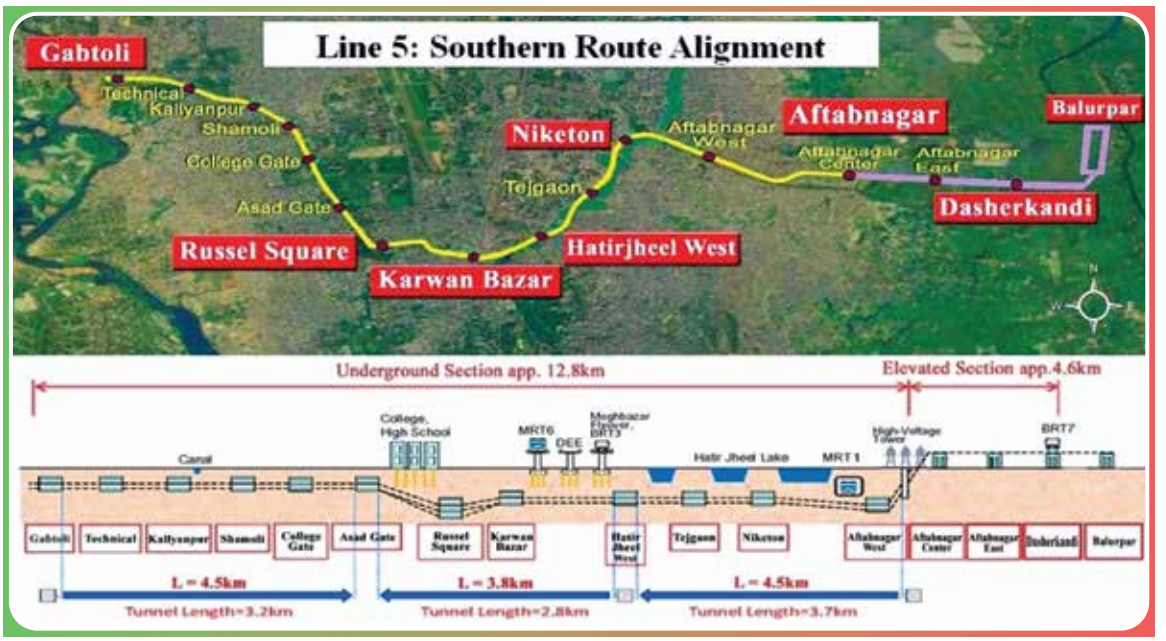

MRT Line-5: Southern Route এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-2

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে জাপান ও বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাপান ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণে ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ প্রথম প্ল্যাটফরম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তারিখ দ্বিতীয় প্ল্যাটফরম সভা এবং ২১ মার্চ ২০১৯ তারিখ তৃতীয় প্ল্যাটফরম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 বাস্তবায়নের নিমিত্ত মার্চ ২০২০ মাসে Basic Study বা PPP Research সম্পন্ন করা হয়েছে। Full Scale Study (FSS) বা Feasibility Study করার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। আগামী অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে Feasibility Study শুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

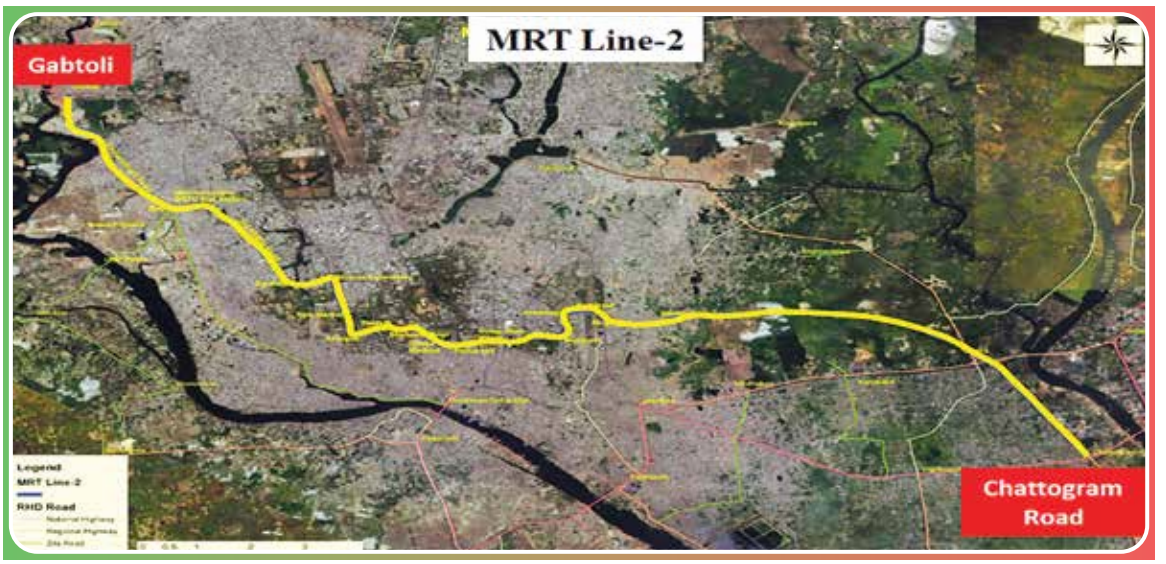

MRT Line-2 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-2 এর সম্ভাব্য রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী - Embankment Road - বসিলা - মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাস স্ট্যান্ড - সাত মসজিদ রোড - ঝিগাতলা - ধানমন্ডি ২ নম্বর রোড - সায়েন্স ল্যাবরেটরি - নিউ মার্কেট - নীলক্ষেত - আজিমপুর - পলাশী - শহীদ মিনার - ঢাকা মেডিকেল কলেজ - পুলিশ হেডকোয়ার্টার - গোলাপ শাহ মাজার - বঙ্গ ভবনের উত্তর পার্শ্বস্থ সড়ক - মতিঝিল - আরামবাগ - কমলাপুর - মুগদা - মান্ডা - ডেমরা - চট্টগ্রাম রোড।

MRT Line-4

Foreign Direct Investment (FDI) আকৃষ্ট করার নিমিত্ত ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে ট্র্যাকের পার্শ্ব দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল মেট্রোরেল হিসেবে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

MRT Line-4 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

অন্যান্য কার্যক্রম

মেট্রোরেল লাইসেন্স

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার গত ০৩ জুন ২০১৯ তারিখ ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে মেট্রোরেল লাইসেন্স নম্বর-০১/২০১৯ ইস্যু করেছে। গত ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ডিএমটিসিএল এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে MRT Line-6 এর লাইসেন্স হস্তান্তর করেন। ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line-1 নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মেট্রোরেল লাইসেন্স গ্রহণের জন্য মেট্রোরেল আইন ২০১৫ এবং মেট্রোরেল বিধিমালা ২০১৬ অনুযায়ী গত ০৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ আবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি যাচাই কমিটির নিকট চূড়ান্ত সুপারিশের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিএমটিসিএল-এর নিকট MRT Line-6 এর লাইসেন্স হস্তান্তর

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর খ্রিস্টিয় বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ করা হয়। নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো স্লোগান সংবলিত দুটি পোস্টার বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের রুট এ্যালাইনমেন্টের উভয় পার্শ্বে লাগানো হয়েছে। স্বপ্নের বাস্তবায়ন: মেট্রোরেল এবং Dream Comes True: Metro Rail নামে বাংলা ও ইংরেজিতে মিনি পুস্তিকা প্রকাশের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জীবন ও কর্মের উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিএমটিসিএল এর খ্রিস্টিয় বর্ষপঞ্জি ২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন

স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT Police Force গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে গণভবনে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক ম্যাপ হস্তান্তর করা হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত MRT Network-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT Police Force দ্রুত গঠন করতে অনুশাসন প্রদান করেন। এ অনুশাসন অনুসরণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে MRT Police Force গঠনের প্রস্তাব ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি বর্তমানে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক ম্যাপ হস্তান্তর

Transit Oriented Development (TOD) Hub

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এর MRT Network-এ অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি লাইনের রুট এ্যালাইনমেন্টের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অথবা ডিপোতে একটি করে Transit Oriented Development (TOD) Hub গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে Transit Oriented Development (TOD) Hub নির্মাণের নিমিত্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর অনুকূলে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। MRT Line-1 এবং MRT Line-5: Northern Route এর আওতায় TOD নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি অনুসন্ধান চলছে।

Station Plaza

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড লাভজনকভাবে পরিচালনার নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত MRT Network-এর আন্ত:লাইন সংযোগ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ও প্রধান প্রধান স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ক্রমান্বয়ে Station Plaza গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, পল্লবী, আগারগাঁও ও ফার্মগেইট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ০৫ (পাঁচ)টি Station Plaza নির্মাণে Japan International Cooperation Agency (JICA) সহায়তা প্রদান করতে প্রাথমিকভাবে সম্মত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে উপরোল্লিখিত ০৫ (পাঁচ)টি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত জমি Station Plaza নির্মাণের জন্য যথোপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

পথচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ফুটপাত সম্প্রসারণ

MRT Line-6 এর মেট্রো স্টেশন সড়কের উপরে নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে কোনো কোনো স্টেশন এলাকায় ফুটপাত সংকুচিত হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষাপটে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনসমূহে স্ট্যান্ডার্ড ফুটপাত নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ/হস্তান্তরের মাধ্যমে সংস্থান করা হয়েছে। পল্লবী, মিরপুর ১১, মিরপুর ১০, কাজীপাড়া এবং শেওড়াপাড়া স্টেশন এলাকায় পথচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ফুটপাত সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। আগারগাঁও মেট্রো স্টেশন এলাকায় পথচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ফুটপাত সম্প্রসারণের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমি হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যবহারের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মেট্রোরেল আইন ২০১৫-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধারা-১৭, ১৮ ও ১৯ এবং মেট্রোরেল বিধিমালা ২০১৬-এর ৪র্থ অধ্যায়ের বিধি-২১ ও ২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ভাড়া নির্ধারণ কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঢাকা মেট্রোরেল: তরুণ প্রকৌশলীদের সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

অত্যাধুনিক নগর পরিবহন হিসেবে মেট্রোরেল বিভিন্ন প্রকৌশল বিভাগের একটি সমন্বিত কার্যক্রম। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর আওতায় ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের নিমিত্ত সরকারের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়িত হওয়ার পর শুধু ডিএমটিসিএল-এর অধীনে নতুন ১২ হাজার গ্র্যাজুয়েট প্রকৌশলী ও মাঠ প্রকৌশলীদের চাকরির সংস্থান হবে। এরই ধারাবাহিকতায় Forward ও Backward Linkage শিল্প স্থাপন ও সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে আরও তিনগুণ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরে দক্ষ জনশক্তি তৈরির পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মেট্রোরেল আইন ২০১৫ সংশোধন

মেট্রোরেল আইন ২০১৫-তে Underground বা পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ নেই। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত Detailed Design-এর কাজ চলছে। এ প্রেক্ষাপটে মেট্রোরেল আইন ২০১৫ সংশোধন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) [ই/এস]-এর আওতায় মেট্রোরেল আইন ২০১৫ সংশোধনের নিমিত্ত Individual Consultant নিয়োগের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিএমটিসিএল-এর কর্মচারি চাকরি বিধিমালা

বর্তমানে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর কোন চাকরি বিধিমালা নেই। নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রণীত Job Description-এ উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ডিএমটিসিএল এর কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) [ই/এস]-এর আওতায় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর কর্মচারি চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের নিমিত্ত Individual Consultant নিয়োগের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি পরিস্থিতি

নভেল করোনা ভাইরাস (Covid-19) মহামারি পরিস্থিতিতে মেট্রোরেলের কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে প্রথম দিন থেকেই সীমিত আকারে অব্যাহত রাখা হয়। উপরন্তু দেশে ও বিদেশে Home Assignment ও Home Office Assignment-এ Design-এর কাজ এবং কারখানায় সরঞ্জামাদি ও মেট্রো ট্রেন নির্মাণের কাজ প্রথম থেকেই অব্যাহত আছে। ক্রমান্বয়ে কাজের পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে MRT Line-6 এর নির্মাণস্থলের সন্নিকটে অস্থায়ী আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের জনবলের কাজে যোগদানের জন্য বাছাই করার নিমিত্ত প্রাথমিক পর্যায়ে COVID-19 এর কোনো উপসর্গ আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। প্রথম পর্যায়ে উত্তীর্ণ জনবলকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজস্ব Sample Collection Center-এর মাধ্যমে Swab Collection করে COVID-19 পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় করোনা Positive প্রাপ্ত জনবলকে হোম অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা নিশ্চিত করা হয়। প্রয়োজনে সরকারি বা চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কেবল মাত্র COVID-19 নেগেটিভ জনবলকে কাজের জন্য চূড়ান্ত বাছাই করে ১৪ দিনের গ্রুপ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। গ্রুপ কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন হওয়ার পর কোনো উপসর্গ না থাকলে কাজে যোগদান করেন। চলমান নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ও কর্মরত বিদেশি জনবলের আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১০ শয্যা বিশিষ্ট এবং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১৪ শয্যা বিশিষ্ট Field Hospital নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত কোনো কর্মচারি বা জনবলের করোনা ভাইরাস উপসর্গ দেখা দিলে বা কেউ আক্রান্ত হলে তাদের সহযোগিতার জন্য গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখ DMTCL Quick Response Team গঠন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত COVID-19 পরীক্ষা করে মোট ৬১ জনের করোনা Positive পাওয়া গিয়েছে।

উত্তরাস্থ পঞ্চবটি কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১৪ শয্যা বিশিষ্ট Field Hospital এর একাংশ

মানবিক দায়বদ্ধতা

ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত কর্মচারিগণ প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এবং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কর্মচারিগণ নববর্ষ ভাতার সম্পূর্ণ অর্থ নভেল করোনা ভাইরাস মহামারি (COVID-19) পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল এ অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন। ১০ মে ২০২০ তারিখ বাংলাদেশের প্রথম উড়াল ও প্রথম পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্প দু'টিতে নিয়োজিত বিদেশি পরামর্শকগণ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল এ অনুদান প্রদান করেন।

ডিএমটিসিএল এর কর্মচারিগণের নববর্ষ ভাতার সম্পূর্ণ অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে হস্তান্তর

ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত কর্মচারিদের মধ্যে ১১-২০ গ্রেডের যে সকল কর্মচারি নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এ আক্রান্ত হয়েছেন/হচ্ছেন তাঁদেরকে প্রয়োজনে সহায়তা করার নিমিত্ত ১-১০ গ্রেডের কর্মচারিগণ স্বেচ্ছা অনুদান প্রদান করে করোনা সহায়তা তহবিল গঠন করেছেন।

Metro Rail Exhibition & Information Center

অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত MRT বা মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। মেট্রোরেল সম্পর্কে অধিকাংশ জনসাধারণের সম্যক ধারণা নেই। এ প্রেক্ষাপটে মেট্রোরেলে যাতায়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট বাস্তব ধারণা প্রদানের জন্য MRT Line-6 এর উত্তরা ডিপো এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center নির্মাণ করা হচ্ছে। মেট্রো ট্রেনের Mock Up গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছেছে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ উত্তরা ডিপোস্থ Metro Rail Exhibition & Information Center-এ স্থাপন করা হয়েছে। মূল মেট্রো ট্রেন সেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনসাধারণকে মেট্রো ট্রেনের যাতায়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচলে সক্ষম গরহর মেট্রো ট্রেন সেট সংগ্রহ করে Metro Rail Exhibition & Information Center-এ স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Smart Card Based স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ এবং বহিরগমন গেইটও স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ।

নির্মাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center

উত্তরা নর্থ স্টেশনের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

এমআরটি লাইন-০৬ এর উত্তরা নর্থ স্টেশন সংলগ্ন দিয়াবাড়ি মৌজার ০.৩৫৪ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি জনস্বার্থে অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এলএ কেস নম্বর-০৩.১৫.০৯/২০১৯-২০২০ রুজু করেছেন এবং ভূমির সম্ভাব্য মূল্য ১৪,১৯,৭৬,২০৯.৯৬ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সম্ভাব্য মূল্য ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, ঢাকার অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ এর ৪ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। সংশোধিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এমআরটি লাইন-৬ এর সম্পূর্ণ অংশের নির্মাণ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার নিমিত্ত নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি প্রাদুর্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তিন শিফটে দিনে ২৪ ঘন্টা ও সপ্তাহে ৭ দিন লাগাতার কাজ চলেছে। COVID-19 প্রাদুর্ভাবের পর সীমিত আকারে কাজ চলছে। প্রকল্প এলাকার সন্নিকটে প্রকল্প টিমের অবস্থান ও নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি উত্তরা, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও গাবতলীতে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় প্রকল্পের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত বিরতিতে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। গত ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী Branding Seminar and License Handover Cermony of MRT Line-6 অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

গত ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল বা এমআরটি লাইন-৬ এর ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেম এবং রেল লাইন স্থাপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

এমআরটি লাইন-৬ এর ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেম এবং রেল লাইন স্থাপন কাজের শুভ উদ্বোধন

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি পরিস্থিতিতে মেট্রোরেলের কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রথম দিন থেকেই সীমিত আকারে অব্যাহত রাখা হয়। উপরন্তু দেশে ও বিদেশে Home Assignment ও Home Office Assignment-এ Design-এর কাজ এবং কারখানায় সরঞ্জামাদি ও মেট্রো ট্রেন নির্মাণের কাজ প্রথম থেকেই অব্যাহত রাখা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে পূর্ত কাজের পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে গত ২০ মে ২০২০ তারিখ বেগম নীলিমা আখতার, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এমআরটি লাইন-৬ এর ডিপো এলাকার পূর্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করতে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড নিয়মিত বিরতিতে এমআরটি লাইন-৬ এর প্রত্যেকটি প্যাকেজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করেন। সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। সভায়

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করা হয় ও তৎভিত্তিতে চ্যালেঞ্জসমূহকে opportunity-তে রূপান্তর করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আন্তঃপ্যাকেজ Interface যথাযথভাবে Milestone অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে Interface Meeting করে থাকেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রত্যেক পর্যালোচনা সভা শেষে এবং আকস্মিকভাবে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন।

২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক MRT Line-6 এর খেজুর বাগান এলাকার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

প্রকল্প পরিচালক পৃথকভাবে সপ্তাহে একবার প্রত্যেকটি প্যাকেজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করে সরেজমিনে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালকগণ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপকগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য যখন প্রয়োজন তখন ভিত্তিতে পর্যালোচনা সভা করেন। এতে বাস্তবায়নে উদ্ভূত ছোট ছোট চ্যালেঞ্জের তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া সম্ভবপর হয়।

Communication Based Train Control System (CBTC)

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য Communication Based Train Control System (CBTC) চালুর নিমিত্ত Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Supervision (ATS) I Moving Block System (MBS) সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। এরই অংশ হিসেবে Public Information System (PIS) এর আওতায় Automatic Next Station Display and Announcement Inside Coach এবং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station সংগ্রহের কাজও এগিয়ে চলছে। মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপত্তার নিমিত্ত Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবং Internet Protocol (IP) Camera System সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে Smart Card Based MRT Pass Ges Automatic Fare Collection (AFC) System সংগ্রহের কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে।

মেট্রোরেলের নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও যাত্রী সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্ভাবনী আইডিয়া

ডেঙ্গু প্রতিরোধকল্পে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের রুট এ্যালাইনমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনায় এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধ সম্পর্কিত একটি উদ্ভাবনী ধারণা প্রণয়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে পাইলটিং করা হয়। পাইলটিং সফল হওয়ায় উদ্ভাবনী ধারণাটি মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস করার নিমিত্ত নিয়মিত বিরতিতে চিরুনি অভিযান চলছে।

অডিট আপত্তি

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর বিপরীতে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩০টি অডিট আপত্তি Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ১৯টি অডিট আপত্তি সম্পূর্ণ এবং একটি অডিট আপত্তি আংশিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি পূর্ণ অডিট আপত্তি ও ০১টি আংশিক অডিট আপত্তি FAPAD-এ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

আয়কর মেলায় মেট্রোরেলের ডিসপ্লে

মেট্রোরেল এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় এবং প্রকাশনা ও অনুষ্ঠানে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল-এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তুলে ধরা হয়। আয়কর মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে প্রদর্শিত ব্যানারগুলোতে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে।

Digital বাংলাদেশ বিনির্মাণ

Interactive Website

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর একটি সমৃদ্ধ Interactive Website (www.dmtcl.gov.bd) রয়েছে। Website-এর সেবা বক্সসমূহ, Frequently Asked Question (FAQ) এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। যে কোনো স্থান হতে যে কোনো সময় ডিএমটিসিএল'র কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এ Website-এ Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery সংযুক্ত আছে, যেখানে ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। Video Gallery-তে YouTube Channel-এর লিংক সংযুক্ত আছে। ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তাৎক্ষণিক গ্রুপভিত্তিক কর্মকর্তাদের অবহিত করার নিমিত্ত DMTCL-SMC, DMTCL এবং DMTCL-Grade 10 শিরোনামে তিনটি Messenger Group রয়েছে। ডিএমটিসিএল সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস্, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদিও ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা আছে। দ্রুত জনসেবা প্রদান ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে টোল ফ্রি নাম্বারসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহ ও প্রকল্পসমূহের আওতাধীন সাইট অফিসসমূহ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়মিত ই-মেইল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সরকারি webmail-এ ডিএমটিসিএল-এর কর্মকর্তাগণের অনুকূলে @dmtcl.gov.bd বরাদ্দ আছে। কম্পিউটার ভাইরাস সংক্রমণ রোধে ও কাগজের ব্যবহার হ্রাসে ডিএমটিসিএল ও এর আওতাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহকে LAN ও WAN-এর আওতায় আনা হয়েছে।

e-Service Roadmap Plan-2021

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রণীত e-Service Roadmap Plan-2021 এর আওতায় Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবর্তনের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৬টি মেট্রোরেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ডিএমটিসিএল-এর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ এবং বেতার যোগাযোগ যন্ত্রপাতির লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) এর নিকট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইলেকট্রনিক গভার্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল

ডিএমটিসিএল এবং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রক্রিয়া ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার নিমিত্ত ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-কে গত ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ ইলেকট্রনিক গভার্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Video Conference

সময় বাঁচানো, অর্থ সাশ্রয় ও যাতায়াত বিড়ম্বনা পরিহারের লক্ষ্যে ডিএমটিসিএল-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সাইট অফিসসমূহ ও উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত Video Conference এর মাধ্যমে সভা করা হয়ে থাকে। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি পরিস্থিতিতে এপ্রিল ২০২০ মাস থেকে ভারচুয়াল সভার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ Video Conference এর পাশাপাশি Zoom Apps ব্যবহার করে Video Conference-এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন সভার আয়োজন করে অফিস কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখা হয়েছে।

Electronic Document Management System

ডিএমটিসিএল, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দ্রুত Project Document, সকল প্রকার তথ্য-উপাত্ত ও পত্রালাপ করার লক্ষ্যে ওয়েব বেইজড ACONEX সফটওয়ার ব্যবহার করে ডিএমটিসিএলকে Electronic Document Management System (EDMS) এর আওতায় আনা হয়েছে। এ সফটওয়ারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়। প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত ব্যবহারকারীগণ-এ প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে নিজেদের ভিতরে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এটি Cloud Based সুরক্ষিত Construction Project Management সফটওয়ার হওয়ায় বিভিন্ন দেশে মেট্রোরেল নির্মাণের সময় এ সফটওয়ার সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তাগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে Document এর সাইজ নির্বিশেষে Document সরাসরি দেখতে পারেন বিধায় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কার্যক্রম সহজে করা যায়।

ই-নথি

ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহকে ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-নথি কার্যক্রমে মোট ২,২৪২টি ডাক, ৫০৩টি নোট এবং ৬১০টি পত্রজারি করা হয়েছে। পেপারলেস অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প কার্যালয়সমূহে ই-নথি কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা

মেট্রোরেল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়োজিত লোকবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুশাসন প্রদান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ০১ জুলাই হতে ৩১ আগস্ট ২০১৯ সময়ে ২২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে, ০৩ সেপ্টেম্বর হতে ০৪ নভেম্বর ২০১৯ সময়ে ৪০ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও সহকারী প্রকৌশলীকে চট্টগ্রামস্থ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমিতে ০২ মাসব্যাপী রেলওয়ে বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ১৪ নভেম্বর ২০১৯ সময়ে ৪৫ জন স্টেশন কন্ট্রোলার, ট্রেন অপারেটর ও সেকশন ইঞ্জিনিয়ারকে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)-তে ০২ মাসব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১১ নভেম্বর ২০১৯ হতে ০৮ জানুয়ারি ২০২০ সময়ে ৩৭ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও সহকারী প্রকৌশলীকে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-তে ০২ মাসব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সময়ে ৩৬ জন স্টেশন কন্ট্রোলার ও ট্রেন অপারেটরকে চট্টগ্রামস্থ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমিতে ০২ মাসব্যাপী রেলওয়ে বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি হতে ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ সময়ে ১৮ জন সেকশন ইঞ্জিনিয়ার ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২ মাসব্যাপী Basic Electrical প্রশিক্ষণ প্রদান

করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল-এর সকল গ্রেডের কর্মচারীদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৬০ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ ডিএমটিসিএল-এর উদ্যোগে a2i এর Resource Person-এর সহযোগিতায় দিনব্যাপী উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নে করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে সম্যক ধারণা দেয়া হয়।

বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত ১ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ডিএমটিসিএল এর সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ

চ্যালেঞ্জ

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর আওতায় Fast Track ভুক্ত ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি প্রতিরোধ ও এর প্রাদূর্ভাব রোধে সরকার গত ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পরপরই এমআরটি লাইন-৬-এ কর্মরত জাপানী পরামর্শক এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জাপানী নাগরিকগণ এবং এমআরটি লাইন-১-এ কর্মরত জাপানী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জাপানী নাগরিকগণ বাংলাদেশ ত্যাগ করে জাপানে ফিরে যান। জাপান সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-১-এ কর্মরত জাপানী নাগরিকগণ এখনও বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। ফলশ্রুতিতে এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-১ এর কাজ পুরোদমে শুরু করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

কর্মকান্ডমূলক বিভিন্ন চিত্র

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব মি. হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা ও ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গলি দাস-এর সৌজন্য সাক্ষাত

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. আর্ল রবার্ট মিলার-এর সৌজন্য সাক্ষাত

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি এর সৌজন্য সাক্ষাত

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত সার্লোট্টা স্লাইটার এর সৌজন্য সাক্ষাত

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ও বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টেরের সৌজন্য সাক্ষাত

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর সাথে এডিবি'র কান্ট্রি ডাইরেক্টরের সৌজন্য সাক্ষাত

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক নির্মিত ভুলতা ফ্লাইওভার পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ১ম মেঘনা সেতুর পুনর্বাসন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা এয়ারপোর্ট সড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের সামনে নির্মাণাধীন আন্ডারপাস কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক কুমিল্লা সড়ক বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মেট্রোরেলের রেলট্র্যাক স্থাপন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম প্রচারণায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-এর উপস্থিতিতে সড়ক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগাধীন ভূয়াপুর-তারাকান্দি মহাসড়কে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিদর্শন

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জাতীয় মহাসড়ক এন-১ এ আইটিএস ব্যবস্থা প্রবর্তনে কোইকার'র প্রি-সার্ভে মিশনের কর্মকর্তাদের সাথে সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক খুলনা-যশোর জাতীয় মহাসড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) পরিদর্শন

ময়মনসিংহ জোনাল সভায় সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জোন প্রধানগণ কর্তৃক পরিদর্শন

জনাব মো: আবু ছাইদ শেখ, অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক এন-৮ মহাসড়কে (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা)
পদ্মা সেতু রেল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প সাইট পরিদর্শন

জনাব চন্দন কুমার দে, অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক পাঁচদোনা-ডাংগা-পলাশ মহাসড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

নীলিমা আখতার, অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক বিআরটি করিডোরের হাউজবিল্ডিং এলাকা পরিদর্শন

জনাব মো: আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক শরীয়তপুর - নড়িয়া মহাসড়কের মজবুতিকরণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম, যুগ্মসচিব কর্তৃক ভোলা সদর উপজেলার পরানগঞ্জ বাজার হতে লালমোহন উপজেলা পর্যন্ত আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ পরিদর্শন

জনাব মো: আবদুর রৌফ খান, যুগ্মসচিব কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক প্রকল্পের পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং কালভার্ট নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার, যুগ্মসচিব কর্তৃক বড়তাকিয়া (আবুতোরাব) থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

জনাব মো: জাকির হোসেন, যুগ্মপ্রধান কর্তৃক কুমিল্লা-টমছম ব্রিজ-বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) ৪-লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, যুগ্মসচিব কর্তৃক নওগাঁ-নীলফামারী মহাসড়কের মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ কাজ পরিদর্শন

তসলিমা কানিজ নাহিদা, যুগ্মসচিব কর্তৃক সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মটখোলা মহাসড়কে চলমান কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জেসমিন নাহার, যুগ্মসচিব কর্তৃক সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কে চলমান কাজ পরিদর্শন

জনাব দীপঙ্কর মন্ডল, উপসচিব কর্তৃক টেবুনিয়া-চাটমোহর-হাভিয়াল-হামকুরিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন (পাবনা অংশ)

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সুলতানা ইয়াসমীন, উপসচিব কর্তৃক WBBIP এবং SASEC II প্রকল্পের চলমান নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

জনাব মো: মাহবুবের রহমান, উপপ্রধান কর্তৃক নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

অঞ্জনা খান মজলিশ, উপসচিব কর্তৃক শরীয়তপুর জেলা মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

জনাব মোঃ সামীমুজ্জামান, উপপ্রধান কর্তৃক বাগেরহাট-চিতলমারী জেলা মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সালমা আক্তার খুকী, উপসচিব কর্তৃক রংপুর সড়ক বিভাগাধীন মধুপুর-শ্যামপুর
জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ কাজ পরিদর্শন

ফাহমিদা হক, উপসচিব কর্তৃক রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুড়া ফেরিঘাট মহাসড়কের চলমান
কাজের Stack Yard পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জনাব তওহীদ আহমদ সজল, সিনিয়র সহকারি প্রধান কর্তৃক মান্দা-নিয়ামতপুর-শিবপুর-পোরাশ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

জনাব মোঃ মাহবুব-এ-এলাহী, সিনিয়র সহকারি প্রধান কর্তৃক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত সড়ক (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ পরিদর্শন